(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সাবিত্রীর সত্যজীবনী।

সাবিত্রী জীবনী হতে সুন্দর কাহিনী
শুনেছ কি কভু তুমি?—পড়ে দেখ দেখি,
কত উপদেশসহ পাও কত জ্ঞান!
আবাসে অনন্ত শান্তি বিরাজিবে তব,
এ গ্রন্থ পড়াও যদি মহিলা সকলে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1923.

মূল্য মাত্র আনা
বার

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সাবিত্রীর সত্যজীবনী।

সাবিত্রী জীবনী হতে সুন্দর কাহিনী
শুনেছ কি কভু তুমি?—পড়ে দেখ দেখি,
কত উপদেশসহ পাও কত জ্ঞান!
আবাসে অনন্ত শান্তি বিরাজিবে তব,
এ গ্রন্থ পড়াও যদি মহিলা সকলে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1923.

মূল্য মাত্র আনা
বার

উপক্রমণিকা।

১৮৮৭-৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশভূক্ত স্যানফ্রান্সিস্কো মহানগরে অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে ডাক্তার সাওবার্গ নামে এক বিশ্ব-পর্য্যটক জার্ম্মাণপণ্ডিত সপুত্র ও সপত্নীক সেই গিরিগোল্ড নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই এই গ্রন্থকারের তদ্দেশীয় শিক্ষাগুরু। সেই পণ্ডিত-প্রবর তদীয় মাতৃভাষা ব্যতীত ইংরাজী, ফার্সি ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ের অসংখ্য-গ্রন্থমধ্যে বিস্তর সংস্কৃত পুস্তকও ছিল, তন্মধ্যে সাবিত্রী, দ্রৌপদী, বৃষকেতু, সীতা ও রাম প্রভৃতি মহামানব-মানবী-গণের দেবদুর্লভ জীবনী সকল খণ্ড খণ্ড গ্রন্থে প্রবিরচিত ছিল।

ডাক্তার মহাশয় সেই গ্রন্থগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি, এই হীন গ্রন্থকারের যৎসামান্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গ্রন্থকার তাঁহার সেই সকল গ্রন্থরত্নের মর্ম্ম অবগত হইয়া, সেগুলির সার অংশ নোট করিয়া বা টুকিয়া লইয়াছিল। সেই সকল নোটের অবলম্বনে এবং হুগলি জেলাকোর্টের উকীল মোক্তারবৃন্দের অনুরোধে এই "সাবিত্রীর সত্যজীবনী" নামক গ্রন্থখানি বিরচিত হইল। ইহাতে এমন অনেক বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন, যাহা মহাভারতে নাই, এবং ভূভারতে বিরল। অতএব যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি হিন্দু-সাধারণের নিকট আদর প্রাপ্ত হয়, এবং লেখক তজ্জন্ত উৎসাহ লাভে বঞ্চিত না হয়, তবে অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির প্রণয়ন ও প্রকাশ কার্য্যে বিলম্ব হইবে না।

যে এক নরপতি মহারাজ দ্যুমৎসেনের প্রতি শত্রুতা করিয়া তাঁহার রাজ্য-সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাহার ইতিহাস মহাভারতে প্রকাশিত না থাকিলেও 'সাবিত্রীর সত্য জীবনীতে' তাহা, এবং সাবিত্রী-সতীর শৈশব-কাহিনী ও অন্তান্ত উপাখ্যানের অজানিত ও অপূর্ব্ব-পূর্ব্ব-ব্যাখ্যা সমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাজকন্তা সাবিত্রী সুন্দরী, অপরূপ রূপবতী হইলেও, কেন যে তাঁহার বরপাত্র পাওয়া গেল না, এবং অবন্তীপতি রাজা দ্যুমৎসেন যে, কি কারণে সস্ত্রীক সপুত্র বনবাসী হইলেন, কে তাঁহাকে কিরূপে বনবাসী করিল, আবার সময়ান্তরে তিনি কি ভাবে পুনরায় রাজ্য পাইলেন, এ সকল কথা মহাভারতে প্রকাশ নাই। সাবিত্রীর সত্য-জীবনী যে কতদূর মনোমুগ্ধকর ও চিত্তপোহা-গল্প, মহাভারত পড়িয়া তাহার কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তবে

পরিষ্কার অনুমান হইতে থাকে যে, এ কাহিনীর সমুদায় অংশ সে গ্রন্থে প্রকটিত হয় নাই। 'সাবিত্রীর সত্য-জীবনী' পাঠে পাঠকদিগের সে সমুদায় ক্ষোভ দূর হইবে। অতএব এই পুস্তকখানি, একটি মনোমুগ্ধকর উপন্যাস, একটি উপদেশপ্রভাসী ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটি সর্ব্বজন রুচিকর চারুপাঠ্য স্বরূপ হইয়াছে কি না এবং ইহা স্কুল-পাঠ্য হইবার ও হিন্দু-মুসলমানাদি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পাঠোপযুক্ত কি না, তাহা সুধিগণের অভিমতাধীন রহিল। ইতি—গ্রন্থকার।

সাবিত্রীর সত্য-জীবনী

প্রথম ভাগ।

১.* সাবিত্রীর জন্ম *১

হোসেনী ছন্দ।

(যতিচিহ্নের সকল স্থলেই সামান্য বিরাম দিয়া পাঠ করিলে এই ছন্দের পাঠে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবেন।)

পঞ্চবারি কলেবরা, বিধুরা পঞ্জাবে যবে, মদ্ররাজা অশ্বপতি, মদ্ররাজ সিংহাসনে ছিলা সমাসীন; কহগো মা দুর্গাদেবি! কি হেন কারণে তিনি, স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যজি, হইলা বিরাগী? মন্ত্রীকরে সমর্পণ করি রাজপাঠ, কেন বা রাজ্ঞীরে লয়ে সুবিজ্ঞ সেজন, দেশ দেশান্তর ভ্রমি, ও তব রাজিব পদ লাগিলা পূজিতে? কি-উপায় অবশেষে, কহ শুনি মাতা তুমি করিলা তাঁদের!

পাঞ্জাবের অন্তর্গত, প্রাচীনকালেতে; ছিল এক ক্ষুদ্ররাজ্য,—'মদ্ররাজ্য' নামে খ্যাত ছিল ক্ষিতিতলে; অশ্বপতি ছিল নাম রাজার তাহার।—দ্যুতিমান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা সজ্জন; সত্যসন্ধ যজ্ঞশীল, বদান্যগণের ছিলা অগ্রগণ্য তিনি; ধীশক্তি সম্পন্ন-জন, সত্যবাদী ক্ষমবান, পরম প্রতাপশালী, প্রজাপরায়ণ তিনি ভূতলে অতুল। গৌরব-সৌরভ ছিল ঐশ্বর্য্য বিস্তর, নিঃসন্তান হেতু মাত্র ছিলা সন্তাপিত। সদা নিরানন্দ তাঁরা স্বামী পত্নী দোঁহা, থাকিতেন চিন্তাকুল; ত্যজিতেন নীরনেত্রে, কি দিবা রজনী, হতাশের প্রাণজ্বরা সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

অপত্য-আশার শেষ স্বামী-পত্নী মিলি' মন্ত্রীকরে সমর্পণ করি রাজ্যভার, সাজিলেন ব্রহ্মচারী, বাহিরিলা রাজ্য ত্যাগ করি মনোদুঃখে। নিয়মিত পানাহার করিয়া পালন, জিতেন্দ্রিয় ভাবে কাল লাগিলা হরিতে। নিয়ত সাবিত্রীমন্ত্রে, হোম-হোত্রে লক্ষবার দিতেন আহুতি; স্তব-স্তুতিসহ কত কাতর বচনে, করিতেন পুত্র-বাঞ্ছা সে দেবীর পদে। কতকাল এইরূপে গেলা অতিবাহি, দুর্গাদেবী না চাহিলা করুণার চোখে; না দিলা দর্শন কভু, আশীর্ব্বাদ কোনরূপ কিংবা কোন বর। তথাপি সোৎসাহে তাঁরা, ভক্তিভরে সে দেবীরে লাগিলা পূজিতে, না হইলা হতশ্রদ্ধা কিংবা আস্থাহীন।

রজনীর অন্ধকারে, একদিন দোঁহে, জ্বালিয়া পাবক পূত দুর্গম গহনে, আরম্ভিলা মহা-পূজা; সহসা হেরিলা এক দৃশ্য মনোহর।—বিকশিত করি সেই হোম-হুতাশন, উদিল অনল হ'তে, তপন বিনিন্দি এক দেবী নিরুপমা। প্রভাত ভাস্কর যেন, নিবিড় জলদজাল ছেদি' বাহিরিলা। সে দেবীর দরশনে, স্তম্ভিত হইলা রাজা, রাণী সমধিক। মর্ম্মর-প্রতিমা প্রায়, করযুগ জুড়ি, সে দেবীর বরবপু, স্তিমিত নয়নে চাহি' লাগিলা দেখিতে।—অনলের শিখাচয় পদ্মপর্ণ প্রায়, দেবীর চরণদ্বয় ঘেরিল এরূপে, প্রতীতি হইল তায় যেন মহাদেবী, দাঁড়ায়েছে মধুহাসি, অনলের সুকোমল শতদলোপরি। সেই শোভা মনোলোভা, ভূলোকে দুর্লভ বলি ভাবিলা উভয়ে, নারিলা বলিতে কিছু।

স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নেত্র মেলি মহাদেবী, বীণার ঝঙ্কারে ধীরে সম্ভাষি কহিলা—"কহ, কহ, মদ্ররাজ, কহ অশ্বপতে! কি হেন মানসে, অষ্টাদশ বর্ষ ধরি সাজি ব্রহ্মচারী, প্রতিদিন লক্ষবার, এইরূপে হোমহোত্রে দিতেছ আহুতি? তোমার বিশুদ্ধ দম, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, নিয়ম ও যত্ন ভক্তি, যার-পর-নাই তুষ্ট করেছে আমায়। কি বরের প্রার্থী তুমি কহ অকাতরে!"

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, নিবেদিলা পাদপদ্মে রাজা অশ্বপতি। "অপুত্র এ দাস দেবি, অহর্নিশ তাই, এরূপে রাজীবপদে কাঁদি অনিবার। সন্তান পরমধর্ম্ম, পুত্রহীন-জন, পুন্নাম নরকবাসী হবে শাস্ত্র মতে। ইহলোক পরলোকে, কোন স্থলে নাহি সুখ অপত্যহীনের। বিষয়-বৈভব আদি জীবন তাহার, সকল বিফল দেবি! নিতান্ত উন্মনা চিন্তা করেছে আমায়। তাই মা বরদে! বিষয়-বাসনা-ভোগ করি পরিহার, মন্ত্রি-হস্তে করি ন্যস্ত গুরু রাজ্যভার, সভক্তি সস্ত্রীক তীর্থে হয়েছি বাহির। পরম সংযত চিত্তে, দেবচর্য্যা করি ফিরি দেশ দেশান্তর। দেহ বর হে বরদে, এ বিপুল কুলমান, সঞ্চিত সম্বল, কে বহিবে ভবতলে মুদিলে নয়ন। দেহ বর হে বরদে, পদাশ্রিত যেন, অচিরে এ চরাচরে, পুত্রের জনক হয় তব আশীর্ব্বাদে। এই ভিক্ষা বিনা ভিক্ষা কিছু নাহি পদে।"

কহিলা সাবিত্রী দেবী, আয়ত লোচনে চাহি অশ্বপতি পানে, "শোন তবে, ওহে সৌম! মনের বাসনা তব অন্তরে জানিয়া, নিবেদিনু ভগবান ব্রহ্মার চরণে। তাঁর করুণায়, স্বয়ম্ভু-সম্ভূতা এক কন্যা তেজস্বিনী, পাইবে সত্বর তুমি। পিতামহ যবে করেছেন কন্যাদান, নাহি কর তপঃ তবে পুত্র কামনায়।"

আবার প্রণমি পদে, সজল নয়নে নৃপ নিবেদিলা ধীরে—"ব্রহ্ম-বরে পাব কন্যা! কিন্তু পরিত্রাণ, কেমনে পাইবে দীন পুন্নাম হইতে? কেমনে বা কহ আর, এ বিপুল রাজ্যজ্যোতি রাখিব বজায়?" এই বলি নত মুখে করিলা ক্রন্দন।

কহিলেন মহাদেবী প্রশান্ত বদনে—"হয়েছি সন্তুষ্ট সত্য তপস্যায় তব, কিন্তু তা বলিয়া, ব্রহ্মার বিরুদ্ধবাদী না পারি হইতে। তাই অন্য বর এক, দিতেছি তোমায় তুমি শোন মন দিয়া।"—তুলিলা মস্তক রাজা, যুক্ত করে দেবী পানে রহিলা চাহিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী—"সেই রূপবতী কন্যা, মম সম রূপগুণ পাইবে কহিনু। শত অপত্যের পিতা, সে দেবীর বরে তুমি হবে চরাচরে।" এত বলি মহাদেবী, ডুবিলা অনলতলে লুকাইলা তনু। মহারাজ অশ্বপতি ভার্য্যারে লইয়া, ফিরিলা স্বরাজ্যে পুনঃ আনন্দ অন্তরে।

কিছু দিন পর, জ্যেষ্ঠারাজ্ঞী মালবীতে, মনোহর গর্ভচিহ্ন পাইল প্রকাশ। তাহা-পতি প্রায় গর্ভ লাগিল বাড়িতে। গরিমা প্রযুক্ত এই গর্ভ অবস্থায়, চতুর্গুণ যত্ন-সেবা পাইলা মালবী। রাজা অশ্বপতি, তুষিতেন অনুক্ষণ বসি তাঁর পাশে। সেবিত সেবিকাগণ যত্ন সহকারে। এইরূপে দশমাস হইলে বিগত, প্রসবিলা সে রূপসী, রাজিব-লোচনা এক কন্যা নিরূপমা। আনন্দে পুরিল পুরী, নগর প্রদেশ আদি মাতিলা উৎসবে; ভুপ জাতকর্ম্ম ক্রিয়া, দান বিতরণ, করিলা প্রচুররূপে। অভি-মত অনুসারে দ্বিজ সবাকার, সাবিত্রী প্রদত্তা সেই দুহিতা-রত্নের, রাখিলা সাবিত্রী নাম। বলিতে লাগিলা লোক, তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণে মুখ দেখি সে কন্যার—"এ নহে সামান্যা কন্যা, আপনি সাবিত্রী দেবী, সশরীরে আগমন করিলা ধরায়।" সে হেতু 'আদর্শ সতী', হইল দ্বিতীয় নাম সাবিত্রী সতীর।

২ * শিশুর খেলা। * ২

উদিলে উজ্জ্বল রবি, ধরার তিমির যথা করে পলায়ন; পলাইলা অন্তরের, দারুণ অপত্য-চিন্তা রাজা ও রাণীর। এতদিন পর তবে কন্যার দর্শনে, সত্য-রাজা-রাণী তাঁরা হইলা ধরার, পালিতে লাগিলা প্রজা। অনুক্ষণ রাজারাণী একত্র বসিয়া, স্নেহের আবেগে ভরি শিশু কন্যা লয়ে, করিতেন কত খেলা কৌতুকে মাতিয়া।

শিশুর মুখের হাসি, আর সচঞ্চল তার পদ সঞ্চারণ, হস্তের হেলন মৃদু, যেই সুধা বিতরণ করে, ভবতলে, কার হেন সাধ্য তাহা পারে বিবরিতে। আধ আধ বাক্যলীলা শিশুর অধরে, শোভে যেই সুরপুষ্পে; কি আছে জগতে জ্বালা, সে পুষ্প হেরিয়া নর নারে পাশরিতে? 'মা' বলি ডাকিলে আর 'বা' বলি স্মরিলে, যে মধু ঝরায় কাণে, বিতরিতে সেই সুধা পারে কি স্বরগ? কাঙ্গাল জনকে রাজা

করে এই হাসি, জননীকে রাণী আর কি কব অধিক। রাজা-রাণী হ'লে অরা রাজ্য অবহেলে, যোগী, ঋষি তপ তার।—এই যাদুবলে চলে অত্র চরাচর।

বিশ্বব্যাপী রাজ্যখণ্ড ভুলিয়া ভবেশ, বসিয়া রাণীর পাশে, ভুলায়ে রাখেন মন শিশুর খেলায়। কি যেন বলিবে শিশু সেই লালসায়, সে বিধুবদন পানে, একাগ্র নয়নে সদা থাকেন চাহিয়া। আর সে কুসুম-কন্যা, কভু উত্তোলন করি সে বাহু যুগল, কত কুতুহলি করে ক্রোড় বিনিময়। আবার কখন কন্যা, পিতৃঅঙ্ক হতে হাসি পড়ে ঝাঁপাইয়া, ক্ষণজন্মা জননীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কোলে—সেই প্রতি বিনিময়ে, উভয়ের প্রাণে তুলি সুধার লহরী, খেলে কতরূপ খেলা সুরবালা প্রায়।

এইরূপে সেই শিশু, তিন বৎসরেতে যবে করে পদার্পণ, সযতনে কোলে তুলি সে রতনে রাজা, যাইতেন সভামাঝে মনের কৌতুকে। স্বর্গের পুতুল করি, রাণী রত্নমুখী তারে দিতেনসাজায়ে। প্রথম দিবস রাজা, সভা হ'তে দুহিতারে আনিয়া আবাসে, কহিলা কৌতুকে মাতি, রাণীর কোলেতে কন্যা করিয়া প্রদান,—"ধর এই কন্যারত্নে, বিচার করিয়া শেষ এসেছে আবাসে; করেছে বিস্ময়াকুল সভার সকলে!"

অধরে মধুর হাসি জিজ্ঞাসিলা রাণী।—"কহ কহ, বিবরিয়া, শিশুকন্যা কি বিচার করিল সভায়, শুনি সে সুন্দর কথা মনের কৌতুকে।"

কহিলা হাসিয়া নৃপ—"মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে বলে, এসেছিল সভাস্থলে দুষ্ট কতিপয়। অত্যালীক-ভাষী তারা, বচন বিন্যাসবলে, মিথ্যাকে করিয়া সত্য দেখায় এমন, অবিশ্বাস করিবার না রহে উপায়। এই দেবদেহী কন্যা আছিল মন্ত্রীর ক্রোড়ে স্বকীয় ক্রীড়ায়। সহসা সে ক্রোড় হতে, কোমল মৃণাল গোল তুলি চারুভুজ, নির্দ্দেশিলা সে অলীকভাষী কয় জনে। কি যে বিভিষীকা তায় হেরিল তাহারা, ডরিল অন্তর কোণে,—ইতি-কর্ত্তব্যতা যত হারায়ে তখন, মিথ্যা পরিহারি সত্য লাগিলা বলিতে! স্তম্ভিত হইল সভা, সে পরিবর্ত্তন-শীল বচন শ্রবণে, উদিল হাস্যের স্রোত। কহিলে অন্যান্য লোক, যেন বা তাহারা, সাক্ষাৎ সাবিত্রী তথা করিলা দর্শন!—"এ নহে সামান্যা কন্যা, স্বরগের দেবী, নেমেছে এ নরলোকে শাপভ্রষ্টা হয়ে।" জিজ্ঞাসিতে সাক্ষীগণ, বিবরিল বিভিষীকা হেরিল যেমন।—"আপনি মা দুর্গা আসি, দাঁড়ায়ে সম্মুখে, কহিলা বরষি রোষ—'এখনি হইবে ভস্ম; অলীক বলিবে যদি আমার সাক্ষাতে।' সেই ভয়ে সত্যে-মতি রাখিনু আমরা।"

গৌরীকাল উপজিলে সাবিত্রীদেবীর, একদা সে রূপবতী, সভাসমীপস্থ নিজ পাঠাগারে বসি, অভ্যস্থ করিতেছিলা পাঠ আপনার। আর সে সময়ে, অন্যদিকে

সভামাঝে, চলিতে আছিল কার্য্য সভার যতেক। সুন্দর পুরুষ এক, ভার্য্যা রূপবতী সহ সাক্ষী কতিপয়, প্রবেশি রাজার পদে নিবেদি' কহিল। "এই রূপবতী পত্নী ভ্রষ্টা অতিশয়। নিয়ত নিশায় আমি সুষুপ্ত হইলে, আমারে রাখিয়া একা, ত্যজি শয্যা যায় চলি দূর অভিসারে। বাঞ্ছিত সবারে লয়ে, নৈশ-অন্ধকারে দুষ্টা ভ্রমি বনে বনে, নিশা শেষে আসে পাশে করিতে শয়ন। এ কথার সত্য সাক্ষ্য, এই যুবকের দল করিবে প্রদান।" এই বলি করপুটে হইলা নীরব।

প্রথম সাক্ষীর প্রতি চাহি মন্ত্রিবর, করিলা এরূপ প্রশ্ন। "কোথা তুমি এ নারীকে দেখেছ নিশায়, সত্য বল, নহে দণ্ড হইবে তোমার।" কহিলা উত্তরে সাক্ষী,—"নিশায় গঙ্গায় স্নান, দেখিছি করিতে আমি ওরে বহুবার।"

কহিল দ্বিতীয় সাক্ষী প্রশ্নের উত্তরে—"বসিয়া অগম্য বনে, বাঞ্ছিত জনের সাথে সমতান মনে, গাহিতে মোহন গান শুনেছি শ্রবণে।" কহিল তৃতীয় জন,—"দেখেছি উহারে আমি নিশাচরী প্রায়, প্রেমিক সবার দ্বারে করিতে ভ্রমণ, সঙ্কেত করিতে সবা বিবিধ ধরণে।"

জিজ্ঞাসিলে, সেই নারী (লজ্জাবতী অতি), কহিলা গুণ্ঠন হতে,—"সকলে বলিছে যবে আমি তবে তাই, করেছি সকলি যাহা বলিছে সকলে।"

শুনি এইরূপ ভূপ, করিলা সে নারীপ্রতি আদেশ ভীষণ, কহিলা গম্ভীর স্বরে,—"বিমুণ্ডি কুন্তল ওরে কর নির্ব্বাসিতা।" এ আদেশ শুনি যত ভূত্যাদ্যার দুত, চারিদিক হতে বেড়ি দাঁড়াইল তায়।

কহিলা রমণী তবে দূত সবাকারে। "রাজাদেশ শিরোধার্য্য করি শতবার, কিন্তু সাবধান তোরা, পর-নারী বোধে মোরে না কর্ পরশ।" ঘোর কোলাহল করি, কহিতে লাগিল তায় সভার সকলে। "পর-নরস্পর্শা ইনি,—নিশাচরী বেটি নয় ঠেঁটা সাধারণ।" এই বলি রক্ত আঁখি খুলিল সকলে।

কহিলা দোষিণী রোষে,—"নর মাত্র যেইজন সন্নিকট হবে, এই খাঁড়া তার গলে অথবা আমার, পড়িবে কহিনু আমি।" এই বলি নিষ্কাসিলা, অস্ত্র এক সেই তার বক্ষবস্ত্র হতে। ঘোর কোলাহল তায় উঠিল চৌদিকে, বুঝিল 'ডাকিনী' তারে।

শুনি এই কোলাহল সাবিত্রী সুন্দরী, পাঠাগার হতে ত্বরা আইলা বাহিরে, জানিতে গোলের হেতু। অমনি জনক তারে সম্বোধি কহিলা,—"যাও মা আপন কাজে, ঐ ভ্রষ্টা রমণীর, অঙ্গের বাতাস তোমা না করে পরশ। এখনি এখান হতে যাও মা আমার।" এই বলি মুখ পানে চাহিলা তাহার।

কহিলা সাবিত্রী শুনি, দেব দুহিতার ন্যায়, চপল লোচনে চাহি দোষিণীর পানে, তা'পর পিতার দিকে,—"আশীর্ব্বাদ কর পিতা, ঐ রমণীর গুণ বর্ত্তে আমা পরে। আদেশ পালিয়া তব, এখনি এখান হতে চলিলাম আমি।"

বিস্ময় মানিল সবে, এই হেন বাণী শুনি সাবিত্রী-বদনে। কহিলেন মন্ত্রিবর সম্বোধি তাহারে, "পরম অশিষ্টাচারী ভ্রষ্টা ঐ নারী, ছি ছি কি লজ্জার কথা, ওর ঐ গুণ তুমি করিছ কামনা! আনিওনা আর মুখে জননী আমার, নহে শোভনীয় উহা শোভনা বদনে।—জান না কি মাতা, স্বতন্ত্র গৌরব তব রাজকন্যা তুমি!"

কহিলা সাবিত্রীদেবী, বিজলী নয়নে চাহি মন্ত্রিবর পানে,—"ভ্রষ্টা তার কি প্রমাণ পাইলা আপনি?—হতে কি পারে না ইনি সাধ্বী কুলেশ্বরী, পতিব্রতা তপো-বতী!—পতির কুশলকামী হয়ে ঐ সতী, পারে না কি নিশাকালে গঙ্গাস্নান করি, বিজন গহনে গিয়া, স্তব অর্চ্চনায় কাল করিতে হরণ?—পারে না কি আর, ঈশ্বরের সহ প্রেম পাতাইতে গানে?—পারে না কি হতে আর, ঐরূপ যত সতী আছে এ নগরে, জাগাইতে তাহা সবা, দ্বারে দ্বারে তাহাদের করিতে ভ্রমণ? গাহিতে ঈশ্বর প্রেম, একত্র বসিয়া কোন বিজন গহনে।—পারে না কি হ'তে আর, ধর্ম্মকে বিজ্ঞান বলি স্থিরি মনোমাঝে, ঐ স্বামী এ নারীর, ধর্ম্ম হতে সদা এরে রাখিত পৃথক; সেই হেতু ঐ সতী,—হতে কি পারে না, পতির অজ্ঞাতসারে, গভীর নিশায় পশি, অগম্য গহনে পুণ্য অর্জ্জিতে তথায়।—হতে কি পারে না আর, এই শঠ সাক্ষিগণ কোন মন্দ কামনায়, কৌশলে করিতে ত্যজ্য ঐ নারীগণে, পেতেছে এ কূটফন্দী। —এ সব কথার তত্ত্ব না করি গ্রহণ, কেমনে অসতী বলি স্থিরিলা উহারে, দণ্ডিতে এরূপে আর ইচ্ছিলা আপনি?"

শুনি এইরূপ কথা গৌরী বালিকার, অবাক হইলা সবে; সভ্যগণ করলগ্ন হইলা কপোল, ধরেশ শৈলের মূর্ত্তি। কাটিল মনের ভ্রম সে জন স্বামীর। সাক্ষী সবা শত্রু বলি স্থিরিলা অন্তরে, চিন্তিলা সাবিত্রী পানে চাহি সবিস্ময়ে—"ইনি কি স্বর্গের দেবী অবতীর্ণা ভবে!" দোষিণী নমিলা পদে সাবিত্রী সতীর, ভবের ভাবিনী বলি ভাবি তাঁরে মনে, করপুটে নতশিরে রহিলা দাঁড়ায়ে।

চিন্তিলা অন্তরে মন্ত্রী,—'অসম্ভব কিসে যাহা সাবিত্রী কহিল।' পরন্তু নয়ন তুলি, যুবজানি পানে চাহি প্রশ্নিলা কৌতুকে,—"বল তুমি সত্য করি, ধর্ম্মের উপর তব আস্থা কি প্রকার? মহর্ষি তপস্বী আদি ব্রহ্মচারিগণ, স্তবাদি তপস্যা করি, অর্জ্জেন কি কোন পুণ্য তব ধারণায়?"

কহিলা সে যুবজানি নমি মন্ত্রিপদে। "সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, স্বার্থ শূন্য জন, আর যে আত্মায় নাই প্রতিহিংসা পাপ, আর যে কামুক নয়,—পাপমুক্ত এইরূপ ব্যক্তি কতিপয়, অর্জ্জিবে নিশ্চয় পুণ্য মম ধারণায়। তাঁহাদেরি গুণে শান্তি বিরাজে ধরায়। –হোমেতে আহুতি দিয়া, পূজি দেব-দেবী, থাকি উপবাস, পরি বল্কল বসন, কি ফল না বুঝি আমি।—তবে বৈজ্ঞানিকগণ, কেন যে রেখেছে আস্থা ধর্ম্মের উপর, কারণ তাহার আমি ভাবি এইরূপ।—ব্যক্তি সাধারণ মাত্র জ্ঞানের অভাবে, পরম অশান্ত তারা, কলহ বিবাদে ধরা করে কলুষিত। প্রদমিতে তাহা সবে, যেমনি কঠিন দণ্ড দিন ধরাপতি; শান্তি আনয়ন নাহি পারেন করিতে। তাই বৈজ্ঞানিকগণ, জন্তু হতে তুচ্ছ সত্য সে মানব দলে, দেখান ধর্ম্মের ভয়; আর সেই কাজে, কৃতকার্য্য হন তাঁরা বহু পরিমাণে। তাহাই দেখিতে পাই, যে রাজ্যে ধর্ম্মের চর্চ্চা প্রবল যেমন, শান্তিময় সেই রাজ্য হয় ততদূর। সেইহেতু হে রাজন, ধর্ম্মনিষ্ঠা ভাবি আমি ভার্য্যারে আপন, ধর্ম্ম ছাড়ি কর্ম্মে লক্ষ্য রাখিতে কহিনু। স্বল্পবুদ্ধি সে কামিনী, ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়ে ভ্রষ্টা সাজিল সংসারে। কিন্তু এবে জ্ঞানোদয় হয়েছে আমার, বিবেচি এমনি মনে,— যা কহিলা দেবযোনি সাবিত্রী সুন্দরী, সত্যে পরিণত তাহা হইবে তত্ত্বিলে।"

শুনি এইরূপ বাণী যুবজানিমুখে, সভার প্রত্যেক প্রাণী ভক্তিভরা চোখে, চাহিলা সাবিত্রী পানে। সকলেই এক চিন্তা করিলা এরূপ—"দেবাশ্রিতা এই কন্যা হইবে নিশ্চয়।" যুবজানি চিন্তিলেন—"কোথা কোন স্বর্গ হতে না জানি কেমনে, এ দেব দুহিতা অব-তরিলা ধরায়!" দোষিণী সম্মুখে আসি, নতশিরে নমি পদে কহিল দেবীরে—" বাঁচাও মা দুহিতারে, পাপাসক্ত ঐ কয় সাক্ষিগণ হতে। ও পূত বদনে মাতা যা কিছু কহিলা, সকলি সঠিক সত্য। চারিজন নারী মোরা ঐরূপে আরাধনা করি বনে বসি, স্বামী হিতৈষিণী সবে। ঐ দুষ্ট সাক্ষিগণ, এক দিন আমা সবা পাপ কামনায়, ধরেছিল বনমাঝে, কিন্তু পলাইল সবে আমরা যখন, বক্ষবস্ত্র হতে অস্ত্র করিনু বাহির। যাইবার কালে ওরা বলিল শাসায়ে,—"সকেশ না পাই তোমা, খোলপ্লবী শূন্যকেশে পাইব নিশ্চয়"—এই বলি দরদরে, সাবিত্রীর পদপ্রান্তে লাগিলা কাঁদিতে।"

এতক্ষণ পর মন্ত্রী, আদর্শ সতীর প্রতি লাগিলা কহিতে। "যা কিছু কহিলে মাতা ও পূত বদনে, সকলি দাঁড়াবে সত্যে অনুমান করি। আজিকার তরে তাই, বিচার স্থগিত আমি চাহিছি রাখিতে। তোমার কি অভিমত কহ এ কথায়?"

কহিলা সাবিত্রীদেবী, প্রসূন বিনিন্দি তাঁর সুরতি ভাষায়—"কি কাজ স্থগিত রাখি ; ডাকাইলে এইস্থলে অন্য তিনজনে, (ইহার সঙ্গিনীগণে,) এখনি যে সব কথা পাইবে প্রকাশ। বিচারে বিলম্ব করে অবিচার-পতি, দুষ্টকে সময় দেয় বলিতে অলীক। এ কাজ যে রাজ্যে চলে, সে রাজ্যের অবনতি সত্বর সম্ভব।"

আদেশে অমনি মন্ত্রী, দূতী একজনে ডাকি, কাণে বাখানিয়া—"যাও ত্বরা করি ডাকি আন তিনজনে।" এই বলি তিনপত্র দিলা তার হাতে।

এই অবসরে তথা সভার সকলে, লইলা চরণ রেণু, সাবিত্রী দেবীর। জিজ্ঞাসিলা মন্ত্রিবর, এক মহাকথা যাহা উদিল সে মনে। "জ্ঞানদা জননি তুমি কহ কহ শুনি!—সাক্ষীরে সময় দিলে, পায় সত্য অবসর বলিতে অলীক। রাজ্যের কি অবনতি পারে তা ঘটাতে?"

উত্তরে কহিলা ধীরে সাবিত্রী সুন্দরী,—"স্বকাজ ছাড়িয়া তারা, কি মহা কৌশলে, বিচার পতিরে ধূলি-লোচন করিবে, রহে সেই পরামর্শে কি দিবা রজনী। যেই ক্ষতি করে তারা স্বকাজ ত্যজিয়া, সে ক্ষতি রাজ্যের ক্ষতি। যেই ধন প্রজাবর্গ, নিয়ত উৎপন্ন করে করি পরিশ্রম, সে ধন অজন্মা হলে, কত দিন লাগে রাজ্য হতে অন্নহীন? তাই আমি বলি, বিচারে বিলম্ব করে অবিচার পতি। আনে ডাকি অবনতি, সাথে সর্ব্বনাশ যত দেশের কেবল।"

এ হেন সময়ে, দেবী-স্বরূপিণী তাঁরা নারী তিনজন, আসি উপজিলা তথা। নামি উচ্চ বেদী হ'তে সাবিত্রী তখন, তাঁদের সম্মুখে আসি জিজ্ঞাসিলা হাসি— "বল সত্য করি বোন! বক্ষবস্ত্রে অস্ত্র কেন রেখেছ লুকায়ে? এখনি বাহির করে দাও আমা' করে।" সভয়ে অমনি তাঁরা, তিনজনে তিন খাঁড়া করিয়া বাহির সঁপিলা সতীর করে। সে খাঁড়া পাইয়া সতী প্রশ্নিলা আবার। "কেন বল দেখি বোন! এই তিন যুবজনে তোমরা ক'জনে, শাসাইলা এই খাঁড়া?"

কহিলা কাতরমুখী তাঁহারা তখন,—"চারিজন আমাদের, সতীত্ব নাশিতে চেষ্টা করেছিল ওরা। খাঁড়া শাসাইয়া তাই তাড়াই ওদের, করি রক্ষা সেই ধন ;—বিধাতা বিশ্বাস করি, রক্ষিতে এ বক্ষ দেশে দিয়াছেন যাহা। আর যা রক্ষিলে, অক্ষয় স্বরগ লাভ করিব আমরা। সতীত্ব হইতে ধন কি আছে নারীর!"

কহিলা সাবিত্রী এবে, সম্বোধি সে দুষ্টগণ সাক্ষী কয়জনে,—"বল দেখি সত্য করি, পূতাঙ্গী কামিনীগণ যা কিছু কহিলা, সত্য কিংবা মিথ্যা এরা বলিলা আমায়?"

কহিলা যুবকদল অবনত শিরে,—"অনলীক সত্য সব, আপনিও যা কহিলা সব

অনলীক ! আমরা অলীকভাষী প্রত্যাশী দয়ার।" এইবলি করজোড়ে রহিলা দাঁড়ায়ে। শুনিয়া এরূপ কথা, চমকিলা রাজসভা চমকিলা সবে। নৃপসহ মন্ত্রিবর, সাবিত্রী দেবীর প্রতি করিলা আদেশ,—"যুবকগণের প্রতি, স্বকীয় বিচারে শাস্তি দাও মা উচিত। তোমার বিচারে, দেবতা হইবে তুষ্ট হইব আমরা।"

আদেশ করিলা সতী দণ্ড তাহাদের,—"লৌহের মুদগর গলে, ছয়-মাস-কাল ধরি করিবে বহন।" সেই দণ্ড লয়ে তারা, মুদগর-গলায় গৃহে করিল প্রস্থান। নারী চারিজনে তবে সাবিত্রী সুন্দরী, সাজাইয়া নিজ করে বিবিধ কুসুমে, করিলা চুম্বন দান। কত উপদেশ দিয়া করিলা বিদায়।

সাবিত্রীর যশোজ্যোতি, কানন-কান্তার মথি ভেদি গিরিমালা, দূর দূরান্তর গিয়া পড়িল ছড়ায়ে। রাজা-প্রজা, ধনী-মানী, ইতর-মেথর, জ্ঞানী-মূর্খ দীন দুঃখী, সকলের প্রাণে, সাবিত্রীর নামে ভক্তি উদিল চৌদিকে। আপদ-বিপদে এবে, জপিতে সাবিত্রীনাম শিখিল সকলে।

৩ ❋ সাবিত্রীর প্রতিমূর্ত্তি ❋ ৩।

দশম বৎসরে যবে, পড়িলা শোভনা-কন্যা সাবিত্রী সুন্দরী; হইলা অষ্টাঙ্গে পুষ্টা সুঠাম গঠনা। সুকুমার তনু পরে, যৌবনের বিভারাশি লাগিল ফুটিতে। ত্রপাদেবী আসি এবে, আঁকিতে লাগিল লজ্জা অদৃশ্য রেখায়, আননে, নয়নে, গণ্ডে, কনক-কপোলে। আর সে লাবণ্যলীলা, বরষা সলিল যথা শীত-ঋতু শেষে, শৈবাল ফেলায়ে স্বচ্ছ হইল নির্ম্মল। এইরূপে দিন দিন আভা বিনিময়, করিতে করিতে বালা দ্বাদশে পড়িলে, দুর্গাদেবী সমা সতী, দর্শকের নেত্রতলে লাগিলা ঝলিতে। সৌর-কর-রাশি যেন শরীরী হইয়া, বসিল শরীরে তাঁর, বিস্তারি রশ্মির জাল বিস্ময় বিকাশী।

হেরি সে মোহিনী-মূর্ত্তি জনক-জননী, হইলেন চিন্তাকুল, রহিলা তাঁহারা বরপাত্রের সন্ধানে। কিন্তু কোনরূপ যত্নে, উপযুক্ত পাত্র যবে না পাইলা কোথা, তখন তাঁহারা, নগরের একজন, প্রসিদ্ধ শিল্পীরে ডাকি, সহস্র সাবিত্রীমূর্ত্তি লইলা গড়ায়ে, কষিত কাঞ্চন হ'তে। তারপর একদিন শুভ দিনক্ষণে, পাঠাইলা দূত রাজা দেশ-দেশান্তর, রাণী কতিপয় দূতী,—দেখাতে রাজন্যবর্গে, করে করে তাহাদের, শোভনা-সুবর্ণ-মূর্ত্তি দিলা সাবিত্রীর। পাত্রের সন্ধানে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে, মগধে গেল বা কেহ, কেহ মহীশূরে, অযোধ্যা-প্রদেশে কেহ, কেহ বা গউড়ে, শাম্ব-রাজ্যে গেল কেহ অবন্তী নগরে।

নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া তাহারা, সাবিত্রীর প্রতিমূর্ত্তি, প্রতি দেশে গিয়া, রাজা রাণীসহ রাজকুমার কুমারী, সকলেরই নেত্রতলে লাগিলা ধরিতে। কিন্তু আহা মরি, লাগিল ফলিতে তায় ফল বিপরীত! হেরি সে দেবীর মূর্ত্তি ভক্তি সহকারে, কি রাজা কি কি রাণী কিংবা কুমার তাঁদের, করিতে লাগিলা সবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। সাষ্টাঙ্গ করি আর তাঁরা, লইতে লাগিলা মূর্ত্তি পূজন-মানসে। বিবাহের কথা তথা উত্থাপিলে দূতী, উত্তরে বলেন তাঁরা,—"কোন্ পুণ্য কোন্ জন্মে করিনু সঞ্চয়, হইব দেবীর স্বামী শ্বশ্রূ বা শ্বশুর! পাপে কলুষিত আত্মা, উদিবে কেমনে! এ আত্মায় ঐ হেন উচ্চ অভিলাষ? উদিবে যাহার, তার মত পাপী আর কে হবে এ ভবে। হেরি যাঁর প্রতিমূর্ত্তি, মাতৃভক্তি প্রাণে প্রাণে হতেছে উদয়, মর্ত্ত্যের মানুষ তবে, সে দেবীরে জায়া বলি লইবে কেমনে!—পাপীদের অন্বেষণে নাহি হর কাল, থাক তুমি অন্বেষণে, দেবতা পুত্রের কোন কহিনু তোমায়। ঐ হেন সাধ মনে জাগিবে যাহার, উচ্ছন্নে যাইবে সেই সে ধৃষ্টতা হেতু।"

এইরূপ কথা যত, দূরদেশ হতে বহি আনি দূত, দূতী, শোনাইল রাজা রাণী দোঁহাকার কাণে। বিরস বদনে তাঁরা, সেই নিরাশার কথা লাগিলা শুনিতে। একে একে যত দূত আসি উপজিল, একে একে দূতী যত, সকলেই একে একে লাগিলা বলিতে,—"সাবিত্রী-দেবীর বর, না পাবে ধরায়! যেখানে গমন করি দেখাই প্রতিমা, স্থিরি যারে পাত্র বলি মনে আপনার, সেই হতভাগ্য জন, প্রতিমা দর্শন মাত্র নমে পদযুগে, মাতৃভাব প্রদর্শন করি কাঁদে পদে। সমগ্র ধরার মাঝে, একটি জননী যবে করিলা প্রসব; সেই হেন জননীর, কে পারে হইতে ভর্ত্তা কহ বিবেচিয়া।" এরূপ কাহিনী শুনি, রাজারাণী বাক্যহারা কাঁদিলা কেবল।

গিয়াছেন যেই দূত অবন্তী নগরে, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত তিনি। অবশ্যই কৃতকার্য্য, হইবেন সেই জন প্রত্যাশেন সবে। আসিতেও তাঁর, বিস্তর বিলম্ব ক্রমে লাগিল ঘটিতে। সভার আছিলা সভ্য সে মহাপুরুষ, গিয়াছেন এই কাজে, কেন নাহি ফিরিছেন, পাঠক তজ্জন্য চিন্তা না কর কহিনু। তোমারে লইয়া, যাইব সে দেশে যেথা গিয়াছেন তিনি, দেখাইব আর, যা আমি দেখিনু গিয়া আমেরিকা দেশে, অধুনা ভারত আর যাহা না দেখিল। আশুগতি ঘর বাড়ী সামলিয়া লও, যাইতে হইবে ত্বরা; কেন না সাবিত্রী দেবী, একাদশ পারাইয়া পড়েছে দ্বাদশে। হয়েছেন মহারাজ, কন্যার উদ্ধার হেতু কাতর বিষম। চল হে পাঠক চল সব কাজ ছাড়ি!

দ্বিতীয় ভাগ—অবন্তীপ্রসঙ্গ

১ * রজক-রসনা রাজকুমার। * ১

অবন্তি-নদী শিপ্রাপ্রবাহের একটি সৌষ্ঠবশালী শাখা। উহার পারদপ্রভ জল-হিল্লোলের কোলে অবন্তিনগরের অবস্থিতি। বর্ত্তমানকালে মালবাঞ্চলে উজ্জিন নামে যে একটি তদ্দেশ প্রসিদ্ধ নগর পরিদৃষ্ট হয়, ঐ নগরের প্রাচ্য নাম উজ্জয়িনী। রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিনগরের সন্নিধানে ঐ নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। অবন্তি-নগর, সেই নগরের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যেমন কলিকাতার সহিত গোবিন্দপুর ও সুতানটী মিলিত হইয়া ঐ গ্রামদ্বয় এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

অবন্তিনদীর নয়নমোহন সেতু পার হইলেই, সুপ্রশস্ত পথোজ্জ্বল, সৌধমালা-শোভী নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। ইহা সেকালের রাজধানী ও মালব দেশের প্রধান নগর বলিয়া বিদিত ছিল। আপণ-বিপণি ও মন্দির-হর্ম্ম্যাদিতে পূর্ণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পাদির কেন্দ্রস্থল। নগর-পতির নাম রাজা অয়স্কান্তসেন। এ ব্যক্তি ভয়ানক দুরাচার, স্বার্থপর, অত্যাচারী ও পাপাসক্ত এবং প্রজাপীড়নে প্রশস্ত মন, মুক্ত হস্ত ও চির অনুদার স্বভাব চরিত্র। এ দেশের ভূতপূর্ব্ব ভবেশ্বর রাজা দ্যুমৎসেন একজন মহাকায় মানব, তত্ত্বালোকপূর্ণ তপস্বী ও শান্ত-স্বভাব মেদিনীপতি ছিলেন। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করাই তাঁহার অন্তরের একমাত্র আনন্দ ছিল। তিনি বিধির নিবন্ধনে অন্ধ হইয়া গেলে, এই পাতকীশ্রেষ্ঠ অয়স্কান্ত সুযোগ গ্রহণ করিয়া তদীয় বিপুল সম্পদসহ রাজ্য অপহরণ করিয়া লয়, এবং তাঁহার বংশ এককালে ধ্বংশ করিয়া দেয়। মহারাজ দ্যুমৎসেন উপায়হীন হইয়া, বালবৎসা সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে করিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরুদ্দিষ্ট হন।

এই চির-অত্যাচার-প্রিয় দাম্ভিক রাজা অয়স্কান্ত, সিংহাসনে সমাসীন হইবার পর, সমগ্র দেশের অবস্থা তারাপতিহীনা যামিনীর ন্যায় বিভীষিকাময়ী হইয়া গেল। এই অন্ধকার রাজ্যের প্রজাবর্গ, তিমিরে পতিত প্রান্তরগত পথিক-দল-বৎ, পাপাসক্ত দস্যুদলের দারুণ অত্যাচারের আধার হইয়া দাঁড়াইল। কুলবতীরা সতীত্ব রক্ষণে অক্ষমা হইয়া পড়িলেন। ধনীর ধন, মানীর মান-সম্ভ্রম, জ্ঞানীর জ্ঞান-সম্মান, বণিক-দিগের বাণিজ্যাদি, তপস্বীর তপজপ, সমুদায়ই লুণ্ঠনীয় হইয়া পড়িল। যেমন সমুদ্রবারি বিশুষ্ক হইলে, দেশের দীর্ঘিসমূহ তড়াগ হ্রদ, নদী সরোবর ও কূপ প্রভৃতি সলিলশূন্য

হইয়া যায়; অর্থলিপ্সু নির্দ্দয় রাজার আকর্ষণে হতভাগ্য প্রজাবর্গের ধনসম্পদ সেইরূপে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। দুষ্ট রাজার পাপে মালবরাজ্য পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। ঈশ্বর সে রাজ্যের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন।

এই মহারাজ অয়স্কান্ত সেনের শ্রীমান পুত্রের নাম কক্ষধর। সে ব্যক্তি লম্পট, কুলকলঙ্ক মূর্খদলের মুখপাত্র ভয়ঙ্কর ভ্রষ্টাচারী, নীচরুচি, কামাসক্ত এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞান গুণ প্রভৃতির সংস্পর্শহীন। সেই মহানগরে বীরবামা নাম্নী এক রজক-কন্যা বাস করে। সেই আপাতমোহকারী বাঞ্ছিতার পশ্চাতে বিস্তর ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া অবশেষে কক্ষধর, তাহার প্রেমলাভে সমর্থ হইয়া, তদীয় মানবজীবন সফল করিয়াছে। কিছুদিন হইতে রজকাবাসই তাহার শ্বশুরালয়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রজক পালিতকুক্কুরপ্রায় সেই, কাপুরুষ রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া সেইখানেই পড়িয়া থাকে। পুত্রের এই জঘন্য মিলনে, পিতা অয়স্কান্তসেনের প্রথম প্রথম কোনই আপত্তি হয় নাই। সম্প্রতি কক্ষধরের বিবাহের জন্য সুপাত্রীর অনুসন্ধান ব্যপদেশে জানিতে পারিলেন যে, কোন রাজাই সেই রজকিনী নায়ককে দুহিতা দান করিতে ইচ্ছুক নহেন। সেই [illegible] তিনি একদিন সেই গুণধর পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"তুমি তোমার ঐ নীচজাতীয় বাঞ্ছিতাকে পরিত্যাগ কর। কৌমারে ঐরূপ নীচরুচি হইলে কোন রাজাই তোমাকে কন্যা দান করিবেন না।"

জ্ঞানবান্ পুত্র উত্তর করিল,—"রাজকন্যা ও রজক কন্যায় প্রভেদ কি? যদি রূপ গুণ থাকে, তবে রজক হইল তো কি হইল।—রূপই রমণীর উপভোগ্য, ধনসম্পদ নহে।" রাজা বলিলেন। "রাজন্যবর্গের ন্যায় রজকগণ কি সম্ভ্রমশালী?"

পুত্র। রাজাদের সম্ভ্রম রজকদের হাতে। রজকরাই জগতকে সৌষ্ঠবশালী করিয়া রাখিয়াছে। রজক না থাকিলে সকলকেই সমলবস্ত্র পরিধান করিতে হইত।—বীরবামা কি রাজকন্যার মত সর্ব্বাঙ্গ-শোভনা রাজীব-লোচনা নয়?

রাজা। সুন্দরী হইলেই কি সম্ভ্রান্তা হয়?

পুত্র বলিল,—"বীরবামা সুন্দরী অথচ রাজকন্যাদের অপেক্ষাও সম্ভ্রান্তা। আমি তাহার মর্য্যাদা না বুঝিয়াই কি পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছি?"

রাজা সেই মূর্খ পুত্রের এবম্প্রকার বচনবিন্যাসে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"ওরে মূর্খ, রজককন্যারা রাজকন্যাদের মত বেশভূষা কোথায় পাইবে যে, তাহারা সৌষ্ঠবসম্পন্না হইবে? তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার সমাজ কোথায় যে জ্ঞানার্জ্জনে আত্মদোষ দূর করিবে? ওরা চিরকালের অসভ্য-জাতি, তা কি তুই জানিস্ না?"

উপযুক্ত পুত্র উত্তর করিল,—"আমি মূর্খ হইলেও অতি ক্ষুদ্র মূর্খ; তুমি যে একজন মহাকায় মূর্খ! তাই জাননা যে, রজককন্যারা প্রথম পরিয়া লইলে তবে সেই বস্ত্র রাজকন্যারা পরিতে পায়; তাই জান না যে রজকদেরও সভাসমিতি ■ একতা আদি আছে, তাহাদের জ্ঞান গুণ তোমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"

পিতা সমধিক ক্রোধে বলিলেন,—"তুই বীরবামাকে পরিত্যাগ করিবি কি না?"

পুত্র বলিল,—"তুমি আমার জননীকে পরিত্যাগ করিবে কি না?—স্ত্রী ত্যাগ করা যে কতদূর পাপের কার্য্য সে জ্ঞান তো তোমার নাই।" এই বলিয়া ক্রোধকম্পিত পুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজা তাহার গতিবিধি অবলোকন করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"দেখি তুই বীরবামাকে পরিত্যাগ করিস্ কি না!"

একদিন রাজা অয়স্কান্তসেন, তদীয় পুত্রের অবর্ত্তমানে, বীরবামা এবং তাহার জনক-জননীদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং আরো বুলিয়া দিলেন যে, নগরে প্রবেশ করিলে তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করা হইবে। বীরবামা তদীয় স্থবির জনক-জননীদের সঙ্গে লইয়া, অনেক ধনসম্পত্তি সহ নগর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। কুমার আসিয়া, বাঞ্ছিতাকে না পাইয়া, অব্যবস্থিতচিত্তে পিতাকে আক্রমণ করিল, এবং অসৎ অত্যাচারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।—কিন্তু তাহার স্নেহময়ী জননী, আকাশ-অপ্সরা সমা রাজকন্যার প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাকে ধীরে ধীরে ক্ষণকালের জন্য শান্ত করিয়া লইলেন।

২ * পারিপাত্র পর্ব্বত। * ২

মালব-রাজ্যের অভ্যন্তরে অবন্তিনগরের অন্তঃপাতী এক নির্দ্দোষ প্রদোষকালে, এক বীরকায় ব্যক্তি অশ্বারূঢ় হইয়া ও কতিপয় সাদীসৈন্য সঙ্গে লইয়া, পারিপাত্র পর্ব্বতের শৈলমালার মধ্য দিয়া পথ পর্য্যটন করিতেছিলেন। সেই জনশূন্য বন্ধুর পথিমধ্যেই তাঁহাদের সন্ধ্যা হইল। রজনী যাপন করিবার মানসে তাঁহারা একস্থলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। এবং তথায় একটি ক্ষুদ্র শিবির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মধুথ-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দিলেন। তাঁহাদের নিকট রসনাগ্রির খাদ্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু পানীয়জল ছিল না। তাঁহাদের প্রধান ব্যক্তি সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"জলের জন্য কি উপায় করিবে?" অমনি সহসা সেই নৈশ-অন্ধকারে, শিবিরের বাহির হইতে যেন প্রতিধ্বনি হইল,—"চিন্তা নাই।"

তাঁহারা সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিক চাহিলেন, দেখিলেন, শিবির-সম্মুখে দ্বারের পার্শ্বে এক শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত স্থবির তাপসপ্রবর দাঁড়াইয়া আছেন। সৈনিকবৃন্দ আসন ত্যাগ করিয়া সেই সাধুসজ্জনের চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইতে চাহিলেন। তিনি উপবেশন না করিয়া বলিলেন,—"তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণ না করিয়া তাহার সহিত সদালাপে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনাদের একজন আমার অনুবর্ত্তী হউন।"

এই সৌভাগ্য আহ্বানে, একজন সেই মহাত্মার সহিত নিকটবর্ত্তী এক গিরি-গুহায় গমন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে গুহাদ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সেই অন্ধকার শৈলপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, তথায় এক যুবতীসম্ভব কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর হইল,—"পিতঃ আপনার সঙ্গে কে আসিয়াছে?" তাহার উত্তরে সেই কুটীরস্থ এক স্থবির বলিলেন "কোন পিপাসিত পথিক হইবে।"

মুনিকন্যা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইলে, স্থবিরা শান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন,—"জগৎপতি! নারায়ণকে স্মরণ কর! তিনিই তোমার এই উত্তপ্ত নিশ্বাস শীতল করিবেন।"

ইতিপূর্ব্বে তাপসপ্রভু এক কলসী শীতলজল আনিয়া তদীয় আমন্ত্রিত অতিথির করে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি যান, আপনাদের পানাহার শেষ হইলে, কথোপকথন করিব।" আগন্তুক "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সৈনিকবৃন্দ মনের আনন্দে পানাহার করিয়া সুস্থচিত্তে বসিলে, তাপসপ্রবর তাঁহাদের নিকট আসিলেন, এবং কথায় কথায় তাঁহাদের প্রধান ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনার নাম কি? কি উদ্দেশে কোথায় গমন করিতেছেন?"

প্রধান ব্যক্তি সোমাল সম্ভাষণে উত্তর করিলেন,—"মহারাজ অশ্বপতি আমাকে অবন্তিপতির নিকট দূতরূপে—দূতরূপেই কেন, ঘটকরূপে পাঠাইয়াছেন। আমার নাম ভীমসেন, আমি তাঁহার রাজসভার একজন সভ্য।"

তাপসবর বলিলেন,—"বেশ বেশ! রাজকন্যার নাম কি?"

ভীমসেন উত্তরে বলিলেন,। "সাবিত্রী।—এই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখুন!" এই বলিয়া সাবিত্রীসতীর কাঞ্চন নির্ম্মিত মনোহর প্রতিমূর্ত্তি খানি তাপস প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোকে মূর্ত্তির সর্ব্বশরীর ঝলমল করিতে লাগিল, নীলনভোজ্জ্বল হীরক-রচিত চক্ষুদ্বয়, তুলি বিভূষিত ভ্রূযুগের নিম্ন হইতে রোহিণী নক্ষত্রের কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। সেই মানসমোহন প্রতিমূর্ত্তির দর্শনে, তাপসবর আনন্দে

বিভোর হইয়া বলিলেন,—"তিনি কি সাক্ষাৎ দুর্গাদেবী না কি? ইনি সত্যসত্যই সামান্যা কন্যা না হইবেন।" এই বলিয়া ভক্তি সহকারে সেই প্রতিমূর্ত্তির পদপ্রান্তে নত মস্তকে প্রণাম করিলেন।

ভীমসেন বলিলেন,—"আমাদের দেবীকে যিনি দেখেন তিনিই ভক্তি করেন।" তাপস বলিলেন,—"করিবেন বৈকি, ইনি সাক্ষাৎ সাবিত্রী।"

ভীমসেন বলিলেন,—"এই দেবীর দর্শনে সকলেরই আত্মায় মাতৃভক্তির উদয় হয়। সেই জন্য কুমারী-দেবীর বরপাত্র পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ এতদূর আসিবার আবশ্যক হইত না। এখন এই দেবীর জন্য উপযুক্ত দেবতা-তনয়ের অনুসন্ধান আমি কোথায় পাইব!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আপনি যথাস্থানেই আসিয়াছেন। অবন্তিপতির পুত্রই সাবিত্রীদেবীর উপযুক্ত বর, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ উদয় হয় না।"

ভীমসেন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যদি রাজা ও রাজকুমার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"অবন্তী পতির মত ত্রিলোক দুর্লভ মনস্বী মানবমধ্যে আর কে জন্মিল?—তিনি অতি সজ্জন, অতি সুশীতল, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ। আমার আজন্মের তপস্যা, তাঁহার দৈনিক পুণ্যের তুলনায় অতি সামান্য। তাঁহার পুত্র সুকুমার কক্ষধর জনকের, যাবতীয় গুণগ্রামে বিভূষিত। তিনি দেবী সদৃশী পাত্রীর অভাবেই একাল পর্য্যন্ত দার-পরিগ্রহ করেন নাই।"

ভীমসেনও সাবিত্রী দেবীর শ্রুতি-মধুর আখ্যায়িকা সকল সবিস্তার বর্ণন করিয়া দেবর্ষির কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিলেন। তিনি তাঁহার হৃদয়দুর্গের ভক্তিদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, সাবিত্রীদেবীর প্রসঙ্গ সকল হর্ষান্বিত-চিত্তে শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"রাজকুমার কক্ষধরও ঐ সকল সদ্গুণে বিভূষিত—তাঁহার কার্পণ্যশূন্য পরহিতৈষণা, শক্তিশীল সহিষ্ণুতা রোষগর্ব্বশূন্য মহিমারাশি, অতি মাত্র চমৎকার। নিতান্ত অল্প বয়সেই বহির্বিষয়ক ও আন্তর্বিষয়ক জ্ঞানসমূহে গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়া, লোকলোচনের ভক্তি-ভাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিতে কি, নিখিলনাথের অভাবনীয় কীর্ত্তি সকল তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রতিফলিত হইয়া আছে।"

এইরূপ শ্রবণ করিয়া মহামতি ভীমসেনের অব্যক্ত ভক্তিরাশি, সেই জ্ঞানবান্ গরীয়ান্ কক্ষধরের দিকে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইল। তিনি যেন আনন্দে

আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তা করিলেন—'যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এই পাত্রের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ স্থির ও নিশ্চিত করিয়া লইতে পারি তবে, নিশ্চয়ই আমি এক দেবদুঃসাধ্য কার্য্য করিয়া ফেলিব।' এইরূপ চিন্তা করিবার পর তিনি মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমার ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানী মানব, সেই মহানুভবদের ভাব সকল মন্থন করিতে পারিবে কি?—সেরূপ এক দেবসভায় গমন করিবার সাহস, আমি আমার অসার আত্মায় সঞ্চার করিতে পারিতেছি না।"

মহর্ষি বলিলেন,—"সর্ব্ববিপদহারী মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়া যে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন তাহাতেই সফলকাম হইবেন।" ভীমসেন সাহস পাইয়া বলিলেন,—"আমি কল্যই তাঁহাদের সমীপস্থ হইবার মনস্থ করিয়াছি।"

মহর্ষি আবার সাহস দিয়া বলিলেন,—"যাইবেন, কল্যই যাইবেন। সেখানে যাইয়া কি হয়, যদি এই দিক দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে, তবে আমাকেও জানাইয়া যাইবেন। কারণ সাবিত্রীদেবীর জন্য কক্ষধর, আমার ধারণায় উপযুক্ত পাত্র। আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন এই শুভকার্য্যে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।" এই বলিয়া তাপসপ্রবর সৌব গিরিগুহার দিকে প্রস্থান করিলেন। ভীমসেন সে রজনী, সেই গিরি প্রদেশে প্রভাত করিয়া, পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সহচর সকলকে সঙ্গে করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বেগবান অশ্ব সকল তাঁহাদিগকে লইয়া পবনবেগে নগরাভিমুখে দৌড়িল।

পাঠক মহাশয় কি বুঝিলেন?—এই মহর্ষি কি সত্য ঋষি? যদি সত্য হইবে তবে ভীমসেনকে অলীক বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিবেন কেন? তবে কি চাতুর্য্যপটু রাজা অয়স্কান্ত, ভীমসেনের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, ধৃষ্টতাবশতঃ এই জাল ঋষিকে এখানে বসাইয়া রাখিয়াছে? দেখা যাউক কাহার মনে কি আছে।

৩ * দুষ্টের অদৃষ্ট। * ৩

মহামতি ভীমসেন সদলবলে পথ পর্য্যটন করিয়া, অবন্তিনদীর মনোহর সেতু পার হইলেন। শ্বেতকায়-সৌধমালা-শোভী নগরের মধ্যভাগে, একখানি প্রস্ফুটিত কুসুম-কুন্তলা তৃণাকীর্ণ ভূমির উপর রাজপ্রাসাদ বিরাজ করিতেছে। সেই ভীমকায় ভবনের চতুর্দ্দিক, সুশিক্ষিত রক্ষিদল কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ভীমসেন সেই রাজভবনের সুরঞ্জিত দ্বিরদ-দ্বারে আসিয়া রক্ষিবৃন্দকে স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিবেন?" ভীমসেন বলিলেন—"সে কথা মহারাজের নিকট ব্যক্ত করিব।"

রক্ষিগণ বলিল—"তিনি আপনার উদ্দেশ্য না জানিয়া কখনই সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন না।" ভীমসেন বলিলেন,—"মহারাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী-দেবীর বর পাত্রের অনুসন্ধানে তোমাদের মহারাজার নিকট আসিয়াছি।"

রক্ষিগণ সেই মনোহর বার্ত্তা বহন করিয়া মহারাজ অয়স্কান্তের কর্ণগোচর করিলে, তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'সিংহের গুহায় হরিণ বধূর আগমন!—আমি কি ভাগ্যধর! লোকে আমাকে দুষ্ট বলে,—দুষ্টের অদৃষ্ট যদি এমন বলবান হয়, তবে শিষ্ট হইবার প্রয়োজন কি?' অনন্তর রক্ষিগণকে বলিলেন। "ঐ মহাকায় মনস্বীদিগকে রাজসভায় লইয়া যাও, এবং যত্নের সহিত আসন দান করিয়া, ভক্তি সহকারে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাক। আমি এখনি সকলকে লইয়া সেখানে যাইব।"

রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, রক্ষিবৃন্দ তথা হইতে প্রস্থান করিলে, মহারাজ অয়স্কান্ত সচিন্ত-পদবিক্ষেপে সঞ্জবন-সান্নিধ্য-মন্ত্রিভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন। "মহারাজ অশ্বপতি আমার নিকট এক সৌষ্ঠবশালী ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন; এবং তিনি তাঁহার দেবীস্বরূপিণী-কন্যাকে আমার স্নুষা করিবার কামনা করিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য নহে কি?

মন্ত্রীবর মনোমধ্যে সামান্য চিন্তা করিয়া বলিলেন। "যদি তাঁহারা গুণবান্ রাজকুমারকে দেখিয়া হতশ্রদ্ধ না হন তবেই সৌভাগ্য।"

রাজা বলিলেন। "ঐ চিন্তা লইয়াই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার পুত্রের স্থলে আপনার সুপুত্রকে দেখাইয়া আমি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে চাহি।—আপনি এ কথায় কি বলেন?"

যাহারা দুষ্ট কৌশল অবলম্বনে স্বীয় সৌভাগ্যের উন্নতি করিয়া থাকে, তাহারা দশস্থলে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেও তাহাদের পতন অনিবার্য্য। যদি তাহাদিগকে দমন করা মনুষ্য-দুঃসাধ্য হয়, তবে স্বয়ং বিধাতা সে দমনকার্য্য স্বকরে গ্রহণ করেন, এবং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম।

জ্ঞানোজ্জ্বল মন্ত্রীবর দুষ্ট রাজার বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের-প্রাচুর্য্য দেখিয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিলেন।—"দেবী স্বরূপিণী সাবিত্রীর সহিত এইরূপ এক দুষ্টতা করিলে, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই সে পাপে উচ্ছন্নে যাইবে।" পরন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "প্রতিফল-শূন্য প্রতারণা, কেহ কখনও করিতে পারিয়াছে কি? যদি তিক্ত ফলের ভোগেচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে, তবে ঐরূপ অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।"

রাজা তদীয় হীনবুদ্ধির বীরত্ব দেখাইয়া বলিলেন। "আপনি আমার প্রত্যেক

কার্য্যেই বিভীষিকা দর্শন করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি শতস্থলে ঐরূপ করিয়া কোনই তিক্তফল প্রাপ্ত হইলাম না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, আপনি শতবার দেখিয়াও চক্ষুষ্মান হইলেন না।" (রাজবুদ্ধি ও দাসবুদ্ধির প্রভেদ দেখ!)

মন্ত্রী বলিলেন। "পুণ্য কর্ম্মের সীমা নাই। কিন্তু পাপ কার্য্যের সীমা আছে। পাপ করিতে করিতে সীমার নিকটবর্ত্তী হইলেই, উক্ত তিক্ত ফল সকল ফলিতে আরম্ভ করে। ঠকাইতে গিয়া শেষে যেন ঠকিতে না হয়।"

রাজা বলিলেন। "আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহাই করুন। পাপ কি পুণ্য ফলিবে, আপনার সে বিচার করিয়া কাজ নাই। আমার কথামত কার্য্য করিলে, আমি নিশ্চয়ই সেই দেব-দুর্ল্লভ দুহিতাকে পুত্র-বধূ করিয়া লইতে পারিব। তাতে কোনই তিক্তফল ফলিবে না। দুষ্টের অদৃষ্টের জোর দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন।" মন্ত্রী মহাশয় জ্ঞানালোকে-রচিত-কথায় সুধীরে উত্তর করিলেন। "আমি যখন আদেশের দাস, তখন আমাকে সকল আদেশই পালন করিতে হইবে। তবে শুভাশুভ কার্য্য সকল জানাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া জানাইয়া থাকি; গ্রহণ করা বা না করা আপনার ইচ্ছাধীন। তবে এই পর্য্যন্তই বলিব যে,—সুমতি প্রসূত যশোজ্যোতি চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত হয়, কিন্তু কুমতি জনিত যশঃ ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে।"

রাজা মন্ত্রীর উপদেশের দিকে কর্ণপাত না করিয়া স্বার্থপর প্রভুর ন্যায় বলিলেন। "ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া কাজের কথা বলুন।—বলুন, আপনার পুত্র কোথায়? আমি তাহাকে গৈরিক বসন পরিধান করাইয়া, এবং রুদ্রাক্ষ মালায় সাজাইয়া সভায় লইয়া যাইব। এবং তাহাকেই রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিব। আমিও ঐরূপ বসনে পরিশোভিত হইয়া মুনিজন মনোহারী তপস্বীর ন্যায় তথায় গমন করিব।"

এইরূপ আরও অনেক উপদেশ দিয়া, দুষ্ট রাজা স্বকীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মন্ত্রীবর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এই দুরাচার কখনও সদাচারী হইবে না। বিবেচনা করি এইবার পাপিষ্ঠের পাপরাশির অন্ত হইবে।—যখন দেবতা ও দেবীদের সহিত প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর নিস্তার নাই। সে যাহা হউক এখন ছেলেটাকে সাজাইয়া লইয়া সভায় যাইতেই হইবে। এই বলিয়া প্রবল অনিচ্ছাস্বত্বেও, রাজাদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

৪ * রাজ সভা। * ৪

রাজরক্ষিগণ প্রবাসী ভীমসেন, এবং তাঁহার অনুচর সকলকে রাজসভায় আনীত করিয়া, সম্মানসূচক উচ্চাসনে উপবেশন করাইল, এবং তাঁহাদের সুখ-শান্তি ও মনস্তুষ্টির জন্য যথাবিধি আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যথা [illegible] একে একে সভাসদ্‌বর্গ ও সচিববৃন্দ আসিয়া, স্ব [illegible] আসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং নবাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সুমধুর সদালাপে পরিচিত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই প্রধানমন্ত্রী, তদীয় সর্ব্বজনপ্রিয়পুত্রকে বল্কল বসনে পরিভূষিত করিয়া এবং রুদ্রাক্ষমালায় বক্ষস্থল সাজাইয়া সভায় আনীত করিয়া, তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। পরিশেষে গৈরিক বসনধারী রাজা মহাশয় সভাস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলেই স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে রাজোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন, এবং মহীপতি সিংহাসনে বসিলে তাঁহারাও আসন গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে মন্ত্রীমহাশয়, ভীমসেনের সহিত জাল রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ইনি আমাদের যুবরাজ কঙ্কধর।"

ভীমসেন সেই মন্ত্রীপুত্রকে রাজকুমার ভাবিয়া তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে করিতে, তদীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ সকল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। মন্ত্রী মহাশয় রহস্যের মুখে বলিলেন। "আপনি যতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ব্যবহার করুন না কেন, আমাদের রাজকুমার নিখুঁত।"

ভীমসেন বলিলেন। "মাল না বাজাইয়া কেহ ক্রয় করে কি? এতে আপত্তি করিবেন না!" মন্ত্রী বলিলেন। "এতক্ষণ বাজাইয়া কোনস্থলে কোন প্রকার দোষ পাইলেন কি?"

ভীমসেন হাস্যমুখে বলিলেন। "অনেক দোষ দেখিয়াছি।—ইনি মনুষ্যই নহেন।"

মন্ত্রী। "তবে কি?" ভীমসেন বলিলেন। "দেবতা তনয়।"

মন্ত্রী বলিলেন। "তবে তো নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ।"

ভীমসেন। "দোষ এই যে, উহার সর্ব্বশরীর ঐশিক কারুকার্য্যে করম্বিত।"

সভার সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—'ধন্য আপনি বাগ্মী।'

ভীমসেন তখন সেই মহর্ষি সদৃশ নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন। "আপনাদের প্রবল জ্ঞানগুণ ও বিপুল কুলমান-সহ ঐশ্বর্য্য রাশির কথা কিংবদন্তীচ্ছলে দূরে বসিয়া যে ভাবে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা দূরস্থিত জ্যোতিঃরেখাবৎ, ক্ষীণ আলোকের রেখারূপ, আমাদের চিন্তার নয়নে নিপতিত হইয়াছিল। নিকটে আসিয়া দেখিলাম তাহা সহস্র চন্দ্রের জ্যোতির্ম্ময়ী মালা।—মহারাজের বৈচিত্রময়ী জীবনী সন্ন্যাসী সদৃশ চাল-চলন, দাতাকর্ণ সদৃশ উদারতা ও রোষাদি গর্ব্বনিচয়ের হীনতা দেখিয়া, আমাদের চিত্তের শ্রদ্ধাসাগর উৎফুল্ল-মুখ হইয়া উঠিয়াছে।—আমাদের মহারাজ এমন এক মঙ্গলময় মেদিনীপতির সহিত বৈবাহিক-সূত্রে গ্রথিত হইলে, তিনি যে কি পরিমাণে

সুখী হইবেন, তাহা আমার ন্যায় সংযত-বক্তা প্রকাশ করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া তিনি সাবিত্রী দেবীর সুচারু প্রতিমূর্ত্তিখানি রাজকরে সমর্পণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। "ইনি আমাদের দৃঢ়ব্রতা রাজ-দুহিতা সাবিত্রী! এই প্রসিদ্ধ-সিদ্ধা কুমারী, আপনার এই ধৈর্য্যশীলতায় বিপুল বীর্য্যবান্ ও সদ্‌গুণে-সমন্বিত-পুত্রের জ্ঞান-গুণের তুলনায়, ন্যূনা বা মনোরঞ্জিনী হইবার অনুপযুক্তা হইবেন না। অতএব আমি ঐ প্রস্তাবই করিলাম, ইহাতে আপনাদের মতামত কি শুনিতে ইচ্ছা করি।"

মূর্ত্তি-দর্শনে বিস্ফারিত নয়ন, এবং ভীমসেনের বাক্‌শক্তিতে উক্তি রহিত হইয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ যার-পর-নাই আনন্দানুভব করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাজার স্থলে মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন। "আপনাদের রাজকন্যার তুলনায়, আমাদের রাজকুমার নিতান্ত গুণহীন বলিয়া অনুমিত হয়।—ইনি যে সত্য সত্যই দুর্গাদেবী। শিব-সদৃশ তপস্বীজন ভিন্ন, এরূপ করকামনা আর কে করিতে পারে? সেই দেবীকে দেখা দূরে থাক, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শনেই, আমাদের নিরস হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, চিত্তমধ্যে মাতৃভাব জাগিয়া উঠিতেছে। এবং সেই মাতৃভাবের কিরণ প্রসারী ভাস্কর, চিত্তাকাশকে এরূপে অধিকার করিয়া লইতেছে যে, সে স্থলে কামাসক্তির নক্ষত্রদল এককালে লয়প্রাপ্ত হইতেছে!—আমার বিশ্বাস এই কন্যার বরপাত্র পাওয়া সহজসাধ্য হইবে না।—আমাদের রাজকুমারই যে, ইহার উপযুক্ত হইবেন, সে বিশ্বাসও আমাতে নাই।" মহারাজ অয়স্কান্ত মন্ত্রীর এই প্রকার কথায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

মহামতি ভীমসেন মন্ত্রীপ্রবরের জ্ঞানগর্ভী কথার, বিনয়-নম্র বচনে উত্তর করিলেন। "সাধু সজ্জনেরা নিজ ধর্ম্ম-সম্বল কখনই দেখিতে পান না বা অন্যকে দেখাইতে চান না। জ্যোতিঃ-বিস্তারিণী-প্রদীপ চতুর্দ্দিক আলো বিস্তার করিলেও নিজ তলদেশ অন্ধকার করিয়া রাখে। আমি মুনি-ঋষিদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে রাজপুত্রকে দেবতা-পুত্র বলিয়াই জানি। আপনারা আমাকে বাক্‌বিতণ্ডায় পরাভূত করিবেন না। অকাট্য বাক্যদানে আপ্যায়িত করিয়া হাসিমুখে বিদায় করুন।"

এই সময়ে সত্য রাজকুমার কক্ষধর, অন্তরালে দাঁড়াইয়া হিংসাজ্বলিত নেত্রপাতে মন্ত্রীপুত্রকে ব্যঙ্গ্য বিদ্রূপ করিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিল ও লাথি দেখাইয়া শাসাইতেছিল। কতক্ষণ সেরূপ করিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইল না, সে তাহার চিত্তের প্রবল আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া উন্মত্তাকারে সভাস্থলে প্রবেশ করিল; এবং ভীমসেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিল। "সাবধান!

আপনি প্রতারিত হইতেছেন। ঐ মন্ত্রীপুত্র জাল রাজকুমার সাজিয়াছে। আমারি নাম কঙ্কধর, আমিই শত গুণে গুণবান্ রাজকুমার। সত্য ব্যক্তিকে ছাড়িয়া, জালপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবেন না।—সাবধান, আবার বলি সাবধান!"

রাজা সেই অসৎ কুমারের অনধিকার প্রবেশ ও এবংবিধ বাক্যে অতিশয় কুপিত ও লজ্জিত হইলেন, কিন্তু নিজে কিছু না বলিয়া অবনত মস্তকে নীরব রহিলেন। ভীমসেন কঙ্কধরের কথার তাৎপর্য্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, একটা ইচ্ছারচিত প্রশ্ন করিলেন।—'আমি শুনিলাম তুমি বিবাহিত?'

কঙ্কধর হাসিয়া বলিলেন। "আপনি বুঝি বীরবামার কথা বলিতেছেন! আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই, সে আমার উপপত্নী ছিল। বিবাহ করিব বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি।" ভীমসেন বলিলেন। 'তবে তো আপনি নিষ্ঠুর।'

উৎপন্নবুদ্ধি মন্ত্রী মহাশয়, চিন্তায় কৌশল সঞ্চয় করিয়া, রক্ষীবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "এই পাগলকে কে ছাড়িয়া দিল? যাও একে লইয়া পাগলা গারদে আবদ্ধ কর।" অমনি তাহারা রাজকুমারকে ধরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। ভীমসেনের মনে যে সকল সন্দেহের ছায়া উদয় হইয়াছিল, মন্ত্রীর কৌশলে তাহা নিমিষমধ্যে অপসারিত হইল। তিনি ভাবিলেন 'এটা সত্যই গারদ-ভাঙ্গা পাগল।'

রাজা অমনি তৎপর হইয়া ভীমসেনকে আস্থাদানে আশ্বস্ত করিয়া লইয়া বলিলেন। "ফাল্গুন মাসের শেষে পূর্ণিমা দিবসে আমরা স-বর যাত্রা করিয়া, আপনাদের রাজ-ভবনে উপনীত হইব। মহামতি অশ্বপতি মহাশয়কে বলিয়া দিবেন, যেন তিনি ঐ দিনেই কন্যা সম্প্রদানে প্রস্তুত থাকেন।"

ভীমসেন সানন্দে উত্তর করিলেন। "যাহাতে ঐ শুভদিনেই বিবাহ-মালোর বিনিময় হয়, আমি তাহার যথাবিধি আয়োজন করিয়া রাখিব—সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকিবেন।"

এইরূপে অকাট্যবাক্যের আদান-প্রদানের পর মহামতি ভীমসেন, রাজা, মন্ত্রী এবং সচিববর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর আদেশে সভার কতিপয় সভ্য, ভীমসেনের সঙ্গে সঙ্গে নগরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান দান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের দুষ্ট রাজাকে শিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তাঁহাদের কথায় যতই প্রতারিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা ততই বলিতে লাগিলেন। "আমাদের নরপতি এতদূর ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অহঙ্কার-বর্জ্জিত-ব্যক্তি যে, তিনি

কাহারই মুখে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক কথা শুনিতে ভাল বাসেন না। তিনি বলেন 'প্রশংসা' মনুষ্যজাতির মদ-মাৎসর্য্য আদি অহঙ্কারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া থাকে; এবং কুৎসা কীর্ত্তন ও নিন্দাদি মনুষ্যকে ধৈর্য্যশক্তি দান করে, এবং তাহাকে সত্য যশের সোপানে তুলিয়া দেয়। পরন্তু প্রজাবর্গ কখনই তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে সাহসী হয় না। পাছে আপনি লোক-মুখে তাঁহার নিন্দাবাদ শুনিয়া আস্থাভ্রষ্ট হন, সেই জন্যই আপনাকে গুপ্ত কথা বলিয়া চতুর করিয়া দিলাম।"

ভীমসেন বলিলেন। "সাধু-সজ্জনদের কথা আমি সাধু সজ্জনদের নিকট হইতে লইয়া থাকি। পরন্তু আমি আস্থাভ্রষ্ট হইব কেন?—বরং যাহাতে আপনাদের মহারাজ আমাদের প্রতি আস্থাভ্রষ্ট না হন সে চেষ্টা করিবেন।"

এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা নগরপ্রান্তে আসিয়া সেতু পার হইলেন। এই খানে আসিয়া সেই কুচক্রী মন্ত্রীবর্গ ভীমসেনকে প্রান্তর ভাগে ত্যাগ করিয়া, আগের চুম্বন আলিঙ্গন দিয়া বিদায় দান করিলেন।

ভীমসেন তথা হইতে পারিপাত্র পর্ব্বতে আসিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ঋষিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি তাহা সানন্দে শ্রবণ করিয়া বলিলেন। "আমি বিবেচনা করি এই বিবাহের পূর্ব্বে রাজা আপনাদের নিকট দুহিতা-দর্শনে লোক প্রেরণ করিবেন। যদি পাঠান, আপনারা তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিবেন, এবং দেশপ্রথা মত বেশভূষা দান করিয়া বিদায় দান করিবেন। ভীমসেন 'তথাস্তু' বলিয়া, মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া, স্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিলেন।

❀ ❋ দুহিতা-দশন। ❋ ৫

মহামতি ভীমসেন অবন্তিনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল, মহারাজ অশ্বপতির নিকট সবিস্তার বর্ণন করিলেন। মহারাজ সে সমুদায় কথার অবগতি লাভ করিয়া, আনন্দপূর্ণ প্রাণে মহারাণী মালবীর নিকট গমন করিলেন। আজ দুই বৎসর হইতে মহারাণী মালবী নৈরাশ্যের মহাসমুদ্রে সন্তরণ দিতেছেন। প্রেরিত দূতীগণ সর্ব্বথা বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসা অবধি, তাঁহার চিন্তাসাগর অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হতাশ হিল্লোলের অনন্ত প্রতিঘাতে তদীয় প্রাণ-পুলিন নিরন্তর খসিয়া পড়িতেছে। উজ্জ্বল আননের রশ্মিরাশি তৈলহীন

প্রদীপপ্রায় মলিন হইয়া আসিতেছে। তিনি পর্য্যাঙ্কোপরি শয়ন করিয়া, আজ দুই বৎসর-কাল একধারে চিন্তামগ্না হইয়া আছেন। পরম পরমেশ্বর কিছুতেই দয়া করিয়া সাবিত্রীর বরপাত্র দেখাইয়া দিতেছেন না। তিনি তাঁহার চরণে এইরূপে কাঁদিতেছেন।—'হে পরাৎপর পরমেশ্বর! সাবিত্রী কি তোমার দ্বার হইতে স্বামী সংগ্রহ করিয়া আনে নাই। সে কি চিরকুমারী থাকিবার বরপ্রাপ্তা হইয়াছে। হে দয়াময়, যদি দয়া করিয়া এই হীনা নিঃসন্তানকে একটিমাত্র কন্যারত্ন দান করিয়াছেন, তবে তাহার বরপাত্র গোপন করিতেছেন কেন? দাও, দয়া করিয়া সাবিত্রীর—"

এমন সময়ে মহারাজ অশ্বপতি, প্রভাতপ্রসূনপ্রায় সর্ব্বশরীরে আনন্দের শিশির মাখিয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী স্বামীকে দেখিয়াও শয্যা ত্যাগ করিলেন না। মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন। তিনি কথা কহিলেন না। মহারাজ বলিলেন। "ভীমসেন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শুভ সংবাদ আনিয়াছেন তুমি উঠিয়া বস, সুখসংবাদ শ্রবণ কর।"

রাণী বলিলেন। "আপনি আর আমাকে প্রতারিত করিবেন না। যখন দুর্গাদেবীর নিকট হইতে সাবিত্রীর বরপাত্র মাগিয়া লওয়া হয় নাই, তখন আর কোন আশাই নাই।"

মহারাজ তাঁহার মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া, উক্ত শুভ-সংবাদ সকল পুষ্প সৌরভ ভাষায় বলিতে লাগিলেন। তৈলবিহীনা প্রদীপের তৈলস্বরূপ, সেই কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া, মুখমণ্ডলের জ্যোতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া সোৎসাহে উঠিয়া বসিলেন এবং আনন্দ-বিগলিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "এমন সুন্দর কাজ কিছুতেই ছাড়া হইবে না।—ফাল্গুন মাসের শেষ!—সে অনেক দিনের কথা! যাহাতে ইতিমধ্যেই এই শুভ-বিবাহ হইয়া যায়, তজ্জন্য আপনি মহারাজ অশ্বকান্তকে সংবাদ দিউন।"

মহারাজা বলিলেন—"সে কথা রক্ষণীয় নয়।" রাণী কতক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন। "ছেলের বয়স তো বেশী নয়?" রাজা বলিলেন। "না, দ্বাবিংশ বৎসর হইবে।"

রাণী প্রশ্ন করিলেন। "দেখিতে কেমন?" রাজা বলিলেন। "অতি চমৎকার।" রাণী। "কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত নয় তো?" রাজা। "না, ভীমসেন তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন!" রাণী এইবার স্ত্রীস্বভাবসুলভ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া, বলিলেন। "ছেলে রাগী নয় তো?" রাজা বলিলেন। "না।"

রাণী চিন্তা করিয়া বলিলেন। "তবে আর কি জিজ্ঞাসা করিব।—পাত্র ভাল।"

রাজা বলিলেন। "ছেলের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে না?"

রাণী। "কেন?" রাজা। "তাঁহার সঙ্গে একটু আধটু রসিকতা করিতে মানস রাখ না কি?" রাণী। "তিনি কি বড় রসিক লোক নাকি?" রাজা। "সে দেশের লোকেরা, সমুদ্র-সমীর সেবন করে বলিয়া, অত্যন্ত রসিক হইয়া থাকে।"

রাণী। "সমুদ্র তাঁদের বাড়ি থেকে কতদূর।" রাজা। "এই তোমায় আমায় যতদূর।" রাণী। "তারা ঘরে বসে সমুদ্র দেখ্‌তে পায়?" রাজা। "না, একটা গামের আড়ালে পড়ে।" রাণী। "সমুদ্র কত বড়।" রাজা। "আমাদের পুষ্করিণীর অর্দ্ধেকটা আন্দাজ।" বলিয়া মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন।

রাণী বলিলেন। "যাও তুমি আমার সহিত কেবল তামাশা করিবে।"

রাজা। "তোমার সহিত না করিব তবে আর কাহার সহিত করিব? করিলে, তুমিই দশকথা শোনাইয়া দিবে না।" এই বলিয়া মহারাজ হাসিতে হাসিতে রাণীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

'সাবিত্রীর বরপাত্র পাওয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসের শেষে বিবাহ হইবে।' এই শুভ সংবাদ রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া, নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। রাজভবনের চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় বাদ্য সকল বাজিতে লাগিল। রাজা শুভ-বিবাহের জন্য উপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

নির্দ্ধারিত দিবসের কতিপয় দিন পূর্ব্বে, মহারাজ অয়স্কান্ত-প্রেরিত এক প্রাচীন মন্ত্রী, এক রূপবতী যুবতী, এবং এক পরিচারিকা, এই তিনজন, এক মনোহর রথে আরোহণ করিয়া, মহারাজ অশ্বপতির রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুহিতা দর্শনই তাঁহাদের আগমনের প্রধান কারণ। রাজা তাঁহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া সম্মানের আসনে উপবেশন করাইলেন. এবং মহারাজ অয়স্কান্ত এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদি আত্মীয় সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্থবির মন্ত্রী বলিলেন। "তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, এবং আপনাদের কুশল কামনা করিতেছেন"।

রাজা সেই নবাগত যুবতী কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া সোমাল সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?"

স্থবীর মন্ত্রী বলিলেন। "এই নর্ব্বর-কেশী কন্যারত্নের নাম, নর্ব্বরা।—ইনি মহা তপস্বিনী, যোগসাধন-জন্য আলম্ব কুন্তলের আদর করেন না; তাই ইনি নর্ব্বরা

নামে অভিহিতা। ইনি রাজকুমার কক্ষধরের মাসিত-ভগিনী। ইনি রাজ্ঞীর পক্ষ হইতে সাবিত্রীদর্শনে আসিয়াছেন। অপরা নারী ইঁহারই পরিচারিকা। এবং আমি মহারাজের পক্ষ হইতে আপনাদের কুশলাদি এবং বিবাহ-বিষয়ে যদি কোন নূতন কথা থাকে, তাহা জানিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া অয়স্কান্ত-প্রেরিত উপঢৌকন সকল প্রদান করিলেন।

মহারাজ অশ্বপতি রূপবতী নর্ম্মরাকে তদীয়া সখীসহ অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়া, আগন্তুক মন্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

বঙ্কল বেশিনী নর্ম্মরা সুন্দরী, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, মহারাণী মালবী তাঁহাকে শতসম্মানে গ্রহণ করিয়া, উচ্চাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং তাঁহার নিকট বসিয়া, ভাবী জামাতার জ্ঞান, গুণাদি স্বভাব চরিত্রের হৃদয়-মুগ্ধকারিণী আখ্যায়িকা সকল প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিলেন। অনেক কথোপকথনের পর রূপসী নর্ম্মরা সাবিত্রীদর্শনের অভিলাষিণী হইলেন। মহারাণী, সাবিত্রী সুন্দরীকে আনীত করিয়া নর্ম্মরার নিকট বসাইয়া দিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুন্দরী নর্ম্মরার বয়স বিংশতি বৎসর হইবে, ভ্রমরাস্পর্শা গোলাপ কুসুমের মত তাঁহার মানসমোহন রূপরাশি তদীয় গোলাকার শরীরের উপর নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতেছে। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সমূহ এবং আনন মণ্ডলীর কারুকাজ সকল অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষী। রূপের প্রতিমা হইলেও গুণে কেমন, তাহা আমরা জানি না। মহারাণী মালবী চলিয়া গেলে, রূপসী নর্ম্মরা, দেবী স্বরূপিণী সাবিত্রীর সহিত রসালাপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর নর্ম্মরা বলিলেন, "ভগিনী, আমি আপনার মধুময় আলাপে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম।—আপনার ন্যায় সুবাসিত প্রসূন মরমহীতে অতি বিরল!"

সাবিত্রী বিনয়-বিনম্র-বচনে বলিলেন। "নূতন আলাপ সকলের কর্ণেই মধু বিতরণ করে। যাহারা স্থায়ী আলাপের মধু ঝরাইতে পারে তাহারাই ধন্য।" এই বলিয়া একবার নর্ম্মরার দিকে চাহিয়া আবার নত-মস্তক হইলেন।

নর্ম্মরা বলিলেন। "সেই মহিমাময় গুণ, সকলের চিত্তে না থাকিলেও আপনার চিত্তে প্রচুর পরিমাণে আছে।" সাবিত্রী প্রশ্ন করিলেন। "কেবল কি আমাতেই দেখিলেন, না আরো কোন চিত্তে দেখিয়াছেন?" নর্ম্মরা বলিলেন। "আর কোন আত্মাতেই দেখি নাই, কেবল আপনাতেই দেখিলাম।"

সাবিত্রী বলিলেন,—"যিনি নিমেষের আলাপে লোকের বাহ্যিক এবং আন্তরিক গুণ ও জ্ঞান সমূহের অনুশীলন করিতে পারেন, তিনি কিরূপ গুণবতী?" নর্ম্মরা বলিলেন—"আমাকে আপনি গুণবতী মনে করিবেন না।—আর যদি গুণবতী হই তবে প্রথম আলাপের।"

সাবিত্রী। আপনাকে গুণবতী বলিবার অধিকার যদি আমাকে না দেন, তবে আমাকে গুণবতী বলিবার অধিকার আপনাকেই বা দিব কেন?—আপনি আমাকেও গুণবতী বলিবেন না।

নর্ম্মরা। তা বেশ, আমি আপনাকে গুণবতী না বলিয়া, কুমার কক্ষধরকে গুণবান বলিব; তাহাও কি আপনার শ্রুতি-মধুর হইবে না?

সাবিত্রী। গুণবানকে গুণবান বলিলে সকলেরই শ্রুতি-মধুর হয়।

নর্ম্মরা। আমি কি কোন গুণহীনের গুণ কীর্ত্তন করিতেছি? কক্ষধরের মত তেজস্বী তপস্বী পরহিতব্রতধারী ও ঈশ্বরে-সমর্পিত-প্রাণ, এই পাপ জগতে কেহ কি জন্মিল, না জন্মিবে? আমি কি আপনার নিকট কোন কুপাত্রকে, বচনবিন্যাসের বলে সুপাত্র করিয়া দেখাইতেছি?"

সাবিত্রী বলিলেন। "একটি শিমুল ফুলকে গোলাপ ফুল বলিয়া, কোন অজ্ঞ লোককে বিশ্বাস দেওয়ান যত সহজ, শিমূলে গোলাপের সরস সুবাস সঞ্চারণ করা, যদি সেইরূপ সহজসাধ্য হইত, তাহা হইলে মিথ্যার মূল্যই সমধিক হইত।"

নর্ম্মরা। আপনি কি কক্ষধরকে শিমূলের মত নির্গুণ ভাবেন?

সাবিত্রী। "যিনি নিজে নির্গুণ তিনি অপরের গুণাগুণ লইয়া বিচার করিতে পারেন কি?" নর্ম্মরা বলিলেন—"কেন, তিনি কি আপনার পর, যিনি সামান্য দিনের মধ্যে আপনার হইবেন, তাঁহাকে পর মনে করিতে আছে কি?"

জ্ঞান-গম্ভীরা সাবিত্রী সতী বলিয়া উঠিলেন,—"পরমেশ্বরই সত্য ভবিতব্য।—তবে তিনি অঘটন কখনই ঘটান না।"

চতুরা নর্ম্মরা, যে সকল কথা জানিবার জন্য, এতক্ষণ ধরিয়া সাবিত্রীর সহিত তর্ক বিতর্ক করিলেন, তিনি তাহা জানিয়া লইতে সক্ষমা হইয়াছেন। (তিনি যাহা জানিলেন, পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন।) নর্ম্মরা মনে মনে চিন্তা করিলেন। 'সাবিত্রী সত্যসত্যই দেবকন্যা। ইঁহার ধৈর্য্যগুণও বিলক্ষণ, ইনি নিজেকে ঈশ্বরবাঞ্ছায় পরিচালিতা করিতেছেন।' এমন সময়ে মহারাণী মালবী আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকেই কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

৬ * নর্ব্বরার খেলা * ৬

সেদিন গেল, পরদিন প্রভাতে সুন্দরী নর্ব্বরা বাড়ী যাইতে মনস্থ করিলেন। মহারাণী তাঁহাকে অর্থ ও বসন-ভুষণে অনেক উপঢৌকন দিলেন। চতুরা নর্ব্বরা সেই সকল লইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, এবং রাণীকে শোনাইয়া, যেন আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—'এই বহুমূল্য বসন-ভুষণ সকল, বাঁধিয়া না লইয়া, পরিয়া যাওয়াই উচিত।—পরিলে সকলে দেখিবে।'

মহারাণী বলিলেন—"কেন মা, এই সামান্য জিনীস, জনসাধারণকে দেখাইয়া আমাদের অপযশ ঘোষণা করিবে।—তুমি এ গুলি বাঁধিয়া লও।" নর্ব্বরা সেগুলি পরিধান করিতে করিতে বলিলেন —"তবে কি খুলিয়া ফেলিব।" রাণী বলিলেন,—"পরিয়াছ আর খুলিয়া কাজ নাই। তবে, এ গুলি যে আমাদের দেওয়া, সে কথা কোথাও প্রকাশ না করিলেই ভাল হইবে।"

নর্ব্বরা বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"যখন নরপতি অয়স্কান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন 'তুমি এই সকল সাজ কোথায় পাইলে?' তখন আমি কি বলিব?"

রাণী বলিলেন —"তুমি যাহা উত্তম বিবেচনা করিবে তাহাই বলিয়া বুঝাইয়া দিও। আমাদের নাম না করিলেই হইল।"

নর্ব্বরা বসন ভুষণে পরিশোভিতা হইয়া, সুদীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিজের নবরাগে রঞ্জিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে, যেন কি কথা মনে করিয়া মুচকি হাসি হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন —"মা তুমি আত্মগত হাসিতেছ কেন?"

নর্ব্বরা বলিলেন—"আমার মনে একটি সুন্দর কথা উদয় হইয়াছে।"

মহারাণী। সে কি কথা মা, যদি বলিবার হয় তবে বল না।

নর্ব্বরা। যদি আপনারা অনুমতি করেন তবে, এই বসন-ভুষণ পরিয়া, নরপতি অয়স্কান্তকে একটি সুন্দর খেলা দেখাইতে পারি।

মহারাণী। সে কিরূপ খেলা মা, খুলিয়াই বলনা কেন?

নর্ব্বরা বলিলেন। "আমাদের দেশের লোক বৈবাহিকদের সহিত নানারূপে ঠাট্টা তামাশা ও বিদ্রূপাদি করিয়া থাকেন এবং কৌশল-সম্পন্ন-কার্যকলাপে তাঁহাদিগকে চমৎকৃত ও প্রতারিত করিতে চেষ্টা করেন। ইহা একটি মনের আনন্দবর্দ্ধনকর খেলা মাত্র। এবং এই খেলায় যিনি যতদূর নিপুনতা দেখাইতে

পারেন, তিনি জনসাধারণে৷ ততই প্রশংসনীয় হন। আবার বৈবাহিকদের এইরূপ খেলা না দিলে, আমাদের দেশের লোক তাহা অপমান বিবেচনা করেন।—আমি আপনাদের ভাবী বৈবাহিককে, আপনাদের পক্ষ হইতে একটি সুন্দর খেলা দিবার পন্থাঃ পাইয়াছি, যদি বলেন তবে দিই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মহারাণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি পন্থায় কি খেলা দিবে, খুলিয়াই বলনা মা!—আমরাও তোমার সঙ্গে হাসি।"

নর্ম্মরা উচ্ছ্বাসমুখী হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনাদের বসন-ভূষণে সাজিয়া, আমি এক প্রকার সাবিত্রীর অনুরূপই হইয়াছি, তাই বলিতেছিলাম কি"—আবার হাস্য করিয়া বলিলেন। "আমি বলিব—আমিই সাবিত্রী। এবং তাহাতে নিশ্চয়ই মহারাজকে প্রতারিত করিব।" এইরূপ শুনিয়া মহারাণী এবং তাঁহার দাসীরাও বিকলচিত্ত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

দাসীরা ব্যাকুলচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিল—"এই সঙ্গে যদি ঐ সুবীর মন্ত্রী আর নর্ম্মরার এই পরিচারিকা, এই দুইজনকে এই জাল-সাবিত্রীর জাল জনক জননী করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়, তবে এক মস্ত রহস্যসঙ্কুল তামাশা বাধিয়া যায়।" এই বলিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মহারাজ অশ্বপতি তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে সকলেই বক্রবদন হইলেন, কিন্তু সকলেরই পঞ্জরতলে হাস্যের লহরী বিলোড়িত হইতে লাগিল। মহারাজ তাঁহাদের সেই অপরূপ হাস্যের কারণ, বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও, হাস্যাক্রান্তা রমণীগণ উত্তর করিতে পারিলেন না। মহারাণী অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সকল কথা ধীরে ধীরে খুলিয়া বলিলেন।—অমনই হাস্যদেবী রাজাকেও আক্রমণ করিল। তিনি অনেকক্ষণ হাস্য করিয়া শেষ বলিলেন—"বেশ বেশ, ভাবী বেয়াইয়ের সহিত একটা তামাশা করাই হউক। আমি সেই মন্ত্রীকে মহারাজ অশ্বপতি, এই পরিচারিকাকে মহারাণী মালবী এবং নর্ম্মরাকে সাবিত্রী সাজাইয়া দিব।—তবে কিনা অদ্য নর্ম্মরার যাওয়া ঘটিবে না।"

নর্ম্মরা সাহস পাইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলেন—"আর আমাদের সহিত যদি কতিপয় সৈন্য দেন, তাহা হইলে খেলাটা আরো সুন্দর হইবে।" রাজা বলিলেন। "তাহাই করিয়া দিব।"

অনন্তর তিনি মহিলা মহল ত্যাগ করিয়া প্রবাসী মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আসিয়া, তাঁহার সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া, সুধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এইরূপ

একটি প্রহসন দিলে, আপনাদের জ্ঞান-গম্ভীর নরপতি তায় অসন্তুষ্ট হইবেন কি ?"

প্রবাসী-মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন —"আমাদের দেশ প্রথামতে, এরূপ খেলায় অকাট্য প্রতিদান করা, অর্থাৎ গভীর প্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের নরপতিকে ঐরূপ এক প্রহসন-দানে সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত করিতে চান তবে, প্রহসনটিকে অবিকল করিবার জন্য যথোচিত আয়োজন করিতে হইবে এবং এমন এক দিন ও সময় নির্দ্ধারিত করিয়া এথান হইতে নির্গত হইতে হইবে যেন, আমাদের সহিত সেই বরযাত্রীর সাক্ষাৎ, অবন্তিনদীর সেতুর উপর হয়। আমরা তাঁহাদিগকে সেখান হইতে প্রতারিত করিতে করিতে এখনে আনিব।—খেলা অতিমাত্র সুন্দর জমকাল এবং বিশ্বব্যাপী হাস্যোদ্দীপক হইবে।"

অনন্তর রাজা ও রাণী, প্রবাসী-মন্ত্রী, নর্ম্মরা ও রাজপ্রাসাদের সকলেই এই মানসমোহন খেলায় মাতিয়া উঠিলেন। নগরবাসীরাও মহানন্দে তাহাতে যোগদান করিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে মহারাণী মালবী নর্ম্মরাকে জাল-সাবিত্রী এবং পরিচারিকাকে জাল-রাণী সাজাইয়া আকার প্রকারে অবিকল করিয়া দিলেন, এবং মহারাজ অশ্বপতি প্রবাসী-মন্ত্রীকে জাল-রাজা সাজাইয়া দিলেন।

নর্ম্মরা এইরূপে জাল-সাবিত্রী সাজিয়া, সত্য সাবিত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়, রহস্যের মুখে হাসিয়া বলিলেন। "আপনি সাবিত্রী কি আমি সাবিত্রী" সাবিত্রীও হাসিয়া বলিলেন —"আপনি।"

নর্ম্মরা। তবে যেন আমিই বরমাল্য দেব, আপনি দেবেন না!

সাবিত্রী।—যখন ক'নে সাজিয়াছেন তখন দেবেন বৈ কি ?

নর্ম্মরা—তা'হলে আপনি যে ফাঁকে পড়িবেন।

সাবিত্রী।—আপনার ভাই!—আপনি যদি তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে পারেন তবে অপরকে দেবেন কেন?" নর্ম্মরা হাসিয়া বলিলেন—"আপনি কি আমার জন্য ঐ প্রার্থনা করেন না কি ?"

সাবিত্রী।—আপনি যে প্রার্থনা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব।

নর্ম্মরা।—তবে প্রার্থনা করুন যেন, আমি আমার কার্য্যে সফলকাম হইতে পারি। সাবিত্রী বলিলেন। "কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিব। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন"

নর্ম্মরা মনে মনে চিন্তা করিলেন। "সাবিত্রী নিশ্চয়ই দেবী! আমার মনের কোন কথাই জানিতে উহার বাকি নাই।—'শিমুল ফুলকে গোলাপ করিয়া দেখান

যায় না'—'বিধাতা অঘটন ঘটান না'—'যখন ক'নে সাজিয়াছেন তখন বরমাল্য দেবেন বৈকি ?' এ সকল দেবী-সম্ভব-বাণী নহে কি ?

এমন সময়ে মহারাজ অশ্বপতি আসিয়া জাল-সাবিত্রী এবং জাল-মহারাণীকে সঙ্গে করিয়া প্রবাসী-মন্ত্রী অর্থাৎ জাল-রাজার নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদের তিনজনকেই সযত্নে রাজরথে আরোহণ করাইলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে একদল রক্ষীসৈন্য ও কতিপয় সভ্য ও মান্যগণ্য লোক দিয়া বিদায় দিলেন।

✱ মনোহর পাণিপীড়ন ✱

অন্যদিকে মহারাজ অয়স্কান্ত, কুমার কক্ষধরকে বরবেশে সাজাইয়া, এবং সচিবাদি সভাসকল ও নগরের মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া, রাজরথে, তুরঙ্গে ও মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া, মঙ্গলময় বাদ্যাদি পুষ্পবর্ষণ সহকারে, মহারাজ অশ্বপতির রাজপ্রাসাদাভিমুখে, মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। মণিমুক্তাখচিত সরস পুষ্পপল্লবে পরিশোভিত, একখানি স্বর্ণ রথে কুমার কক্ষধর, বেশভূষায় সুরপ্রতিম সাজিয়া বসিয়াছেন। দুইজন সৌষ্ঠবাঙ্গী চামরধারিণী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছে। তাহার পশ্চাতের রথে, রাজা অয়স্কান্ত মন্ত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। অগ্রপশ্চাতে সাদীসেনা, পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

সেই ক্রোশব্যাপী বরযাত্রী, অবন্তিনগর অতিক্রম করিয়া নদীর পুষ্পশোভিত সেতুর উপর আসিতেই, সেতুর অপর মুখ দিয়া জাল-অশ্বপতি, মালবী ও সাবিত্রীদের সৈন্যশোভী রাজরথ সেতুর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে জাল-সাবিত্রীর রথ কুমার কক্ষধরের রথের সম্মুখীন হইল। জাল-অশ্বপতি তদীয় রক্ষিবৃন্দকে পশ্চাতে রাখিয়া সত্বরগমনে রাজা অয়স্কান্তের সহিত মিলিত হইলেন; এবং নমস্কারান্তে সুধীর মধুসম্ভাষণে বলিলেন। "আমারই নাম অশ্বপতি, ইনি আমার রাণী এবং ইনি আমার কন্যা সাবিত্রী।"

জাল-রাজা এইরূপ পরিচয় দিলে, মহারাজ অয়স্কান্ত বা তাঁহার অমাত্যগণ কেহই সেই জাল ব্যক্তিত্রয়কে, তাঁহাদেরি প্রেরিত দূত-দূতী বা মন্ত্রী বলিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা জাল-অশ্বপতির কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন সত্য, কিন্তু এক কথায় সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করিলেন। "আমাদেরই যাইবার কথা, আপনাদের তো আসিবার কথা ছিল না, তবে এরূপ সহসা আগমনের কারণ কি হইল ?"

জাল অশ্বপতি বলিলেন। "এ ক্ষেত্রে আমি দাতা আপনি গৃহীতা, এবং বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'আবাসে বসিয়া দান না করিয়া, দাতা যদি তাঁহার দানীয়-দ্রব্য, গৃহীতার গৃহে বহিয়া দিতে পারেন, তিনি তাহাতে অধিক পুণ্য অর্জ্জন করেন'। সেই কারণে আমি আমার কন্যারত্নকে আপনার সুবর্ণ দ্বারে বহন করিয়া আনিয়াছি।"

রাজা অশ্বকান্ত দেবসদৃশ জাল রাজার মুখে এইরূপ শুনিয়া, নৎপরোনাস্তি প্রতারিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি উন্মত্ত হরিণের ন্যায় এক লম্ফে জাল-রাজাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে স্বীয় সচিব সকলের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া, হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিলেন। "আপনার মত ত্রিলোক-দুর্লভ শ্রীমান্‌ মানুষ ধরায় বিরল! আপনি পাত্রীর পিতা হইয়া, পাত্রের পিতার নিকট আসিতে যে লজ্জা ও অপমান বিবেচনা করেন না, ইহা আপনার অসাধারণ গুণ। আপনি পরম অহমিকাশূন্য মহাকায় মানব—আপনার ন্যায় মহানুভবকে বৈবাহিকরূপে পাইয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ দীনের ভবনে আসুন; সেইখানেই বিবাহ-বন্ধন, মাল্যাদির বিনিময় ও পবিত্র কার্যসমূহ সম্পন্ন করা হইবে।"

জাল-রাজা বলিলেন। "আমার বক্তব্য এই যে,— যখন শুভ-সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে, পাত্র-পাত্রী হাতের উপর রহিয়াছে, পণ্ডিত প্রভুরাও সঙ্গে আছেন, আর আমরা যখন এই অবন্তী-দেবীর বিশাল বক্ষস্থ-কণ্ঠহার-স্বরূপ সেতুর উপর স্থিত, তখন বিবাহ-বন্ধন ও বরমাল্যের আদান-প্রদান, দেবীর সাক্ষাতে হইলেই ভাল হয়!"

এ দিকে এইরূপ কথা হইতেছে, সে দিকে রাজা অশ্বপতির প্রেরিত সচিবাদি সৈনিকবর্গ, দূরে দাঁড়াইয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা নানা-ভঙ্গিমায় অবন্তীপতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরস্পরে ঠারাঠারি ও হাস্য করিতে লাগিলেন। এবং তিনি আরো কতদূর প্রতারিত হন, কতক্ষণে তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গে, সেই সকল কৌতুকাবহ কথার প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এ দিকে মহারাজ অশ্বকান্ত এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ, নর্ম্মরা-রচিত-খেলার অনুপম চক্রে পড়িয়া, সকলেই জালরাজার কথায় সম্মতিদান করিয়া বলিতে লাগিলেন। "মহারাজ অশ্বপতি যাহা বলিতেছেন তাহা অতি উত্তম কথা।—জননীরূপিণী অবন্তি-নদীর সাক্ষাতে এই শুভসম্মিলন হইলে, এ মিলন যারপরনাই মধুর হইবে।"

এই বলিয়া তাঁহারা সেই পবিত্রস্থলেই বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। মহা আড়ম্বরে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে ও শিলাবৃষ্টির ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বর্ষিত

পুষ্পে নদীর জল নানারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে অশ্বপতি-প্রেরিত সচিব ও সৈন্যগণ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিয়া বিভোর-প্রায় হইতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ অশ্বস্কান্তের চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি সেই খানেই জালসাবিত্রীর সহিত, কঙ্কধরের শুভ-বিবাহ দিলেন এবং বরমাল্যের আদান-প্রদান হইয়া যাইবার পর, সানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ক'নেকে বরের রথে বসাইয়া দাও।" অমনি চামরকারিণীরা, জাল-সাবিত্রীকে যত্নে তুলিয়া বরের রথে তাহার বামপার্শ্বে বসাইয়া দিল এবং মহানন্দে হুলাহুলী গাহিতে লাগিল।

বিবাহ হইয়া গেলে মদ্ররাজ-সচিবগণ বিস্মিত হইলেন। কেহ বলিলেন, "একি হইল, নর্ম্মরা যে সত্যসত্যই কঙ্কধরকে বিবাহ করিয়া বসিল!" আবার কেহ বলিলেন। "নর্ম্মরা যে কঙ্কধরের বাসিত ভগিনী, তবে সে এমন কাজ কেমন করিয়া করিল। বুড়া মন্ত্রী ব্যাটাও তো সাধারণ দুষ্ট নয়?" আবার কেহ বলিলেন। "ইহা প্রহসনোচিত বিবাহ, বোধ হয় এ দেশে এরূপ অলীক বিবাহের প্রচলন আছে।" এক ব্যক্তি বলিলেন।" ঐ দেখ বরকণে কেমন পাশাপাশি হইয়া অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া বসিয়া আছে, প্রহসনে এতদূর কেন?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন। "বোধ করি এইবার আমাদের রাজ্যে যাইবে এবং উহাদিগকে সেখানে লইয়া গিয়া এই জালরাজা, সত্য রাজা ও রাণী এবং সত্যসাবিত্রীকে দেখাইয়া সহসা উহাদের অপার ভ্রমের অপনোদন করাইবেন।"

তৃতীয় ব্যক্তি তৎপরতার সহিত বর-ক'নেদের দেখাইয়া বলিবেন। 'দেখ দেখ নর্ম্মরা কি নির্লজ্জ! ঐ দেখ, বরের কান মলিয়া দিতেছে, গালে কেমন রঙ্গ করে টুসি মারিতেছে, আবার দেখ থাকিয়া থাকিয়া সোহাগে গলিয়া বরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। বরটাও কি সাধারণ দুষ্ট, উহার কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সুখ-টিপনীর কেমন সুন্দর সুন্দর রঙ্গ ফলাইয়া দিতেছে!"

চতুর্থ ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন। "উহারা ভাই ভগ্নীতে বুঝি প্রগাঢ় সম্পর্ক পাতাইতে বসিয়াছে।" অন্যজন বলিলেন। "ওহে ভায়া, ওরা ভাইভগ্নী না হইবে, পুরাতন প্রেমিক প্রেমিকা। কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকিবে। মেয়েটা বিষম কৌশলী, এই মহা কৌশলে কঙ্কধরকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া লইল। তোমরা দেখ না কেন, এই বরযাত্রী কখনই আমাদের রাজ্যে যাইবে না।"

অনন্তর মদ্ররাজ-সচিবগণ জালসাবিত্রীর কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। জালসাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, মদ্ররাজ্যের সচিবগণ, তাঁহার দিকে অপলক নেত্রে

চাহিয়া আছেন। তিনি তখন রথের দ্বারস্থ পর্দা ফেলিয়াদিলেন। তখন এক জন বলিলেন। "ভায়া আর কি দেখিবে, চল ঘরে ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাই যে, কক্ষধর নর্ব্বরায় সত্য সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন। "এত করিয়া যদি সাবিত্রীর বর পাওয়া গেল, তাকে এই ডাইনী ছুঁড়িটা গিলিয়া লইল। সাবিত্রীর অদৃষ্ট কি মন্দ!"

তৃতীয় ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন। "মন্দ নয় ভায়া, সাবিত্রী সতী অতি ভাগ্যবতী! ঐ ছোঁড়াটা কি সাধারণ লম্পট। ওদের যেমন দেবা তেমনই দেবী মিলিয়াছে। ঐ দেখ সকলেই নগরাভিমুখে মুখ ফিরাইয়াছে, চল আমরা ঘরে যাই।"

বরযাত্রী নগরে প্রবেশ করিলে, মদ্রদেশবাসীরা নানামুখে নানা কথা বলিতে বলিতে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৮ ✻ পিতৃহত্যা। ✻ ৮

পাঠক দেখিলেন, চমৎকারকারিণী নর্ব্বরা, কেমন কৌশলে সুশীলা সাবিত্রীকে ধূলিলোচনা করিয়া, স্বকীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইল। মহীপতি অশ্বপতি এই দুষ্টা নর্ব্বরার অনুপম ধৃষ্টতায় প্রবেশ করিতে পারা দূরে থাক, তাহাকে তাহারই রুচিয় কার্য্যে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিলেন।

পাঠক, এস্থলে নর্ব্বরার খেলায় অধিক চমৎকৃত হইবেন না! একবার সেই নিরাকার ঈশ্বরের খেলার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এই কপটতাপটু রাজার লম্পটশ্রেষ্ঠ পুত্রের করাল কবল হইতে, সাবিত্রী এবং তাঁহার জনক জননীদের রক্ষা করিবার মানসে, পরাৎপর নারায়ণ, যে একটি খেলা গোপনে বসিয়া খেলিলেন, সে খেলার সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্য যে কতদূর চিত্তবিনোদন, একবার সেদিকে চাহিয়া দেখুন। সাধুসজ্জনের মান-সম্ভ্রম এবং সত্য সতীদের সতীত্ব, তিনি যে সকল অভাবনীয় পন্থায় রক্ষা করিয়া থাকেন, এ স্থলে তিনি তাহারই জলন্ত উদাহরণ দিলেন। যিনি এই উদহরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনি কখনই ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইবেন না। —এইবার শুনুন এই নর্ব্বরা কে?

নর্ব্বরা, অর্থাৎ বাউরী বা কর্ত্তিত-কুন্তলা। রাজা অয়স্কান্ত বীর বামার কুন্তল মুণ্ডন করিয়া দিয়া তাহাকে এবং তাহার জনক জননীদিগকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহারা নিরুপায় হইয়া পারিপাত্র পর্ব্বতে আসিয়া তাপস

তপস্বিনীর ভাণে বাস করিতে থাকে। কক্ষধরের কৃপায় বীরবামা বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল, সেহেতু নির্ব্বাসিত হইয়াও তাহাদিগকে আর্থিক ক্লেশ পাইতে হয় নাই। এই বীরবামার স্থবির পিতাই সৌব গুপ্ত অভিসন্ধি লইয়া ভীমসেনের নিকট, দুষ্ট কক্ষধরকে শিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল এবং তাহারাই তিন জনে দুহিতা দর্শনের ভাণে, রাজা অশ্বপতির প্রাসাদে যাইয়া, রাজা অয়স্কান্তের দূত ও দূতী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল। তাহারাই জাল সাবিত্রী এবং জাল রাজারাণী সাজিয়াছিল; এই চমৎকার কৌশলে নর্ব্বরা কক্ষধরকে বিবাহ করিয়া লইল। সাবিত্রী ও নর্ব্বরায় যে সকল কথা হইয়াছিল, পাঠক এইবার আর একবার তাহা সংযত মনে পাঠ করুন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে সাবিত্রী সত্যসত্যই দেবী, এবং নর্ব্বরা যে কি মানসে তাঁহাদের ভবনে গিয়াছিল, ভূত ও ভবিষ্যদর্শিনী সাবিত্রী সে সমুদায় কথাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সেদিকে বরযাত্রী নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। জালরাজা এবং জালরাণী তাঁহাদের নিজ রথেই বসিয়া চলিলেন। রাজা অয়স্কান্ত তদীয় সচিবদল সহ সৌবরথে ছিলেন। তিনি দেবী সদৃশী সাবিত্রীকে পুত্রবধূ করিতে পারিয়া গৌরব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। "ইনি আমাকে কতই না বিভীষিকা দেখাইলেন, কিন্তু কৈ মহাশয়! আপনার সে সকল বিভীষিকা কি হইল? দুষ্টের ভাগ্য প্রশস্ত নয় কি?" মন্ত্রী বলিলেন। "শীঘ্রই বুঝিবেন।"

এইরূপ কথোপকথনে তাঁহারা রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার কক্ষধর নবোঢ়া পত্নীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পুরোবাসিনীরা বরকনেকে একত্র বসাইলেন; এবং যাহা যাহা করিবার সকলই করিলেন, কিন্তু কাহারও ভ্রম কাটিল না। সকলেই প্রতারিত হইতে লাগিলেন।

কিছুদিনের পর একদিন এক রজক-কন্যা রাজবাটীর সমল-বস্ত্র লইতে আসিয়া বীরবামাকে চিনিয়া ফেলিল। তখন সকল কথাই রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাণী রাজাকে বলিলেন। "তুমি রজক-কন্যা বীরবামাকে পুত্রবধূ করিয়া আনিয়াছ?" এই বলিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের প্রাসাদে গমন করিয়া গগনগর্জ্জি বচনে বলিলেন। "আমরা না হয় বীর বামার কৌশল-জালে পড়িয়া প্রতারিত হইয়াছিলাম, তুই জানিতে পারিয়াও এত দিন বলিস্ নাই কেন?"

কক্ষধর বলিল।—"জানিতে পারিয়া আর কি করিব। বিবাহীতা স্ত্রীকে

কোথায় ফেলিব ?" রাজা বলিলেন। "তোকে ফেলিতেই হইবে।" কক্ষধর বলিল।—"আমি তোমার মত ধর্ম্মান্ধ মূর্খ নই।"

রাজা। "যদি ত্যাগ না করিবি তবে আমার রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হ! তোকে ত্যজ্যপুত্র করিলাম।" কক্ষধর। "আমি ত্যজ্যপুত্র হইবার কোনই দোষ করি নাই। অতএব আমি ত্যজ্য হইব না। বরং তুমিই ত্যজ্য-পিতা হইবার উপযুক্ত, কারণ তুমিই বীরবামার সহিত আমার বিহাহ দিয়াছ।"

রাজা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন। "তুই তো তুই, তোর বাবা সে ত্যজ্যপুত্র হবে।" কক্ষধর। "আমিত্ত তাহাই বলিতেছি, তবে যাও এখনি নির্ব্বাসিত হও।"

রাজা পুত্রের গলায় হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন। "ব্যাটা তোর এত বড় কথা, যা এখনি যা, তোকে এক মুহূর্ত্ত এখানে রাখিব না।"

পুত্রও ঐরূপ কথা বলিয়া পিতার গলা ধরিল এবং উভয়ে উভয়কে নির্ব্বাসিত করিবার জন্ত, বল প্রকাশ করিতে লাগিল। কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করিবার পর, পিতা এক চপেটাঘাতে পুত্রকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। বীরবাহু বীরবামা এক পাঁঠাকাটা খাঁড়া আনিয়া স্বামীর হস্তে অর্পণ করিল। কুপিত পুত্র অমনি পিতাকে সেই খাঁড়ার প্রহারে দ্বিখণ্ড করিয়া ভবের যন্ত্রণাভার লাঘব করিয়া দিল।

পিতৃহন্তা কক্ষধরের সিংহাসনারোহণ-কালে, প্রজাবর্গ তাহার বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই বলিয়া সকলকে বুঝাইয়া লইলেন যে, "কক্ষধরের হাতে সৈন্ত বল রহিয়াছে এবং সে নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞান, এখনি এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। অনন্তর তাহাকে কৌশলে বিনষ্ট করাই কর্ত্তব্য। তোমরা নীরব থাক, সময়ে সকল কিছুই হইবে।" পরন্তু প্রধান মন্ত্রীর পৃষ্টপোষকতায় মূর্খ কক্ষধর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল সত্য, কিন্তু সে মন্ত্রীর হাতের পুতুল হইয়া রহিল। সাবিত্রীকে বিবাহ করিবার জন্ত, মন্ত্রী তাহাকে অনুক্ষণ পরামর্শ দিতে লাগিলেন।'

অবিরত এই পরামর্শ পাইতে পাইতে কক্ষধরও উন্মত্ত হইয়া পড়িল, সে ধীরে ধীরে বীরবামার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। এবং তাহাকে প্রাণে বধ করিবার চেষ্টায় রহিল। বীরবামার জনক, রাজ সরকারে কোষাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজাবর্গ শাল্যরাজ্যকে রজক-রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। এবং তাহাতে সকলেই কক্ষধরকে বলিতে লাগিলেন। "আপনি স্ত্রীত্যাগ করিতে না পারুন ক্ষতি নাই, শ্বশুরকে ত্যাগ করুন। ক্রমশই এ রাজ্যের দুর্নাম দূর-দুরন্তব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। ইহা কি আপনার জন্ত লজ্জার কথা নহে ?"

কর্ম্ম সকলেরই শিক্ষাগুরু, কক্ষধর সিংহাসনারূঢ় হইলে, ধীরে ধীরে কাজ-কর্ম্ম সকল দেখিতে দেখিতে, তাহার জ্ঞানোদয় হইতেছিল। সে প্রজাসাধারণকে তুষ্ট করিবার জন্য শ্বশুর এবং শাশুড়ী উভয়জনকেই হত্যা করিল। স্বল্পশিক্ষায় লোকে যে সকল দোষ করিয়া থাকে, —এস্থলে কক্ষধর তাহারই পরিচয় দিল। দূরবীক্ষণের অভাবে সে বুঝিতে পারিল না, তাহার ঐ কার্য্যের ভাবিফল কিরূপ তিক্ত হইবে। ভারতবাসীরাও দূরদর্শিতার অভাবে যাহা যাহা করিতেছে তাহা কক্ষধর নিকৃষ্টকার্য্য। বীরবামা স্বামীর সেই কার্য্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্টা হইল এবং এই হইতে পতিপত্নীতে অনুক্ষণ বিবাদ চলিতে লাগিল। শয্যার কণ্টক অপেক্ষা ভীষণ কণ্টক আর নাই। কক্ষধর স্বীয় শয্যায় সেই কণ্টক রোপণ করিয়াছে।

তৃতীয় ভাগ—স্বয়ম্বরা

১ ✱ বর নির্ব্বাচনে অক্ষম। ✱ ১

হোসেনী ছন্দ।

সে দিকে সাবিত্রী সতী, পড়িলেন চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা যৌবনে; যুগল হইল তনু, প্রশান্ত হৃদয় দেশে পাইল প্রকাশ, কমল কোরকযুগ শান্ত প্রকৃতির। সুকৃষ্ণ কুন্তলরাশি, বিশাল নিতম্বে পড়ি দিতেছে সাঁতার। উরুর সুচারু শোভা গুরুভারসহ, মনোহর আঁখি সহ সরুভরু যুগ, নাসিকা কপোল সহ সামঞ্জস্য রাখি, জ্বলিছে রঞ্জিত রাগে। কিন্তু সেই রাগরাশি, আচিবুক নিমজ্জিতা সেই লজ্জাবতী, রাখিলা ধর্ম্মের ধূমে ঐরূপে আবরী, মাতৃভাব বিনা, অন্য কোন ভাব কেহ, নারিত তাঁহার প্রতি করিতে প্রকাশ।

কোনই সন্ধানে যবে, কুত্রাপি উচিত পাত্র সাবিত্রী সতীর, না পাইলা মহারাজ মদ্রঅধিপতি, পরম উদ্বিগ্নমনা হইলেন তিনি। অন্তঃপুরে আর, মহারাণী অন্নত্যাগ করিলা চিন্তায়। জ্বলন্তহৃদয় সহ একদা দুঃখিনী, নরেশের পদধরি লাগিলা কাঁদিতে—"বিধাতা কি হে রাজন! সাবিত্রীর বরপাত্র ভুলিলা সৃজিতে?—কেন তবে বলে শাস্ত্র —'জন্মে বরপাত্র কন্যা জন্মিবার আগে।' সে কথা কি এতদিনে হইল অলীক।

সাবিত্রী-সম্বন্ধে কেন হেন বিপর্য্যয়।—সোনার প্রতিমা কন্যা, হায় এরে, হায় আমি, কতকাল এইরূপে রাখি বসাইয়া! আন বর সুষমার, নহে দাও ধরি ওরে জলে বিসর্জ্জন! আর এ প্রাণের জ্বালা, আগ্নেয়-পর্ব্বত-দাহ সহেনা আমার।"

এরূপে কাঁদিলে পদে মালবী সুন্দরী, শীতল নিশ্বাস ত্যজি কহিলা প্রজেশ। "জন্মিল নিশ্চয় পাত্র, রাজভবনেতে কিন্তু নহে তো নিশ্চয়।" এই বলি নরপতি মস্তকে রাখিয়া কর, ভাসিলা চিন্তার স্রোতে বসিয়া ভূতলে।"

কহিলা রূপসী রাণী। "দরিদ্র ভবনে কেন, সাবিত্রী-পাত্রের নাহি করেন সন্ধান? রূপেগুণে কুলে শীলে সুপুত্র হইলে, রাজপুত্র হতে ভাল দরিদ্র সন্তান এই যে বিশাল রাজ্য রাখেন আপনি, এর গুরু ভার, জামাতা বিহনে কহ কে বহিবে আর। আমার বিচারে তাই, দরিদ্র জামাতা করা একান্ত উচিত। কন্যা দিয়া পুত্র আনি পাইব তাহাতে।"

উত্তরিলা নরপতি চিন্তি কতক্ষণ। "জানিও নিশ্চয় তুমি, দেবতা দুহিতা ঐ সাবিত্রী সতীর, নির্ব্বাচিতে বরপাত্র, আমরা মর্ত্তের লোক জ্ঞানালোকহীন।—আমাদের তুচ্ছ জ্ঞানে, যেই পাত্র নির্ব্বাচন করিনু যখন, দেবতা করিল রক্ষা, নহে তো নিশ্চয়, উত্তপ্ত সাগরে হ'ত দিতে সন্তরণ।"

চিন্তা করি মনঃতলে কহে মহারাণী। "তবে এক কাজ প্রভু করুন আপনি, কন্যারে ডাকিয়া তারে স্বয়ম্বরা করি, ভ্রমণে পাঠায়ে দিন দেশদেশান্তর। বিবেচি উচিত, নির্ব্বাচি লইবে পতি মনের মতন। হৃষ্টচিতে মিষ্টমুখে আমরা তখন, সেই পাত্রে কন্যা দান করিব হরষে।"

কহিলা উত্তরে রাজা। "পূর্ণরাজসভা মাঝে সম্মুখে সবার, সেই উপদেশ তারে দিব কোন দিন।" এইরূপে বুঝাইয়া, আপন উদ্দেশে রাজা গেলেন চলিয়া। চিন্তিতে লাগিলা রাণী মনে আপনার। 'সুশীলতা সরলতা নম্রতা আদিতে, ধর্ম্মআতঙ্কের রাজ্ঞী সাবিত্রী আমার, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের আর শুভ্র মূর্ত্তিমাণ। সেহেন কন্যার তরে, পারে কি বাছিতে বর মর্ত্তের মানুষ?—কে তিনি কোথায় জন্ম লইলা এ ভবে, আমরা কি পারি তার পাইতে সন্ধান। স্বয়ম্বরা করি, ছাড়িলে এ কন্যারত্নে, প্রজাপতি হেন, সহজে আপন জোড়া পারিবে ধরিতে। হারাইলে সূচ, সাধারণ নেত্রে ধরা না পারে পড়িতে, তা' বলে চুম্বক সতী, চুম্বনে ধরিয়া তারে ছাড়ে কি তুলিতে?" এই চিন্তা লয়ে তিনি গেলা নিজ কাজে।

২ ❋ স্বয়ম্বরা। ❋ ২

দৃঢ়ব্রতা সত্যবতী সাবিত্রী সুন্দরী, প্রতি পূজা যাগযজ্ঞ উৎসব দিবসে, করিতেন উপবাস; ধৈর্য্যের অতুল বীর্য্য দেখাতেন তায়। সমস্ত রজনী ধরি, লোকলোচনের তিনি বসি অগোচরে, করিতেন তপজপ স্তবস্তুতি ধ্যান? নিয়ত প্রভাতে আর, অগ্নিহোত্রে শতবার দিতেন আহুতি, অর্জ্জিতেন পুণ্যচয় বর্জ্জিতেন পাপ।

একদিন কোন এক উৎসব দিবসে, উপবাস করি সতী প্রভাতে উঠিয়া, সলিলাভিষেক শিরে করি পূতপ্রাণে, ইষ্টদেবতার পদে আসি প্রণমিলা। জ্বালি হোমহুতাশন আহুতিলা তায়; ব্রাহ্মণ সবারে আর, তোষিলেন স্তুতিবাক্যে বিনম্র বদনে।—এরূপে পুণ্যের কাজ সারি সে ললনা, অর্চ্চিত নির্ম্মাল্য লয়ে, চলিলা চরণ পদ্মে থুইতে পিতার, নমিতে সে পূতপদ।

বসিছেন সিংহাসনে, সৌরভ গৌরবে ভরি ভূপতি ভবের, বসিছেন মন্ত্রিগণ প্রতি পার্শ্বে তাঁর, সভ্য সভাসদ কত; লোকে লোকারণ্য-প্রায় সে সভা সুন্দর। সেহেন সময়ে, প্রবেশিলা চন্দ্রাননী সাবিত্রী সুন্দরী, বিস্তারি কিরণ-জাল গজেন্দ্রগমনে। আনন্দ চর্চ্চিত প্রাণে, পিতার চরণরেণু করিয়া গ্রহণ, দাঁড়াইলা পাণিপুটে, দেবতা দুহিতা যেন দেবতার আগে। পুটিত সে পাণিযুগ পুটকিনী হেন, সেচারু মস্তক তলে শোভিল সুন্দর। ফুটিত একটি পদ্ম, পড়িল ঝুলিয়া যেন কোরকের পরে। এরূপ করিয়া সতী, সে মৃণাল ভুজ-যোগে আনন হইতে, রচিলা যে আবরক পিতার সম্মুখে; অনায়াসে তায়, উন্নত হৃদয়রাগ লইলা লুকায়ে। এরূপে সে রূপবতী, অনুমতি প্রস্থানের চাহিলা সঙ্কেতে।

সে রাগ রঞ্জিত হেরি উদিত যৌবন, সুশীলতা সহ সেই যুবতী কন্যার; শূল-বিদ্ধমৃগবৎ, হইলা প্রক্লেশ অতি আতুর মরম।—সে হেন কন্যার তরে, যোগাইতে যোগ্যপাত্র অপারগ তিনি, ইহাই আক্ষেপ তাঁর। কতক্ষণ চিন্তি মনে বিনম্রা কন্যার পানে চাহি সম্ভাষিলা। "প্রেরি দূতবর্গে মাতঃ দেশ দেশান্তর, কত-না চেষ্টিনু যত্নে, কিন্তু কোনরূপে, না পাইনু উপযুক্ত পাত্র মা তোমার। লজ্জিত বিষম তাই, তোমার নিকট আর নিকটে লোকের; তা'হতে অধিক আর ঈশ্বর-সমীপে।—তাই মাতঃ অনুমতি দিতেছি তোমায়, স্বয়ম্বরা প্রথামতে, যাও তুমি অন্বেষণে ঈপ্সিত পতির, বিকাইতে কায়মন নিজ নির্ব্বাচনে। সানন্দে আমরা, সেই পাত্রে সমর্পণ করিব তোমায়।"

শুনি এইরূপ বাণী, বিনম্রবদনে পদে নিবেদে পিতার। "সে বিষয়ে কেন চিন্তা করেন আপনি? কন্যার উচিত কার্য্য, জনক জননী আদি গুরুজন সবা, সেবিতে অন্তর হতে। কি ত্রুটী কহ গো তায় পাইলা আমার, কেন অন্যমন তবে হতেছেন পিতঃ! কেন বা সে কথা লয়ে, তিতিছেন নেত্রনীরে দু'জনে বসিয়া। আমি কি জন্মিনু ভবে, জনক জননী দোঁহা কাঁদাবার তরে?" এই বলি হইলেন, সরস বদনা সতী বিরসা বিষম। দহিল সে মুখ দেখি প্রাণ সবাকার।

এতক্ষণ পরে এবে স্থবির সচিব, চাহিলা সাবিত্রী-পানে তুলিয়া নয়ন। হেরিলা সহসা যেন, চম্পকপুষ্পের এক সমালীর আড়ে, সুকাল কুন্তল-তলে, ঝলিছে বঙ্কিমচন্দ্র আনন কন্যার। সে রূপ-মাধুরী পরে,কতক্ষণ বিকাশিলা বিস্ময় আপন, তবে তিনি কহিলেন ধীর সম্ভাষণে। "অবোধ বালিকাবৎ অভিজ্ঞতাহীনা, যা তুমি কহিলে মাতা, তাতেই ঝরিল মধু কর্ণে আমাদের।—কিন্তু নাহি জান তুমি, সতীর প্রধান সেব্য পতিই তাঁহার; সে হেতু বরিতে পতি উচিত তোমার।"

কহিলা সাবিত্রী সতী, নখরের অগ্রভাগে রাখিয়া নয়ন। "সেবিতে উচিত বলি, কুলবালাগণ, করেন কি সে জনের সন্ধানে গমন? কুমারী হইয়া, এ লাজের কাজ দেব করিব কেমনে?—যদি করি লাজ খেয়ে, পিতার সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইবে কি তায়?"

কহিলা নরেশ শুনি দুহিতার পানে। "শোন তবে,বেদবাক্য, বেদবিশারদগণ বলেন যেমন—'যৌবনস্থা কন্যারত্নে, যে জনক সম্প্রদানে বিলম্ব করেন, ঋতুকালে আর, যেই স্বামী নাহি করে ভার্য্যাদরশন; আর যে দুর্জ্জন পুত্র, ভর্ত্তৃহীনা জননীর না করে পালন; —নরক নিবাসী, এই তিন নরাধম হইবে নিশ্চয়!—আমিও কি একজন, ঐ তিনজন মাঝে নই নরাধম?—পুন্নাম-নরক হতে, জনকে উদ্ধার তুমি করিবে বলিয়া, ভর্ত্তা-অন্বেষণে বলি ত্বরান্বিতা হতে।"

চিন্তিলা সাবিত্রীসতী মনে আপনায়। "পিতৃহত্যা পাপ হতে গুরুতর পাপ, পরকালে এই পাপ ফলিবে আমায়, যদি ইহলোকে, জনকের এ আদেশ না করি পালন!" এইরূপ ভাবাগণা করি কতক্ষণ, কহিলা প্রকাশ করি—"শ্রুতি দান করিতেছি, ও পূত আদেশ তব করিব পালন।—রক্ষণাবেক্ষণে মম দক্ষ আয়োজন, এ পবিত্র যাত্রা হেতু করুন আপনি,—যাইব নিশ্চয় আমি পালিব আদেশ।"

কহিলা জনক শুনি সন্তোষ বিষম। "স্থবির সচিবগণ রবে তব সাথে, পাবে তুমি রাজরথ সৈন্য অগণিত, আর যত চাও, লইও কিঙ্করী সাথে। বসনভূষণ আদি ভবনের সাজ, পণ্যাদি প্রচুর পাবে। যেখানে চাহিবে, বসিবে শিবিরে রচি-সুন্দর

নগর। যাও মাতা এই কথা, বলিবে মায়ের পদে যাইয়া তোমার। আগামী মঙ্গল বারে, হইবে প্রস্তুত তুমি শুভ যাত্রা হেতু।"

নমি জনকের পদে, ত্যজিলেন রাজসভা সাবিত্রী সুন্দরী; আবাসে আসিয়া, মাতৃপদে সব কথা নিবেদি কহিলা। জননী শুনিয়া, দুঃখ বিজড়িত সুখে, হাসিলা অন্তর-তলে কাঁদিলা নয়নে। কহিলা চুম্বিয়া মুখ —"না হেরি তোমারে মাগো বাঁচিব কেমনে।—হও মা সফলকাম, এই আশীর্ব্বাদ বিনা কি আর করিব।—মর্ত্তের মানুষ মোরা, স্বর্গ দেবতার পাব কেমনে সন্ধান।" এইবলি গলা সতী ধরিয়া কন্যার, করিলা ক্রন্দন কত চুম্বনালিঙ্গন।

আইল মঙ্গল বার, সাজিলা সাবিত্রী সতী শুভ যাত্রা হেতু। জনক জননী আদি ব্রাহ্মণ সবার, লইলেন আশীর্ব্বাদ। বিদায়-চুম্বন, নগরবাসিনী সবা দিলা থরে থরে; কাঁদাইলা জনে জনে, বিনম্র বচনে কহি তাদের সমীপে। পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রী সহ সেনাদল, লইলা আপন সাথে সহচরী কত; তা'সবার মাঝে ছিল বর্হিণা রূপসী, অতি বাকপটু তিনি চতুরা কিঙ্করী, সেবিকাদলের শ্রেষ্ঠা। এইরূপে লয়ে সবে মহা সমারোহে, আরোহিলা রাজরথে। পুরুষ সকলে, বসিলা মাতঙ্গ আদি পৃষ্ঠে তুরঙ্গের, চলিলা পর্য্যটি পথ। অবহেলি রাজধানী সুরম্য নগর, চলিলা সাবিত্রী সতী, তপস্বী সেবিত যত আছে তপোবন, দর্শন করিতে তাহা।

৩ ❋ শুভ সাক্ষাৎ। ❋ ৩

নিষ্ফল ভ্রমণে সতী কত তপোবন, করিলেন পর্য্যটন, কিন্ত কোনখানে, না পাইলা কোন পাত্র মনের মতন। পারিপাত্র পর্ব্বতের কান্তার প্রদেশে, প্রবেশিলা যবে বালা, জনৈক নিষাদে তথা করিলা দর্শন। রাজবেশধারী তিনি রূপস-পুরুষ, এসেছেন মৃগয়ায়। সাবিত্রীর রূপরাশি হেরি দূর হতে, পড়িলা রূপের ফাঁদে, নিকটে আসিলে আঁখি আর না ফিরিল। স্তিমিত নয়নে চাহি সে সতীর পানে, রচিতে লাগিল মনে, আশার মন্দির এক বাতাসের শিরে। কতক্ষণ করি চিন্তা, স্থবির মন্ত্রীর পদে করিয়া প্রণাম, কুমারীর পরিচয় লইলা আলাপে; তার পর বিবাহের করিলা প্রস্তাব, দিলা নিজ পরিচয়। "অয়স্কান্ত-পুত্র আমি নাম কক্ষধর, আমারি সহিত, বিবাহের কথা ছিল ঐ রূপসীর, পেয়েছি সাক্ষাৎ শুভ আজি শুভক্ষণে।

বর্হিণা সখীরে ডাকি জ্ঞানী মন্ত্রিবর, সেই মনোহর কথা, প্রেরিলা সত্বর তিনি

সাবিত্রী-সমীপে। উত্তরে সাবিত্রী কহে বর্হিণার আগে। "যাও সখী বল তাঁরে, উপযুক্ত পাত্র তিনি সত্যই আমার; কিন্তু মরি এই খেদে, রাজপুত্র তিনি, রেখেছেন রুচি এক নীচনারী পরে। বরণীয়া নহে মম সেরূপ সতীন্।"

বর্হিণা এ কথা গিয়া বলিতে সে জনে, কতক্ষণ চিন্তা তিনি করিলা অন্তরে। অনন্তর উত্তরিলা, গমনে চঞ্চল হয়ে বর্হিণা-সমীপে।—"চলিনু এখন আমি, কিছুদিন পর, সে নাচ পল্লীরে আমি করিয়া সংহার, তবে তব দেবীসহ করিব সাক্ষাৎ।" এই বলি অশ্ববরে করি কষাঘাত, গেলেন পলকে চলি রাজ্যে আপনার।

অমনি কান্তার ত্যাগ করি দেবযোনি, আরোহিলা পারিপাত্র পর্ব্বত উপরে। সে গিরির অন্য পারে, শোভে সমতল ভূমি দুর্গমা গহনে, তার পারে গিরিমালা, দাঁড়াইছে সারি দিয়া কাতারে কাতারে, সরসী-কোরক সমা বিবিধ বর্ণের; অথবা কে যেন তথা, দাবা বড়ে বসায়েছে বিচিত্র আসনে। পর্ব্বত হইতে নামি, সমতল ভূমে যবে আইলা সুন্দরী, হইলা আকুলচিত্তা সে শোভা দর্শনে। পূর্ণ করি উপত্যকা, অশ্বত্থ বিটপী বৃন্দ ফুটেছে তথায়, বিরচি পর্ণের ছবি। মাঝে মাঝে সরোবর অতি মনোহর, এখানে সেখানে আর, মুনি ঋষি মহর্ষির সান্ন্যাস-আবাস। প্রাচীন ব্রাহ্মণবৃন্দ, তপস্তেজ ঋষি, বিখ্যাত রাজন্যবর্গ বেদবিশারদ, ত্যজিয়া সংসার ধর্ম্ম, পরকাল ভাবি সবে এসেছেন হেথা। লতার বিতানে বাস করিছেন কেহ, কেহ গিরি-গুহা মাঝে, কেহ পর্ণাবাসে। শিপ্রানদী তীরে আর, বসেন তাপস কত সন্ন্যাসী ও মুনি। পুত্র কন্যা তাঁহাদের, খেলিছে অগম্য বনে মনের কৌতুকে। ক্রোশব্যাপী উপত্যকা, রহিয়াছে অধিকারে ধার্ম্মিকদিগের। সেই সান্দ্র শান্তিবনে শান্তিরক্ষা হেতু, না জাগে প্রহরী কোন, বিচার আলয় নাই কলহ কোন্দল, হিংসা দ্বেষ শূন্য দেশ। প্রতি প্রাণে তাঁহাদের বিরাজে স্বরাজ, অনন্ত শান্তির ধাম। নাহি জানে ফন্দিবাজী না জানে অলীক, বিশ্বাসী সকলে তাঁরা। পারে না পশিতে পাপ সে পবিত্র স্থলে। ধর্ম্মের অজেয়-ধ্বজা উড়িছে তথায়, সুমতীর প্রহরায়, রিপুপঞ্চ পরাজয় করেছে স্বীকার। (হায় ধর্ম্ম, হায় ধর্ম্ম! এ ধর্ম্ম যে দেশে নাই, সে দেশ কেমনে করে শান্তির কামনা!) সেই রম্য বনে আসি সাবিত্রী রূপসী, আদেশিলা দাসদলে বাঁধিতে শিবির। শিপ্রাকূলে একস্থলে, আরম্ভিলা সে রচনা দক্ষ কর্ম্মিদল। একস্থলে তরুতলে, ক্ষণকাল হেতু, বসিলা সাবিত্রী সতী সখীদলবলে।

শিবির রচনাকালে, চারিদিক হতে তথা কৌতুকে মাতিয়া, ঋষিকন্যাগণ যত আসি হাসিমুখে, সাবিত্রী সতীরে সবে বেড়ি দাঁড়াইল। যুবতী বিস্তর ছিল বালিকা

অনেক, পুণ্যকর্ম্মা, ঋতম্ভরা, গার্গিনী ধূসরা আদি রূপসীর দল, সাবিত্রীকে দেবীভাবি নমিলা চরণে। ক্রমে পরিচিতা সতী হইতে হইতে, আইল দেবর্ষি যত দর্শনে তাঁহার। সুবর্চ্চা গৌতম শিষ্য, দালভ্য মাণ্ডব্য; আইল ভরদ্বাজ ধৌম্য হরষে ভাসিয়া। মন্ত্রীর সহিত তাঁরা করিলা আলাপ, হইলেন পরিতুষ্ট, সাবিত্রীর শিষ্টাচার করি নিরীক্ষণ। রচিত হইলে তাঁবু, মুনিকন্যাগণসহ সুশীলা রূপসী, বসিলা শিবিরতলে। মাতা, পিতা, ভগ্নী, ভ্রাতা সম্পর্ক তাঁদের সাথে লইলা পাতায়ে। দেবর্ষি মহর্ষি আদি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, কন্যা বলি শোভনারে করিলা গ্রহণ।—আসি এই তপোবনে, পরম আনন্দ বালা পাইলা পরাণে।

একদা সাবিত্রী সতী, মুনিকন্যাগণসহ মিলি গলে গলে, বাহিরিলা তপোবন করিতে ভ্রমণ। সুন্দর সে উপত্যকা বক্রকলেবরে, প্রতি পার্শ্বে গিরিমালা করি পরিত্যাগ, খেয়েছে বিস্তর বাঁক, চলিয়াছে কোলে কোলে পর্ব্বতমালার, বিরচি গোলক ধাম।— উপরে হরিত ছদি, নিম্নে সমতল ভূমি সুপ্রশস্ত অতি, রেখেছে চিরিয়া তাহা শিপ্রা প্রবাহিনী। ভীমকায় মহীরুহ, যত স্থলে সে নদীর পড়েছে উপড়ি, তত স্থলে বাঁধিয়াছে সেতু মনোহর। সেই চারু সেতু ধরি, করেন মহর্ষিগণ এ পার সে পার। নির্ম্মল সলিলা নদী, যেই বক্র রেখা দিয়া চিরেছে সে ভূমি, অবিকল সেইরূপে চিরেছে উপরে, হরিত-পল্লব ছদি চারু ব্যবচ্ছেদে। আহা মরি যেন, নিম্নের সদৃশ নদী এঁকেছে আকাশে, আকাশ-পরিখা প্রায়। সেই ফাঁক বিখণ্ডিছে সেই দীর্ঘ ছদি, আলো অনিলের পথ। পড়িয়াছে আর তার মনোহর ছায়া, সুনীল নির্ম্মল জলে; সমবক্রে বক্রখেয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে। প্রতিপার্শ্বে সে নদীর, মহর্ষি দেবর্ষিগণ করেন বসতি; স্বতন্ত্র আবাস বাঁধি, পর্ব্বত কন্দরে কিংবা লতার বিতানে। সময়ে সময়ে আর, একত্র মিলিত হন উৎসব দিবসে।

ধরিয়া নদীর তীর, প্রকৃতির ছবি যত দেখিতে দেখিতে, সঙ্গিনী সবার সাথে চলিলা সুন্দরী। একস্থলে নদী পার হইয়া হরষে, ভ্রমিতে লাগিলা তথা সে পারে নদার। তাপস সবার কুটি এখানে সেখানে, চলিলা দেখিয়া সতী। তবে তারা কতক্ষণে, কোন এক সরঃতীরে আসি উপজিলা। শ্রান্তিদূর হেতু, বসিলা সকলে তথা অতি কুতুহলি, লাগিলা চর্চ্চিতে ধর্ম্ম।

সেই সরোবরতীরে, ছিল এক পুষ্পবন অতি মনোহর, ফুটেছে সরস ফুল কত সে কাননে। চয়িতে সে ফুলদল সাবিত্রী সুন্দরী, বর্হিণার কর ধরি পশিলা সে বনে। অদূরে তরুর শিরে, সেই বন হতে, 'সৌভাগ্যদর্শন এক করিলা দর্শন।

কিশোর যুবক এক রূপের পুতুল, আরোহি সে তরু শিরে তুলিতেছে ফল। পত্র অন্তরালে, উদিয়াছে যেন শশী পূর্ণিমা সন্ধ্যায়। বহিণা প্রথম হেরি, সাবিত্রী সতীরে তিনি দেখান ইঙ্গিতে। "ঐ দেখ সখি! বিস্তারি বিজলী-আলো, তরু শাখে জ্বলে এক সোনার প্রদীপ! আকাশ সম্ভব কোন দেবতা তনয়।"

চাহিলা সে দিকে সতী, আর সে চাহুনি, ফিরিল না অন্যদিকে সে দিক হইতে। একই দৃষ্টিতে তাঁর, দৃষ্টির-বিষয়ীভূত হইলা সে জন! বুঝি এতদিনপর, সন্ধানে যাঁহার তাঁরে পাইলা সুন্দরী।—ইচ্ছা অভিলাষ আদি আকাঙ্ক্ষা মানস, অনুরাগ অভিরুচি কামনা মনের, তীব্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া সতীর, দৌড়িল শাখার দিকে। হৃদয়ের অনুরক্তি মুক্ত দ্বার খুলি, সে সাধুসন্তান-পানে রহিলা চাহিয়া। ঈদৃশ দর্শনে সেই বহিণা রূপসী, কহিলা কৌতুক মুখী। "এস চল ফুল আমি তুলেছি বিস্তর। মুনিকন্যাগণ বাটে, আমাদের প্রতীক্ষায়, চর্চ্চিছেন নাহি জানি বিরক্তি কতই। চল আশুগতি মিলি তাহাদের সাথে।"

বহিণার সম্ভাষণ, শ্রবণ গোচর নাহি হইল সতীর। সে সময়ে তিনি, বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব-শালী যুবার শরীরে, লাবণ্য-লহরী যত, শাখার উপরে তথা ছিল খেলাইতে; সেই লীলাচয়, আঁকিতে উদ্বিগ্না ছিলা নয়নের পটে।—যুগল আঁখির শোভা শোভা নাসিকার, ভুরুসহ কুন্তলের যত কারুকাজ, অঙ্কুরিত গুম্ফসহ রেখা অধরের, তার নীচে মনোলোভা শোভা অসিকের; চিবুক কপোল আদি প্রশান্ত ললাট, [illegible] কিরণ কান্তি। একে একে সবগুলি, সাবধানে নেত্রপটে আঁকিবার পর, সখীর নয়ন পানে চাহি সম্বোধিলা। "সৌররশ্মি তলে, এই অতুল তপস্বী সখী, কে বটেন ইনি? কোথা কোন্ স্বর্গ হতে, কেমনে এ দেবপুত্র নামিলা ভূতলে!"

কহিলা বহিণা সতী মাতিয়া কৌতুকে। "হতে পারে আপনার ভাবী ভর্ত্তা ইনি—কোন গোত্রে কার পুত্র না পারি কহিতে।"

সে দিকে সুশীল যুবা কিছু নাহি জানে, সাবিত্র-ইন্দ্রিয়-পঞ্চ, যেরূপে নীলামীকৃত করিছে তাহারে। পরম অজ্ঞাত-চিত্তে, কতিপয় ফলসহ নামিয়া ভূতলে, আবার শাখার দিকে চাহি নিরখিলা। দেখিলা একটি ফল পাকিয়া তথায়, ঝুলিছে রঞ্জিত রাগে। আনন্দে কহিলা তিনি হেরি সেই ফল। "গাছে পাকা ঐ ফল, পিতার লাগিয়া আমি তুলিব যতনে।" এই বলি পুনরায় আরোহিলা ডালে। সে বেগে নাচিল ডাল, খসিয়া পড়িল ফল ফাটিল ভূতলে। অবতরি তরু হতে, হইলা বিষণ্ণমন তুলি ফাটা ফল, কহিলা সজল নেত্রে! "ফেটেছে অদৃষ্ট যাঁর, গোটা

ফল সে কপালে পারে কি ফলিতে?" এই বলি নীরনেত্রে ফলস্থালীসহ যুবা করিলা প্রস্থান। কারলা প্রস্থান যেন, রুচির কিরীট তিনি আদর্শ সতীর। আঁধার হইল বন, কে যেন মাথার মণি হরিল বালার। অপলক নেত্রপাতে, যুবকের গতিপথে রহিলা চাহিয়া, ভাবিতে লাগিলা আর। 'আহা এঁর পিতৃভক্তি ভূতলে অতুল!' দেখিতে দেখিতে যুবা, অদূরে একটি ক্ষুদ্র ক্ষুপবেষ্টি ভূমে, সতীরে চঞ্চল করি করিলা প্রবেশ।

নিরুপায় হয়ে সতী, বহিঁণা সখীরে লয়ে নিঃশব্দ গমনে, ক্ষুপদঙ্গলের দিকে করিলা গমন। দেখিলা সেখানে গিয়া, বিরল গোপনে দোঁহা দাঁড়ায়ে নীরবে।—লতার প্রাচীরে, ঘেরেছে প্রাঙ্গণ এক অতি মনোহর; প্রতি পার্শ্বে যার, মুখামুখি ছুটি কুটী রয়েছে রচিত, পর্ণের আবাস তাহা। একটি কুটীরে তার, সম্মুখ দাওয়ায়, বসিছে স্থবির এক নেত্রহীন জন। নিরাশার কশাঘাতে, হইয়াছে জীর্ণতনু সে তনু সুন্দর, দুঃখ দুর্গতির পদে বিদলিত সদা। আর তার পাশে, বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্যা, বর্ষিয়সী গরিয়সী বসেন জনেক, বিষাদের আবরণে আচ্ছাদি বয়ান। ফলস্থালী সহযুবা প্রবেশিলে তথা, উদিল জননীহৃদে স্নেহ কি প্রোজ্জল!—ধীরে ধীরে উঠি সতী, ধরিতে বৎসের কর হেরিলা বিষাদে, সে নয়ন পদ্মে তাঁর ঝরিছে শিশির। প্রশ্নিলা প্রসন্ন চিত্তে, যতনে আপন পাশে বসায়ে তাঁহারে। "রোদনের হেতু কিবা কহ বাপধন। পাইলে আঘাত কি গো তরু আরোহণে, কিংবা অপঘাত কোন?" এতেক কহিয়া, অতীতের সুখরাশি করিয়া স্মরণ, পুত্রের বদন চুমি কাঁদিলা জননী। "না জানি বিধাতা, আরো কত মন্দকথা লিখেছে কপালে।"

কহিলা কিশোর পুত্র, জননীর পাদপদ্মে মনোহর মুখে। "শারীরিক নহে মাতঃ, অন্তরে আঘাত এক পেয়েছি বিষম।—পিতৃসেবা হেতু, শাখাসহ এই ফল, তুলিতে যতন আমি করিনু বিস্তর; কিন্তু না পারিনু তাহা। শূন্য হতে পড়ি ফল ফাটিল সে রূপে, আমাদের এ কপাল ফেটেছে যেমন। সেই কথা জীর্ণমন করেছে আমার।—আজি যদি এই ফল সপল্লব তুলি, পারিতাম পিতৃমুখে করিতে অর্পণ, যেই সুখ অনুভব করিতাম তায়, ধরায় বিরল তাহা আনন্দ স্বর্গের।"

শান্তশীল সন্তানের পিতৃভক্তি হেরি, আশীষিলা নানারূপে স্থবির জনক। "ধৈর্য্যশীলতায় বীর্য্য বাড়ুক তোমার, হও সত্যব্রতধারী; দানশীল, মুক্তহস্ত, হও তুমি শক্তিশালী সহিষ্ণু ভবের। সুহৃদ্ ধার্ম্মিক হয়ে ইন্দ্রিয়-বিজয়ী, উড়াও বিজয়-ধ্বজা, পাপনতিত্বের পরে বীর সুমতির। মনোজবজয়ী তোমা করুন ঈশ্বর।—

ক্ষান্ত হও সত্যবান আর কাঁদিওনা। রুগ্নশয্যাগত প্রায় ভগ্নাদৃষ্ট আমি, ক্লেদ-কালিমায় মন করি কলুষিত, বসেছি এ বনে আসি; লইতেছি পরিচর্য্যা কেবল তোমার। তুমিও সুপুত্র অতি, অকাতরে উপকার কর অহর্নিশ। এর প্রতিদান, ক্ষমতা বিহীন আমি না পারি করিতে।—হা পুত্র অদৃষ্টে বিধি এই লিখেছিল!—কুরঙ্গ শাবকবৎ হায় কোথা তুমি, রুচিস্য-বিলাস-দ্রব্যে পূর্ণ ভোগসহ, বেড়াবে কুর্দ্দন করি, আস্বাদি সকল সুখ বিশাল বিশ্বের।—আর কোথা হা অদৃষ্ট! নিয়ত কুঠার করে কাঠুরিয়া সাজি, রহিয়াছ ফল মূল কাষ্ঠ আহরণে। চরণে আঘাত পাও কণ্টক কঙ্করে, শ্রমঘর্ম্মে অবিরত ভাসাও শরীর, বাসেতে শয়ন কর। আসিয়া বিবিধ ঋতু, বিবিধ কষ্টের হার দেয় উপহার। দুখের অবধি নাই, নিরবধি যে অবধি এসেছি এখানে।” এই বলি দরদরে কাঁদিলা জনক, কাঁদিলা জননী আর, সে পুত্র সমীপে বসি দহি মনোদুখে।

সুজ্ঞানগম্ভীর স্বরে বিনম্র বচনে, নিবেদিলা পিতৃপদে জ্ঞানী সত্যবান। “এ নশ্বর বিশ্বে পিতঃ, কি আছে রুচিস্য তব ধ্রুব ধারণায়? কোথা এরূপ সুখ-শান্তি আনন্দ বিলাস?—নর্ত্তকী রূপিণী বিশ্ব, অন্ত এক দ্বারে কল্য নাচে অন্য দ্বারে। এর প্রেমে মুগ্ধ যেই ভোলে ছলনায়, সে কভু কি পারে, স্বর্গের অজেয় রাজ্য করিতে বিজয়?—বহিস্তত্ত্বে সত্য মোরা বনবাসী জন, নিতি সন্তরণ দিই সমুদ্রে দুখের, কিন্তু অন্তস্তত্ত্বে তত্ত্ব করিলে ভাবুক, দেখিবে সে অন্যরূপ।—ব্রহ্মযোগী আত্মতলে ভক্তির প্রদীপ, পারেন যে ভক্তজন জ্বালিতে আপন, সে জন চিত্তকে তার দেন যেই ভোগ, তুল্য সে ভোগের, আছে কি গো কোন ভোগ এ মর-ধরায়?—বৃথা এ বিলাপ পিতঃ করেন আপনি।—কি অসুখে আছি মোরা আসি তপোবনে? থাকিয়া ঈশ্বর-ধ্যানে শয়নে স্বপনে, যেই সত্যস্বপ্রচয় হেরি স্বরগের, চিত্ত সরস করি, কোন রাজ্যে সেই রস পাওয়া কি সম্ভব?”

শুনি এই উপদেশ পুত্রের বদনে, আশীষিলা পুনরায় জনক তাঁহার, ধন্যিলা জননী সতী। তবে তিনি পতিপদে, নিবেদিলা এক কথা কানে বাখানিয়া। “বয়ঃপ্রাপ্ত সত্যবান হয়েছে এখন, পাত্রীর সন্ধান এবে, করা কি উচিত নয় ভাবেন আপনি! গাঙ্গিনী দালিভ্য কন্যা, পুণ্যকর্ম্মা অন্যতমা সুবর্চ্চা দেবের, রূপবতী ঋতম্ভরা সুশীলা বিষম। পাই যদি অনুমতি, পাতি বিবাহের কথা তাঁদের সহিত।”

কহিলা স্থবির প্রভু সুধীর বচনে। “পুত্রের সম্মতি লয়ে কর এই কাজ।” আদেশ পাইয়া সতী সত্যবানে লয়ে, আইলা অপর গৃহে। কহিলা তথায় তাঁরে

বসায়ে যতনে। "কাননে তিনটি কন্যা আছে রূপবতী, পুণ্যকর্ম্মা ঋতম্ভরা আর সে গাঙ্গিনী, ইহাদের মাঝে, ভার্য্যারূপে কারে চাও করিতে গ্রহণ?" এই বলি সেই সতী পুত্রের বদন পানে রহিলা চাহিয়া।

কতক্ষণ চিন্তি মনে কহে সত্যবান। "জনকের সেবা হেতু, চিন্তা নাই এই দেহে থাকিতে জীবন।—তব সেবা কে করিবে অসুখ বিসুখে, সতত সে চিন্তা আমি করি মনে মনে।—ঐ কন্যাগণ কভু, মনখুলে সেই সেবা করিবে কি ভাব? দার-পরিগ্রহে তবে কি ফল আমার।"

কহিলা জননী শুনি হাসি সুমধুর। "কে তবে করিবে সেবা, বল আমি তারে বধূ করিব চেষ্টায়।" কহিলেন সত্যবান মধু সম্ভাষণে। "তপোবনে হেন কন্যা না হেরি কাহারে।" কহিল জননী। "পাইব কোথায় তবে কহ তা খুলিয়া।" কহিলেন সত্যবান। "দেবতার চিন্তা তাহা নহে আপনার।—দেখেছি স্বপনে আমি দুর্গাদেবী সমা, কোন এক সুরকন্যা, আসিবেন এ কাননে করিতে ভ্রমণ, সেই কন্যা পাণি দান করিবে আমায়।"

অন্তরালে দাঁড়াইয়া সাবিত্রী সুন্দরী, যা কিছু হইল কথা শুনিয়া সকল, কহিলা সখীর প্রতি,—"সত্যবান নহে কিলো দেবতা তনয়?" কহিলা বর্হিণা শুনি। "নাও যদি হন, হবেন বিবাহ তুমি করিলে উঁহারে।" এই বলি হাসিমুখী, সেস্থান হইতে তাঁরা করিলা প্রস্থান।

৪ ❋ সত্যবানের পরিচয়। ❋ ৪

নিশ্চিন্ত অন্তরে চিন্তা আজি এত দিনে, করেছে প্রবেশ সেই সাবিত্রী সতীর, অধীরা হ'য়েছে তায়। উঠিতে বসিতে স্নান আহার করিতে, সদা সত্যবান যেন দেবতা প্রভায়, স্মৃতির আশ্রমে তাঁ'র হতেছে উদয়; আর যেন সে সুন্দরী, ভক্তির প্রদীপ জ্বালি সে দেবের পদে, হৃদয়-প্রসূন দিয়া পূজিছে চরণ। এই হেন চারু চিন্তা, বিনিদ্র-নয়না করি রেখেছে তাঁহারে, করেছে ব্যাকুলা অতি।

এক নিশা চিন্তাকুলা, করিছে শয়ন সতী সন্দীতে আপন, আসিল বর্হিণা পাশে বসিল তাঁহার। অমনি উঠিলা বালা, জিজ্ঞাসিলা হাসিমুখে চাহি তার পানে।—"কে বটেন সত্যবান, পরিচয় তাঁর কিছু পাইলে কি সখী?" উত্তরে বর্হিণা সখী কহিল হাসিয়া। "পেয়েছি বিস্তর কিছু, বলি তবে শোন—"এই মহা তপোবনে,

সস্ত্রীক [illegible] বাস কোন এক ঋষি, চক্ষুহীন জন তিনি স্থবির পুরুষ, তাঁহারি তনয় তিনি, নাম সত্যবান—

কহিলা আদর্শসতী বিষণ্ণা বিষম। "ঐ পরিচয়, নাহিলুকি পাইনু মোরা, আবাসের অন্তরালে দাঁড়ায়ে তাঁদের? তবে কি নূতন কথা আনি শোনাইলে?" এই বলি পুনরায় করিলা শয়ন।

কহিলা আবার হাসি বহিণা রূপসী। "শুনিবে না তারপর কি আমি কহিব?" সাবিত্রী উত্তরে কহে। "বল আমি শুনিতেছি এক মন ধ্যানে। এনেছ সখার বার্ত্তা না শুনিব কেন?"

আরম্ভিলা পুনরায় সখী সুহাসিনী। "ঐরূপ শোনাইলা মুনিকন্যাগণে, জিজ্ঞাসিনু পরিচয় সে অন্ধ জনের।—কত তোমামোদে তবে কহিলা গাঙ্গিনী। 'কেমনে করিব নাম, শ্বশুর আমার তিনি হবেন সত্বর।' তবে যবে জিজ্ঞাসিনু, পুণ্যকর্ম্মা শশুরা বলিলা আমায়। 'কে প্রভুর নাম মোরা নারিব করিতে।'

বিষম উদ্বিগ্নমনা কহিলা কুমারী। "যথেষ্ট [illegible] আর না চাহি শুনিতে। তোমার বচনে, মনপ্রাণ সুশীতল হয়েছে আমার।

কহিল বহিণা হাসি। "নাহি কি শুনিবে, তার পর যাহা কিছু চাহিছি বলিতে?"

কহিলা সাবিত্রী। "বল আমি কানে তুলা নাহি অরপিনু!"

কহিতে লাগিলা পুনঃ বহিণা সুন্দরী। "পাইনু [illegible] কথা, [illegible] মুনিকন্যাগণে জিজ্ঞাসা করায়। মূল্যহীন কথা সেই কি কাজ বলিয়া—।"

কহিলা সাবিত্রী সতী রাগান্বিতা অতি। "এখানে তোমার তবে কি কাজ বসিয়া, যাও নিরাপদে সুখে করিতে শয়ন, আমিও শয়ন করি।"

কহিল বহিণা। "নাহি কি শুনিবে তবে, যা কিছু এবার আমি চাহিছি বলিতে।"

কহিলা সাবিত্রী তায়। "বল তুমি কি বলিবে দূরে দাঁড়াইয়া।"

কহিতে লাগিলা সখী মধুমুখী বামা। "নিরাশ হইয়া শেষ, স্থবির মন্ত্রীর আগে আসি জিজ্ঞাসিনু। প্রশ্নিলা তাহাতে তিনি; 'কেন পরিচয় তুমি চাহিছ তাঁদের?' অগত্যা তখন, তোমার মনের কথা বলিনু খুলিয়া, কহিলা তখন তিনি সম্বোধি আমার, 'পরিচয় যদি হয় সুন্দর তাঁদের, কুলশীল মানে [illegible] সাবিত্রী সমান, তবে কি কুমারী, নির্ব্বাচন সত্যবানে চাহেন করিতে?' কহিনু উত্তরে আমি। 'গম্ভীর সে মনকথা না জানি তাঁহার, চিরব্রীড়াবতী তিনি, শত তোমামোদে কথা নহে বলিবার।' কহিলা তখন মন্ত্রী। 'যাও তবে কহ গিয়া সখীরে তোমার, আমার বিচারে, তাঁ'র উপযুক্ত

পাত্র এই সত্যবান। স্থবির দ্যুমৎ সেন জনক তাঁহার, অবন্তী দেশের ছিলা ভূভপূর্ব্বভূপ; কালচক্রে চক্ষুহীন হইলে সে জন; চিরদুষ্ট অয়স্কান্ত, অবসর তাঁরপরে করিয়া গ্রহণ, পরাজিলা বুঝি রণে; নির্ব্বাসিলা সপত্নীক এই তপোবনে। এবে তিনি রাজ্যচিন্তা করি পরিত্যাগ, বনে বসি নির্ম্মিছেন হর্ম্ম স্বর্গপুরে।—শুনিনু এমন আমি, কোন এক ভাগ্যবতী মুনির তনয়া, সত্যবানে পতিরূপে পাবেন সত্বর। পরন্ত কুমারী যেন না হরেন কাল।'—এই তো এনেছি সখী পরিচয় তাঁর, মনে মনে কায়মন বিলায়েছ যাঁরে। আর কি করিতে হ'বে বল তাহা করি।"

কহিলা সাবিত্রী সতী হইয়া সত্বর। "আর কি করিতে হবে নাহি যেন জান!—সত্বর পিতার আগে হইবে যাইতে; এই কথা মন্ত্রিবরে দেহ জানাইয়া। কল্যই প্রভাতে ত্যাগ করিব এ বন।"

কহিলা পারদপ্রভা বর্হিণা রূপসী। "তাই যেন বলিলাম, তুমিও চলিয়া গেলে পিতার সদনে। এদিকে সে সত্যবান যাবেন বিকায়ে! তাই বলি আমি, দেখা দিয়া সেই জনে, মনের সকল কথা জানাও তাঁহারে। হেরিলে তোমার রূপ, কিছুতে কি আর, অন্তপরে পত্নী করি লইবেন তিনি?—মনে মনে মন তাঁরে সঁপিয়া রাখিলে, সে চোরা মনের, কেমনে সন্ধান তিনি পাবেন, ভাবেন!—শোন উপদেশ মোর, প্রাণ বিনিময়, না করি, এ বন ত্যাগ কভু নাহি কর!"

কহিলা সাবিত্রী সতী পুষ্পমুখে হাসি। "সত্যবটে সত্যবানে সঁপেছি পরাণ; কিন্তু তা' বলিয়া,—পারি কি লো চমৎকার-কারিণী সাজিয়া, দাঁড়াতে নির্লজ্জ ভাবে সে দেবের আগে,—দেখাতে লাবণ্যলীলা বচনবিন্যাস? বার্ত্তাবাহী নেত্রপাতে সে পবিত্র প্রেম তাঁর অপবিত্র করি, কিনিব কি হেতু কেন? কোন পিপাসিত জন, স্বচ্ছ জল ঘোলা করি করে বল পান?—পবিত্রপ্রণয় যাঁর কিনিতে বাসনা, অপবিত্র তবে তাহা করিব কি জ্ঞানে।"

হাসিয়া বর্হিণা দাসী করিল উত্তর। "সাক্ষাৎ করিবে মাত্র সরল আলাপে; সলিলে সাঁতারি, জল, করিতে কর্দ্দমময় নাহি নিবেদিনু।"

উত্তরে আদর্শ-সতী মনোহর মুখে। "দর্শনে কি নাহি পাপ ভাবিছ সুন্দরী? বিবাহের-আগে যবে স্বামী তিনি ন'ন, কোন্ অধিকারে তবে, সে দেবে দর্শন দিব কহ তা' আমায়? গণিকার [illegible] বিনা, অন্য কোন মন এতে না পারে বাড়িতে।—করি যদি ঐরূপে মন বিনিময়, কহিলে যেমন তুমি, সতী গণিকায় তবে কি রবে প্রভেদ? —বিবাহের পর, সতীর ক্ষমতা, [illegible] পতি দরশনে, তখন তখন, সেবা ভক্তি যত্ন

দিয়া প্রাণঢালা প্রেম, বিরচিবে প্রাণে তাঁর যেই ভক্তিনদী, সেই নদে পতি তব মনের হরষে, ভাসাবেন প্রেমতরী, ত্রিলোক দুর্লভ রঙ্গ করি উদ্‌ঘাটন।—কিন্তু সাবধান সদা! সে পূত ভক্তির বারি না শুকায় যেন, তা'হলে সাধের তরী যাইবে বসিয়া।—আর সাবধান সতী! পরকালে চাও যদি উদ্ধার আপন,—শ্বশুর শ্বাশুড়ী আদি, গুরুজন সবা, সেবিবে যতনে সুখে রাখিবে তাঁদের।—এই পুণ্যবলে সতী ঈশ্বর সমীপে, দেবের দুঃসাধ্য মান সমর্জ্জে সম্ভ্রম। স্বর্গের দেবতাবর্গ হুরীদল যত, সাধে নত মাথা হন সতীর দর্শনে? যে রমণী করে প্রেম বিবাহের আগে, দুর্গতির সীমা তথা না রহে তাহার। অন্ধকার মাঠে ফেলি, বিকট মূরতী যত যমদণ্ডধারী, নানারূপ অত্যাচার করে তার পরে।—"

কহিল বর্হিণা কথা কাটি সাবিত্রীর। "বাঞ্ছিত স্বামীই যদি হস্তান্তর হ'ল, তবে আর ঐ সেবা করিবে কাহার, অর্জ্জিবে অতুল পুণ্য কি পুণ্যের বলে?—পুণ্য সঞ্চিবার পুঁজি সকলই তো গেল।"—এই বলি হাসিলেন হাসি মনোহর।

কহিলা আদর্শসতী দর্পে সতীত্বের। "সতীর বাঞ্ছিত পতি, কেন হস্তান্তর হবে ভাবিছ সুন্দরী!—সেরূপ নৈরাশ্যরাশি, বুদ্ধিদোষে উদে যত অসতীর মনে, ধৈর্য্যের অবীর্য্যবতী।—তাই তারা পুণ্যপথ করি পরিত্যাগ, প্রবেশে পাপের পথে।—সেই পরামর্শ তুমি দিতেছ আমায়।"

কহিল বর্হিণা শুনি। "আর যদি বিকাইয়া যায় সে রতন, বাঞ্ছিত তোমার যাহা, কোন কি পুণ্যের বলে, সে রতনে পুনঃ তুমি পাবে নিজ গলে?"

কহিলা শোভনা হাসি, অদৃশ্য ঈশ্বর পরে রাখিয়া বিশ্বাস। "কেন বিকাইবে তাহা? কেন বা উদিবে মনে, তদ্রূপ ধারণা কোন সাধ্বীর অন্তরে? জাননা কি সতী তুমি আপনি ঈশ্বর, সতীর সকল সাধ পূরাতে প্রস্তুত। যে দ্রব্যে সতীর দৃষ্টি পড়ে আকাঙ্ক্ষার, অন্যত্র সে দ্রব্য তাই কভু না বিকায়। এ বিশ্বাস নাই যার, তারি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যায় বিকাইয়া। আর যে পুরুষ হন ধার্ম্মিক সজ্জন, তাঁর অভিলাষ, হউক যেমনি উচ্চ কঠিন প্রবল, ঈশ্বর পূরাতে তাহা সতত প্রস্তুত।"

কহিল বর্হিণা শুনি চমৎকৃতা অতি। "আমি তো বুঝিতে নারি, বারেক দর্শন দানে, সতীত্বের পর তব কি হানি হইবে। এ কথা নিশ্চয় তুমি, জড়িত চিন্তায় পড়ি ভুল ভাবিতেছ।"

কহিলা কুমারী এবে, "সুন্দর উপমা এক করিয়া প্রদান। "মন্দ অভিপ্রায় যদি সেই দরশনে, জন্মায় অন্তরে তব দুষ্য অভিলাষ, তা'তেই সতীত্ব নষ্ট হইবে তোমার।

—জান না কি শোন নাই, মহা তপস্বিনী তিনি রেণুকা রূপসী, কিরূপে অর্জ্জিলা পাপ, অজ্ঞাতে উলঙ্গ অঙ্গ হেরি নরেশের? কিরূপে পরশুরাম, পিতার আজ্ঞায়, করিল সে মায়ে হত্যা আপন কুঠারে? কে বলে দর্শনে পাপ নাহি রমণীর? সুধী সাধ্বীগণ তাই, পরনর জন্ম অন্ধ করেছে নয়ন, শ্রবণ বধির আর; পরশ দূরের কথা, পরনিশ্বাসের তারা না লয় আঘ্রাণ, না মাড়ান ছায়া তার, তাঁদের পর্শিত দ্রব্য অভক্ষ্য ভাবেন।—জান না কি আর তুমি শোন নাই কভু! যবে অগ্নিদেব, ধরিয়া সহস্রমূর্ত্তি সহস্র ভাগেতে, ইচ্ছিল সতীত্ব নষ্ট করিতে কৌশলে, অরুন্ধতী যুবতীর? পারিল কি সে কামুক করিতে সে পাপ? পারিল না বলে, নাহি কি ফলিল পাপ সে পাপীর শিরে?—প্রাণ মন সতী যার নয়ন শ্রবণ; মানস বিলাস আদি সতী অভিরুচি; সেই সত্যসতী জনে, কেন না দিবেন বিধি যাহা সে চাহিবে? সে গুণে অভাব যার, তার আবেদন বিধি না করে গ্রহণ।"

কহিলা বর্হিণা দোষ দেখায়ে সতীর। "সত্যবানে কেন তবে, পিপাসিত নেত্রপাতে করিলা দর্শন?—তোমারি কি আবেদন, ভাবিছ এমন, সমাদরে বিশ্বপতি করিবে গ্রহণ? বলনা, দাও না এবে কথার উত্তর!"

কহিলা সাবিত্রী সতী বিষণ্ণ বদনে। "পিতারে পুন্নাম হ'তে করিতে উদ্ধার, পেলেছি আদেশ তাঁর, তথাপি এ কাজে পাপ পর্শিছে আমায়, ভুঞ্জিতে হইবে ফল, ভুঞ্জিল যেমন, জামদগ্নি-জনকের পালিয়া আদেশ, কুফল, পরশুরাম মাতৃহত্যা করি।" কহিলা বর্হিণা এবে চঞ্চল গমনে। "যাই আমি মন্ত্রিবরে করিতে জ্ঞাপন। কল্য সুপ্রভাতে, বিদায় হইব মোরা এ কানন হতে।" এই বলি গেলা চলি চিন্তি মনে মনে। 'চমৎকার উপদেশ দিয়াছে সুন্দরী, কিন্তু এ বিশ্বের নারী, এমন জ্ঞানের কথা পালিবে কি কভু?'

নিশা অবসানে যবে আইল প্রভাত। অমনি স্থবির মন্ত্রী, আদেশিলা রক্ষিদলে তুলিতে শিবির। কাননে পড়িল সাড়া, ঋষি-পত্নীকন্যা আদি দেবর্ষি তাপস, আইলা ছুটিয়া সবে। সাবিত্রী সুন্দরী, চরণ বন্দনা করি তপস্বী সবার, লইলেন আশীর্ব্বাদ। সঙ্গিনী সবারে দিলা বিদায়ীচুম্বন। কাঁদায়ে সকলে, করিলা প্রস্থান সতী মহা সমারোহে।—সত্যবান সহ দেখা না করিলা আর।

চতুর্থভাগ—সাবিত্রী-সত্যবান

১ * বর নির্ব্বাচনে তর্ক। * ১

রাজনন্দিনী সাবিত্রী সতী, সচিব ও সৈন্যসামন্তে পরিবেষ্টিতা হইয়া, রণবিজয়ী-সৈন্য-সমারোহে, পিতার আদেশ-পালনে সক্ষমা হইয়া, মহানন্দে পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজসভার তোরণ-সম্মুখে আসিয়া, তিনি সখীদলবলে সুবর্ণরথ হইতে অবতরণ করিলেন। এবং কামিনী-মণ্ডলীর-মনোহর-সমালী-শোভায় পরিবেষ্টিতা হইয়া, রাজদরবারে পিতার সম্মুখে আসিয়া ব্রীড়াবিনম্রাপ্রতিমাবৎ নীরবে দাঁড়াইলেন। নেত্রমুগ্ধকর পরিচ্ছদমধ্যে তদীয়া কুসুমরাগরঞ্জিত বদনশশীর সন্দর্শনে, সমগ্র সভা আনন্দের কোলাহলে জাগিয়া উঠিল।

সে দিনকার সেই মহাসভায়, তপস্বীকুলের তেজস্বী সিংহস্বরূপ, মহামুনি নারদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্ফুনফুল্ল সাবিত্রীর, অভিনব যৌবনের দিকে নেত্রপাত করিতেই, শোভনা সুন্দরী, তাঁহার ও স্বীয় পিতার শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। নারদ সেই যৌবনশোভী, নলিনীপ্রভা ললনা সম্বন্ধে, মহারাজ অশ্বপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার এই সৌরকরবিধৌতা দুহিতারত্ন শুভ সম্প্রদানের উপযুক্তা হইয়াছে। তুমি এখনও ইহাকে ভর্ত্তাংগতা করিতেছ না কেন?"

চরাচরপতি স্বীয় লোচন-মোহন কন্যার দিকে স্নেহের নয়ন অর্পণ করিয়া, নারদের কথার উত্তরে বলিলেন। "কষ্টসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কোন গৌরবগোত্রজ বর-পাত্রের অনুসন্ধান না পাওয়ায়, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি উহাকে স্বয়ম্বরা-প্রথা-মতে, সৌবস্বামীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া এইমাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কি সংবাদ আনিয়াছে, আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন।"

মহর্ষি নারদ সেই ত্রপাভারাবনতা দুহিতাকে তদীয় ভ্রমণকাহিনীর সবিস্তার বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন। সুষমা সাবিত্রী লজ্জার-ধারাবাহিক-অনুরোধে, কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন সাবিত্রীর মন্ত্রীমহাশয় বলিতে লাগিলেন। "আমরা নানাদেশ ভ্রমণান্তে মালব রাজ্যের সীমান্তভাগে পারিপাত্র গিরিগহনে প্রবেশ করি। সেখানে বিস্তর তেজস্বীতপস্বী, ঋষি, মুনি মহর্ষিগণ, নিখিলনাথের মহিমাকীর্ত্তনে,

মরমহী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। নির্ম্মল-সলিল-বাহিনী সুধীরা শীপ্রানদার কল্যাণে, সেই কাননকুন্তলা প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড, জঘন্য জগতে স্বর্গের অবতারণা করিতেছে। আমরাও সেই মানসমোহন স্থলের একস্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সহিত অসীম সুখে ও অপার আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম।

"তথাকার মহর্ষিদের মুখে শুনিলাম, রাজা দ্যুমৎসেন, বিধাতার নিবন্ধে অন্ধ হইয়া গেলে, পাপিষ্ঠ অয়ক্রান্ত সেই-সুযোগ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৌশলসম্পন্ন রণে পরাভূত করে এবং তাঁহার রাজ্যাদি হস্তগত করিয়া লয়। তিনি নিরুপায় হইয়া সস্ত্রীক সপুত্র পলায়ন করিয়া ঐ তপোবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র কুমার সত্যবান, এখন অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। বিবেচনা করি, আমাদের রাজকন্যা সেই রাজর্ষিপুত্র সত্যবানকেই নির্ব্বাচন করিয়া থাকিবেন। কুমারকে আমি দেখিয়াছি, তিনিও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত সত্যবান ও সাধুসজ্জনদের উপযুক্ত পুত্র।"

মন্ত্রীপ্রবর এই পর্য্যন্ত বলিলে, সাবিত্রী তদীয় ব্রীড়াবিলোল বদনমধ্যে বলিয়া উঠিলেন। "কেবল নির্ব্বাচন কেন, আমি আমার মনপ্রাণ তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি।"

ভূত ও ভবিষ্যদর্শী মহর্ষি নারদ, নররাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "তোমার এই কন্যা এক মহৎ পাপ করিয়াছে।"

রাজা অশ্বপতি সবিস্ময়ে সাবিত্রীর সতীত্বের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহার দিকে সুতীক্ষ্ণ নেত্রপাতে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু যে সকল স্মৃতিহারী সুশীলতা তাঁহার সর্ব্বশরীরে অবিরাম বিচরণ করিতেছে, তাহার দর্শনে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার অন্যায় সন্দেহের অপনোদন করিয়া লইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন। "এই পীযুষপোষ্য শিশুস্বভাবা কন্যার শিশির-নির্ম্মল-মন, কখনই সত্যবানের সহিত দুষ্ক্রিয়া করিতে অগ্রসর হইতে পারে না।—অস্নাতা ও সম্নাতা কামিনীদ্বয়মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য অবলক্ষিত হইয়া থাকে, ভ্রমরস্পর্শা ও অস্পর্শা পুষ্পদ্বয়ের পার্থক্য ততধিক সূক্ষ্ম হইলেও, সূক্ষ্মদর্শীদের নয়ন অতিক্রম করিতে পারে না। সাবিত্রীর আনন সমূহের লালিত্যে কোনই বৈরাগ্য দেখিতেছি না, তবে কেমন করিয়া আমি উঁহার সতীত্বের উপর সন্দিহান হই।' মনে মনে এইরূপ বিচার করিবার পর তিনি, মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "হে ভূত-ভবিষ্যদর্শী মহাপুরুষ! আমার কন্যা কি বিষয়ে পাপ করিয়াছে তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন!"

নারদ বলিলেন। "তোমার গুণবতী কন্যা, না জানিয়া এমন এক গুণবান

পুরুষকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, যাঁহার তুলনা, কেবল ভূলোকে কেন, ত্রিলোকে দুর্লভ।—তিনি এই নরমহীর মহামনস্বী।"

রাজা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আপনি সেই গুণবান পুরুষের গুণরাশির কীর্ত্তন করিয়া, আমার শিশুকন্যার নির্ব্বাচন-শক্তির-মহিমারাশি বর্ণেবর্ণে দেখাইয়া দিন।"

মহর্ষি নারদ পুলকিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন। "সত্যবানের জনক জননী, তাঁহাদের জীবনে ভুলিয়াও কখনও অলীক বলেন নাই। তাঁহারা চীর সত্যবাদী বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের ঐ পুত্রের নাম 'সত্যবান' রাখিয়াছেন। সত্যবান বাল্যকালে অত্যন্ত অশ্বপ্রিয় ছিল, মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ করিত, চিত্রপটে ঘোটকের চিত্রাঙ্কন করিত, তজ্জন্য লোকে তাহাকে 'চিত্রাশ্ব' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন।—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা তিনি বিষণ্ণবদন হইয়া, মৌনাবলম্বিত ও চিন্তাশ্রিত হইলেন।

রাজা চঞ্চলমন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "ভগবান, আপনি ত্রিকালজ্ঞ সুবিজ্ঞ মহর্ষি। মনুষ্য জাতির সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যু প্রভৃতির পরিমাণাদি অদৃষ্টচক্রের ফলাফল সকল, আপনার পাথারদর্শী নয়নের অগোচর কিছুই নাই; তজ্জন্য আপনি ভূত ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পান।—আপনাকে বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া আমার মন, শত সন্দেহের বিভীষিকা দর্শন করিতেছে। আপনি সত্যবান সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন, এবং সাবিত্রী যে কি কথা না জানিয়া মহৎ পাপ করিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করুন; আর সেই পিতৃবৎসল ভূপতি-তনয় সুকুমার সত্যবান, বুদ্ধিতে, তেজে, ক্ষমাকরণে ও শৌর্য্য বীর্য্যে কেমন তাহাও খুলিয়া বলুন।"

তখন সেই পরহিতব্রতধারী যশস্বী-যাজক, সোমাল সম্ভাষণে বলিতে লাগিলেন। "সেই গৈরিক বসনশোভী রুদ্রাক্ষ মালাধারী, মুক্তকুন্তল কার্ত্তিকমূর্ত্তিবৎ সত্যনিষ্ঠ সত্যবান, সংকৃতি-পুত্র রান্তি দেবের ন্যায়, দানশীলতায় কার্পণ্যশূন্য মুক্তহস্ত। উশীনর-নন্দন শিবির সদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্য, যাজক ও সত্যবাদী।—চিত্তসংযমী যযাতির ন্যায় মহানুভব। কার্ত্তিকের ন্যায় মাতৃপিতৃভক্ত সৌষ্ঠবাঙ্গ সুকুমার।—অবনীর ন্যায় ক্ষমবান ও শৌর্য্য সম্পন্ন।—চন্দ্রের ন্যায় শান্তশীল ও প্রিয়দর্শন।—অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মত রূপের প্রতিমা ও গুণের সাগর।—এবং সূর্য্যদেবের ন্যায় স্বীয় যশোদ্দীপক জ্যোতি, পরহিতৈষণায় উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মৃদু শূর, সত্য মিত্র-বৎসল, অসূয়া-শূন্য হ্রীমান ও ধীমান। তপস্বী-কুলের সূর্য্যসম, মহর্ষিরা ■ শীলবৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করেন। এবং বলেন।—'সত্যবানের ■ সংযতেন্দ্রিয় ■ অসিধারাব্রতে উত্তীর্ণ, নিষ্কামকুমার ধরাতলে অতি বিরল। তিনি মুনি-

কন্যাদের সহিত স্বাধীন ভাবে অগম্যগহনে বিচরণ করিতে থাকিলেও, তাহাদের সকলকেই তিনি সহোদরা-ভগ্নী বলিয়া ভাবেন। তাঁহার এই উদীয়মান যৌবনেও চিত্তসাগরে চাঞ্চল্যের বীচি মাত্র নাই।"

বুদ্ধিবিজয়ী মহারাজ অশ্বপতি সানন্দে চিন্তা করিলেন। "চিত্ত-সংযমের জীমূত সদৃশ সত্যবান্, কখনই সাবিত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিতে পারেন না।" অনন্তর তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। "সাবিত্রী এমন এক গুণধর বরে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার নিকট যশের স্থলে অপযশঃ ক্রয় করিতেছে কেন?—সে এই পবিত্র নির্ব্বাচনে কেমন করিয়া পাপকে প্রশ্রয় দিতে পারে?—আমাকে ইহা সবিস্তার বুঝাইয়া বলুন। আর বলুন সত্যবান সকল গুণে বিভূষিত হইলেও, সে জনায় কি কোনই দোষ জন্মায় নাই। বিদ্যাবিসারদগণ বলেন—'দোষ এবং গুণ' প্রত্যেক আত্মায় সমান পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। তবে সত্যবান কেমন করিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারে?"

মহর্ষি নারদ হর্ষশূন্য মনে উত্তর করিলেন। "দোষ শূন্য ব্যক্তিগণমধ্যে, এক মহাদোষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সত্যবানেও তদ্রূপ একটি মহান দোষ দেখা যায়। যাহা তাহার যাবতীয় গুণগ্রাম অতিক্রম করিয়া রাখিয়াছে।—সত্যবান অদ্য হইতে একবৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিবস পূর্ণ হইলেই ক্ষীণায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিবেন।"

রাজা প্রশ্ন করিলেন। "পরমায়ুর স্বল্পতা কি দোষের সহিত গণিত হইতে পারে?" নারদ বলিলেন। "এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কারণ যদ্দারা লোকের গুণগ্রাম নষ্ট হয় বা এককালে বিলুপ্ত হয়, তাহাই তাহার দোষ। মৃত্যু, যখন তাঁহার সকল গুণই গ্রাস করিতেছে; তখন মৃত্যুকেও এস্থলে দোষ বলিতে হইবে এবং এই উদাহরণে দুষ্ট [illegible] পাপীদের মৃত্যুকে 'গুণ' বলা যাইতে পারে। কারণ মৃত্যু তাহাকে পাপার্জ্জন হইতে মুক্তিদান করে। যাহাহউক সেই স্বল্পায়ু সত্যবানের সহিত, সাবিত্রীর শুভলগ্ন সম্পাদিত হইতে পারে না। সাবিত্রীকে অন্যথা বিবাহ করিতেই হইবে, কারণ তাহার অদৃষ্টচক্রে বৈধব্যযন্ত্রণা নাই। অথচ সে তাহার মনপ্রাণ সত্যবানকেই সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে সত্যবানে প্রাণ-সমর্পিতা-সাবিত্রী অন্যথা বিবাহ করিলে, প্রকারান্তরে তাহার অভিসার করা হইবে। অনন্তর না জানিয়া সত্যবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করায়, তাহার পাপ করা [illegible] নাই কি?"

নারদের কথায় সাবিত্রী সতীর, হৃদয়মন্দিরের আনন্দপ্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল, তিনি বর্হিণার কর্ণে এক কথার উপদেশ দিলেন। বর্হিণা তাঁহার পক্ষ হইতে নারদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল। "রাজকন্যা যদি পাত্রান্তরে সমর্পিতা না হন, তবে তাঁহার পাপ কিসের?"

ধর্ম্মভাবী মহর্ষি বলিলেন। "বৈধব্যশূন্যা সাবিত্রী, সত্যবানকে বিবাহ করিতে পারেন না।—করিলেও তিনি তাহাতে পাপশূন্যা হইতে পারিবেন না, কারণ তিনি বিবাহের পূর্ব্বে সত্যবানকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মন সত্যবানের সহিত অভিসার করিয়াছে। যদি তিনি ঐ পাপে পদার্পণ না করিয়া, ঐ স্বল্পায়ুযুক্ত সত্যবানকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সত্যসতীত্বের পুণ্যবলে স্বল্পায়ু-স্বামীকে দীর্ঘায়ু করিয়া লইতে পারিতেন।—যখন তাহা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা সহিতেই হইবে।—আবার যখন তাঁহার অদৃষ্টচক্রে বৈধব্য নাই, তখন, এ ক্ষেত্রে ভগবান যে কি করিবেন তাহা আমার এই সংযত নয়নের অন্তর্গত নহে।"

মহামতি রাজাধিরাজ অশ্বপতি, সৌর সুষমাকন্যা সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "মাতঃ! তুমি তোমার মতি পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্যপাত্রের অনুসন্ধানে পুনরায় গমন কর। তোমার বিবাহ সত্যবানের সহিত হইতেই পারে না।"

পিতার এই অন্যায় আদেশে অসন্তুষ্ট হইয়া, শ্রীমতী সাবিত্রী নখরনশ্রী-নয়নে, বিনম্রবদনে উত্তর করিলেন। "আপনি ভগবান নারদের কথায় স্মৃতি-বিলুপ্ত হইয়া আমাকে ব্যভিচারে প্রেরণ করিবেন না। আমি আপনারই আদেশমত সত্যবানকে স্বীয় ভর্ত্তা বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছি।—আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছি কিন্তু দর্শনদান করি নাই। অতএব দুইমন একত্র না হইলে, মানসিক অভিসারে কোনই মন বিদূষিত হইতে পারে না। পরন্তু আমার নিবেদন এই যে,—যদি আমাকে চির কুমারী করিয়া রাখা অভিপ্রেত না হয় তবে, সত্যবানের পরমায়ুর পরিমাণ না দেখিয়া, আমাকে আমার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারি করে সমর্পণ করুন।"

সাবিত্রী সতীর সারবতী বচনবিন্যাসে, মহামুনি নারদ, সন্তোষ-সাগরে সন্তরণ দিয়া বলিলেন। "সাধনাবতী সাবিত্রীর মুক্তাগ্রথী-বচন-পংক্তির শ্রবণে, আমি উহাকে এক মহিমাময়ী দেবী বলিয়া ধারণায় ধরিয়াছি।—দুইমন একত্র না হইলে যে মানসিক অভিসার করা হইতে পারে না, এতদূর সূক্ষ্ম কথায় আমি এ কাল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারি নাই।—আমার বিশ্বাস হইতেছে সাবিত্রী সর্ব্বপ্রাই বিজয়ী হইবে। অতএব সত্যবানকে কন্যাদান করাই আমার স্পৃহনীয়। তবে সাবিত্রী, সত্যবানে মন সমর্পণ করিয়া যে দোষ করিয়াছে, এক প্রহরের মনস্তাপে সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সাবিত্রী ও সত্যবান, এই উভয় জনের দ্বন্দ্বমুখী আদৃষ্টলিপি, যেন কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে না পারে।"

মহারাজ অশ্বপতি মহর্ষি নারদের আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন। "হে ত্রিলোক দুর্ল্লভ মুনে! আমি আপনারই কথামত কার্য্য করিব। আপনি আমার গুরু, আশীর্ব্বাদ করুন; আপনার আদেশ পালনে যেন আমার মতি থাকে।"

নারদ বলিলেন। "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সম্প্রদানে যেন কোন বিপদ না ঘটে।" এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়া, পলকের মধ্যে লোকালোচনের অন্তর্দ্ধানে প্রধাবিত হইলেন।

নারদ চলিয়া গেলে সাবিত্রী সতী সখীদলবলে পরিবেষ্টিতা হইয়া, জননীর দর্শন-মানসে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে কৌতুকমুখী বর্ণিণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। "দুই মন এক না হইলে যদি মানসিক অভিসার করা না হয়, তবে নারদ তোমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিয়া, এক প্রহরের প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন বলিলেন?" সাবিত্রী বলিলেন। "অভিসারিকা হয় বৈ কি, যদি না হইবে তবে, দর্শনের পর লোকে স্বপ্নদ্রষ্টা হইবে কেন? স্বপ্নে সেই বাঞ্ছিতাকে সহবাসে পাইবে কেন?—আমি জয়ী, আমার বাক্যলীলায়!"

অন্তঃপুরে আসিয়া মাতৃদর্শনে উৎফুল্লা হইয়া সাবিত্রী সুন্দরী জননীর হৃদয়-নিকেতনে মস্তক-স্থাপন করিয়া, কতক্ষণ ধরিয়া সেই সুখশান্তিপূর্ণ ক্রোড়নীড়ের সুখানুভব করিলেন। তখন জননী-হৃদয়ের প্রাঞ্জল স্নেহরাশি যেন সুষমার সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করিতে লাগিল।

জননী সেই মনোরঞ্জনকারিণী কন্যারত্নের অধরপ্রান্তে স্নেহের চুম্বন অর্পন করিয়া, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তসহ রাজসভায়-চর্চ্চিত-কথা সকলের অবগতি লাভ করিয়া, আনন্দ-সলিলে সন্তরণ দিলেন। সাবিত্রীর বিবাহের কথা প্রাসাদের সর্ব্বত্র, নগরের ঘরে ঘরে ও গণ্ড গ্রামের খণ্ডে খণ্ডে উত্থাপিত হইতে লাগিল। রাজা ও রাণী একযোগে একমনে, এই বিবাহের জন্য, চতুর্দ্দিক হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী-সম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন।

২ ❋ শুভ যাত্রা। ❋ ২

বাজিল মঙ্গলবাদ্য, মহীপতি অশ্বপতি পত্নীকন্যাসহ, সাজিলা অদ্ভুত সাজে। হইলা প্রস্তুত সবে শুভযাত্রা হেতু। গো মেষ মহিষ কত ঘৃতাদি তণ্ডুল, কলাই কুষ্মাণ্ড আলু তৈল সরীষার, বিবাহের উপযোগী সম্ভার যতেক, লইলা তুরঙ্গ-অঙ্গে।

বসন ভূষণ কত, শিবির পর্য্যঙ্ক আর খট্ট মনোহর, সাজ সজ্জা রাশি রাশি চিরুণী মুকুর, শত শত উষ্ট্রপৃষ্ঠে লইলা চাপায়ে। নগরের পুরোহিত ঋত্বিক ব্রাহ্মণ, ধনী জ্ঞানী অধ্যাপক পণ্ডিত সকলে, যাবেন রাজার সাথে। প্রিয়বর্গ জ্ঞাতিবর্গ মন্ত্রী অনুচর, সেনাদলে সঙ্গে করি লইলা প্রজেশ। নগর করিয়া শূন্য নাগরিক যত, চারিদিক হতে সবে নরস্রোতে আসি, হইলেন সমবেত। বিদরে সবার প্রাণ বিদায় করিতে, নগরের সত্য-দেবী সাবিত্রী সতীরে। দীর্ঘাকার সে প্রাঙ্গণ, ভরিল অভাবনীয় আনন্দ-ক্রন্দনে। তা'সহ বচসা কত বিবিধ কথার।

কাঁদিছে হাসিছে কেহ সে নর-সাগরে, দিতেছে রমণীবৃন্দ কত হুলাহুলি। সেই নর সাগরের, কেন্দ্রভাগে ইন্দুমুখী সাবিত্রী সুন্দরী, সুর ললনার ন্যায়, শোভিল সুবর্ণ রথে বসন-ভূষণে। সেই রথে রাজারাণী, আরোহিল দাস দাসী আর কতিপয়। সম্ভ্রান্ত চর্ষণিবৃন্দ, বিস্তর স্বতন্ত্র রথে আরোহি বসিলা। আরোহিলা সৈন্যদল, তুরঙ্গ মাতঙ্গ আদি কত অশ্বতরে! কাঁদিলা নগরবাসী সাবিত্রী দর্শনে, আশিষীলা কতরূপে। সেদিকে রথের সতী করযুগ যুড়ি; লইতে লাগিলা, সবার নিকট হতে ইঙ্গিতে বিদায়। নগরের দেবী যেন পিত্রালয় হতে, চলিয়াছে সমারোহে শ্বশুর ভবনে।—এমনি ভাবের এক, সেই জনতার মাঝে হইল উদ্ভব।—কবে যে আবার সতী ফিরিবে আবাসে, জুড়াবে সবার আঁখি, তাহারি কামনা সবে লাগিলা করিতে।

এইরূপ রঙ্গরাগে সাজিয়া রাজন, চলিলেন তপোবনে, রাজর্ষি দ্যুমৎসেন বসেন যেথানে। বলবান অশ্ববলে, ঘুরিল রথের চক্র আরম্ভিল গতি। রাজতরী প্রায়, সে সৈন্য সাগর ভেদি চলিল ভাসিয়া, চলিল ভাসিয়া যেন, মদ্ররাজ রাজধানী অতুল শোভায়, যাইয়া বসিতে তথা মহা তপোবনে। দেখিতে দেখিতে যাত্রী, নগরের প্রান্তভাগে আসি উপজিলা। দর্শকের দল তবে সজল নয়নে, সে যাত্রীর সঙ্গত্যাগ করি ধীরে ধীরে, যার যে আবাস পানে ফিরিল আবার।

রাজরথ রাজপথ করি পর্য্যটন, চলিল অতুল রঙ্গে। কানন উদ্যান বন আশিতঙ্গবীন, কান্তার পর্ব্বত ভাঙ্গি সৈকত পুলিন; নলবন বংশবন কত উপত্যকা মাড়ায়ে বিশ্বের বক্ষ চলিলা সকলে। কতদিন পর্য্যটন করি সেই পথ, পারিপাত্র পর্ব্বতের পাইলা উদ্দেশ, হাসিল সবার মন। পর্ব্বতের প্রান্তভাগে আসিয়া তাঁহারা, একস্থলে বিরচিলা শিবির সকল। প্রহরেক পরিশ্রম করিতে সে ভূমি, হইল নগর প্রায়, শিবির নগর নাম রাখিলেন রাজা।

মহীপতি অশ্বপতি শ্রান্তিদুর হেতু, অবস্থান সেইস্থানে করি কিছুদিন; শুভদিনে

শুভক্ষণে, দ্যুমৎসেনের সাথে করিতে সাক্ষাৎ; মন্ত্রী আদি কতিপয় পণ্ডিত লইয়া দ্বিজাতি সবারে আর, করিলা নগর ত্যাগ রাজর্ষি দর্শনে।

৩ * বিবাহের প্রস্তাব। * ৩

বসিছেন কুশাসনে, রাজর্ষি দ্যুমৎসেন শালতরুতলে; বামপার্শ্বে সতী শৈব্যা, দক্ষিণ পারশে তাঁর পুত্র সত্যবান। অরণ্য হইতে করি কাষ্ঠ আহরণ, এইমাত্র আসি পাশে বসেছে পিতার। এ হেন সময়ে, আইলা শিষ্যের কন্যা ঋতম্ভরা নাম, যৌবনে পূর্ণিমা তিনি ষোড়শী রূপসী। চরণ বন্দনা করি রাজর্ষি প্রভুর, বসিলা সম্মুখে তাঁর; কহিতে লাগিলা আর ধীর সম্ভাষণে।—"কাষ্ঠ আহরণে আমি, গিয়াছিনু সুপ্রভাতে উত্তর পর্ব্বতে। পর্ব্বতের পদতাগে, হেরিনু বিস্ময়ে তথা আচম্বিতে যেন; উদেছে নগর এক সে চারু প্রদেশে। শিবিরে শোভিত তাহা অতি মনোহর।—ধীরে ধীরে অবতরি সে পর্ব্বত হতে, আইনু নিকটে তার বসিনু লুকায়ে, দেখিনু নয়নে আর বিস্তর সৈনিক তথা করিছে ভ্রমণ। আর একজন তিনি রাজ বেশধারী, তাঁর পাশে মন্ত্রী এক, পণ্ডিত দ্বিজাতি কত নারিনু গণিতে। জানিতে পারিনু শেষে, কথোপকথন যত করিয়া শ্রবণ, আপনারি উদ্দেশেতে এসেছে তাহারা। বিবেচনা করি, এখান আসিবে সবে আপনার আগে।"

চিন্তিলা রাজর্ষি শুনি শৈব্যার সম্মুখে। "আমি অভাগার প্রতি, এখনও বিধাতা বুঝি বিমুখ বিষম, এখনও বিস্তর শাস্তি আছে এ কপালে। সেই দুষ্ট অমস্কান্ত সবংশে নির্ম্মূল মোরে করিবার তরে, এসেছে পশেছে বনে।—হা অদৃষ্ট হা কপাল! তপোবনে পাশ, তথাপি আমার দেখি নাহি পরিত্রাণ!—হায় বাপ সত্যবান! তোমারে কেমনে কহ লুকাইব কোথা? স্থাবর প্রাণের ভয় না করি আমরা, অশ্বপদে বিদলিত করুক দুর্জ্জন, না ডরিব কভু তায়;—কে দিবে বলিয়া, সত্যবান, রক্ষা তোমা করিব কেমনে!"

সুগম্ভীরা ঋতম্ভরা নিবেদি কহিলা। "পাঠাইলা পিতা মোরে, সত্যবানে তাই প্রভু এসেছি লইতে; যত্নে তিনি রাখিবেন বিরলে লুকায়ে।"

সম্বোধিলা শৈব্যাসতী পুত্র সত্যবানে। "যাও বাপধন তুমি, লুকায়ে জীবন রক্ষা করিতে আপন।—পাও যদি রক্ষা বাপ, ঋতম্ভরে ভুলিওনা বসাইতে বামে।—নাহি কর কোন চিন্তা আমাদের তরে।"

কহিলেন সত্যবান, মাতা পিতা উভয়ের চুমিয়া চরণ। "এই কি পুত্রের ধর্ম্ম! এই ধর্ম্মদেশে, এই কি উত্তম ধর্ম্ম করিনু অর্জ্জন। বিপদ-সঙ্কুল-স্থলে, জনক জননী দোঁহা সঁপি রাহুমুখে, আপন জীবন রক্ষা করিব লুকায়ে! জনক জননী হয়ে, হেন কুটশিক্ষা কেন দেন এ সন্তানে? পিতৃবাক্য বেদবাক্য পালনীয় সদা, সে হেন আদেশে, হেন অধর্ম্মের কাজ করি বা কেমনে?—পিতার আদেশ পালি, দাম্ভিক পরশুরাম মাতৃহত্যা করি, করেছিলা যেই পাপ; তা'হতে অধিক পাপ নিরখি এ কাজে। পিতামাতা উভজনে, কেমনে করিব হত্যা পালি এ আদেশ।"

কহিলা দ্যুমৎসেন পুত্র পানে চাহি। "তোমা বিনা বংশধর কে আছে আমার। নির্ব্বংশ হইলে আমি, কে রহিবে কহ নাম লইতে ব্রহ্মার, পূজিতে দেবতা সবা জ্বালিতে অনল, করিতে ঋত্বিক যাগ। সে ধর্ম্মের পথ বন্ধ, হইলে যে কত পাপ অর্জ্জিব তাহাতে, দেখ তা বিবেচি মনে।"

নিবেদি পিতার পাশে কহে সত্যবান। "এ চিন্তা অন্তর হতে মুছিয়া আপনি, করুন অপর চিন্তা।—শত্রু কিংবা মিত্র তিনি, কে যে এসেছেন বনে, দেখুন ভাবিয়া তাহা গভীর চিন্তায়। শত্রুজন হলে, শিবির স্থাপন করি পর্ব্বতের গায়ে, নিশ্চিন্ত বসিবে কেন? সেহেতু নিবেদি ধৈর্য্য করিতে ধারণ।—নিরাশ্রয় হয়ে পিতঃ, আশ্রয়ে যাঁহার আসি বসিলা এ বনে; সেই সর্ব্বভয়হারি, নিখিলনাথেরে কেন না ডাকেন বসি!—কার সাধ্য এ ধরায়, ব্রহ্মার কবল হতে কাড়ে আপনাকে। যাঁহার আশ্রয়ে বসি আছেন আপনি, ভরসা করেন যাঁর; তিনি করিবেন রক্ষা বিবিধ বিপদে। আপনি কি হেতু বৃথা সে চিন্তা করেন?—আসুক আসিতে দিন। লক্ষাধিক মত্তহস্তী বিপক্ষে আসিলে, কি পারে করিতে যদি ব্রহ্মা সখা থাকে!—তিনি বিমুখিলে, কোথা স্থান আছে পিতঃ কহ আপনার?—কেন আস্থাভ্রষ্ট হয়ে, করেন প্রভুতা নষ্ট ধৈর্য্যের উপর।—ঐ তারা আসিতেছে, আসুক আসিতে দিন; করুন বসিয়া মাত্র ব্রহ্মার স্মরণ, দেখুন অনিষ্ট তব কে পারে করিতে।"

দৃঢ়ব্রত সত্যবান, তুলিয়া বিজয়-ধ্বজা চিত্তের উপর, কহিলা এরূপ যবে, হইলা জনক তাঁর ভয়শূন্য মন। আত্মায় প্রবল বল করিয়া সঞ্চয়, বসিলা নির্ভয় ভাবে, জীমূত নির্ভয় যথা অশনি-সমীপে। কহিলেন সত্যবান জননীর পানে। "আপনি এখান হতে করুন প্রস্থান।" অমনি রূপসী শৈব্যা, গেলা চলি তথা হতে সান্নিধ্য কুটীরে। মহীপতি অশ্বপতি সেদিক হইতে, লইয়া সচীব সঙ্গে, দ্বিজাতি ঋত্বিক আদি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, পশিলা পবিত্র বনে, অবতরি গিরি হতে সারি দিয়া সবে, মরমরি বিদলিয়া

পত্র কাননের, পদব্রজে সবে তারা, দ্যুমৎসেনের আগে আসি উপজিলা। দূরিলা দ্যুমৎসেন, সে দারুণ মনোভয়, যবে সে নরেশ, চরণ বন্দনা করি দাঁড়াইলা পাশে। দিলা যথাযোগ্য পূজা, ভেটরূপে আর কত সামগ্রী উত্তম; দুগ্ধবতী গাভীসহ মেষাদি মহিষ। নিবেদিলা পরিশেষে, আত্ম পরিচয় নিজ সে রাজীব পদে। "মদ্রপতি আমি দেব অশ্বপতি নাম, এসেছি চরণে তব, কোন এক মনোহর মানস লইয়া।"

অমনি দ্যুমৎসেন আনন্দে ভরিয়া, অর্ঘ্য ও আসন দানে তোষিলা তাঁদের; বসাইলা কুশাসনে যত্নসহকারে। হর্ষান্বিত সত্যবান, পরিচর্য্যা তাঁহাদের লাগিলা করিতে; ঋতম্ভরা যোগদান করিলা সেবায়।

আলোচি কুশল বার্ত্তা কতক্ষণ ধরি, কহিলা দ্যুমৎসেন মধুসম্ভাষণে। "হে রাজন কহ শুনি, কি মহা মানসে, ত্যজি রাজসিংহাসন, মুনিময় তপোবনে আগমন তব।—কহ কৃপা করি শুনি প্রয়োজন কিবা?"

নিবেদিলা অশ্বপতি, সোমাল বচনে। "এনেছি চরণে এক শুভ সমাচার, বিবরণ তার, শ্রবণ করুন মম মন্ত্রীর নিকট।—সেই অবসরে, দিন অনুমতি দেব, তপোবন দরশন করিতে, আমায়।" এই বলি উপদেশ দিয়া মন্ত্রীবরে, করিলা প্রস্থান তিনি। লাগিলা ভ্রমিতে তথা বনের চৌদিকে।

গেলা চলি মহীপতি, আরম্ভিলা মন্ত্রীবর রাজর্ষি-সমীপে।—"অষ্টাদশ বর্ষ ধরি এই ধরেশ্বর, পূজিলেন পদাম্বুজ সাবিত্রী দেবীর। সেই দেবী দয়া করি, একটি দুহিতা রত্ন দিলেন ইঁহাকে। সাবিত্রী-প্রদত্তা বলি, সাবিত্রী তাঁহার নাম রাখিলেন ইনি। দেবী স্বরূপিণী সেই কন্যা নিরুপমা, পড়িয়াছে চতুর্দ্দশে।—শোভনা সে কন্যারত্ন এসেছেন সাথে, শিবিরে আছেন তিনি, পূর্ণিমার শশী হেন মেঘের উদরে। অদ্বৈত ধর্ম্মজ্ঞা বালা গুণবতী অতি, যেমন ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র সত্যবান তব। অতএব হে রাজর্ষে, কুমারের বামপার্শ্বে সে সতী রতনে, বসাতে বাসনা করি এসেছি আমরা।—কহ এ প্রস্তাবে আস্থা রাখেন কেমন! —এই তাঁর প্রতিমূর্ত্তি, স্বকরে তুলিয়া, গুণবান সত্যবানে দিয়াছেন তিনি। সাদরে গৃহীত হলে, চারতার্থা হবে বালা সন্তুষ্ট আমরা।" এই বলি করে তুলি, দিলেন সাবিত্রীমূর্ত্তি রাজর্ষি প্রভুর।

অন্ধ সে রাজর্ষি জন, সাদরে সাবিত্রীমূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ, বিস্তর চিন্তার পর লাগিলা কহিতে। "ওহে মন্ত্রিবর তোমা কি কব অধিক, সে সৌরভ সে গৌরব সে বিভব রাশি, সে ভোগ প্রতাপ আদি যা ছিল আমার, ছেড়েছে সে সব মোরে [illegible] বনবাস। চক্ষুহীন জন আমি বনবাসী ঋষি, সংযত দশায় এবে, করিছি ধর্ম্মের

চর্চ্চা প্রবীণ বয়সে। রাজভোগ নাই এথা, ফলমূল জলে মাত্র পালি এ জীবন, লতার বিতানে করি মৃণ্ময়ে শয়ন, বল্কল বসন পরি। দারুণ অযোগ্য তাই, রাজ-কন্যা সাবিত্রীর যোগাইতে মন; দারুণ অযোগ্য আর, পুত্র সত্যবান মোর তাঁর তুলনায়। তা'হতে অযোগ্য আর, এ বন আশ্রম মম সে কন্যা-সমীপে।—প্রতিভা-সম্পন্ন এই প্রতিমা নির্জ্জীব, এরই সমাদর, না হলে সুবর্ণবেদী নহে হইবার। বলুন ভাবিয়া তবে, জীবন্ত সে প্রতিমাকে রাখিব কোথায়? অর্জ্জিব কিরূপ পাপ, সে রাজকন্যাকে যদি নির্য্যাতি এরূপে। তাই ক্ষমা এ বিষয়ে চাহি সকাতরে।"

ক্ষতমনে মন্ত্রিবর নিবেদি কহিলা। "শোন হে রাজর্ষে তবে, এ ভবের সুখদুখ অনিত্য অসার। জলের জুয়ার প্রায়, সৌভাগ্য-সলিল বাড়ে যেই তীব্রতায় পড়ে সেইভাবে। সুখের সময় যিনি, করিয়া অহমশূন্য রাখে আপনাকে; আর যিনি দুখে ভাসি, নিজেকে করিতে সুখি পারে নিজগুণে, তিনিই বিশ্বের ধন্য। ধৈর্য্যের বিজয় ধ্বজা; তিনিই আত্মার তলে পারিলা তুলিতে, ইন্দ্রিয় সবার পরে লভিতে প্রভুতা। অস্থিশূন্য এ নাস্তিক বিশ্বের উপর জন্মিল বিশ্বাস যার; সে নহে ধরায় সুখী অথবা স্বরগে। পারত্রিকত্রাণ তার নাহি কোনকালে।—সাবিত্রী সুন্দরী, জানেন এ সব কথা, বহেন দেবীর আত্মা মানবীর ভাগে। নহেন গৌরবী তিনি সৌভাগ্য সম্পদে; নহেন মথিতা আর, দুখের অনন্ত বারি করিতে মন্থন। কি কব অধিক আর, তিনিই দ্বিতীয়া দুর্গা অবতীর্ণা ভবে।—তা যদি না হবে তবে রাজ-ভোগ হেলি, শ্মশানের বর কেন করেন সন্ধান।—আর নৃপ অশ্বপতি জনক তাঁহার, জননী মালবী সতী, ইঁহারাও ধৈর্য্যবীর্য্যে প্রতিমা অতুল। অতএব হে রাজর্ষে! তাদৃশ জনের প্রতি, ঈদৃশ বিধান তব অনুচিত হয়। আসিয়াছি আশামুখে, এ উন্নত মুখ নত করা কি উচিত?—দেখুন ভাবিয়া মনে, কিরূপ গরব শূন্য রাজা আমাদের।—কন্যার জনক হয়ে, বিবর্জ্জি গরিমা রাশি আত্ম-অহঙ্কার, এসেছেন নতশিরে আপনার আগে।—আবার যখন, সম্ভ্রম মর্য্যাদা আদি কুলশীল মানে, আপনারই অনুরূপ, গুণবতী কন্যা তাঁর পুত্রসহ তব;—বিধাতা যখন একই পদার্থ হতে গড়িলা উভয়ে; তবে কেন হে রাজন, সনুষ্য করিতে তাঁরে করেন অমত।"

কহিলা দ্যুমৎসেন কাতর বচনে। "কি কহিব হে মন্ত্রিণ! ভাগ্য সিংহাসনে যবে ছিনু সমাসীন, ছিল অভিলাষ যাহা করিলা প্রকাশ। সে ভাগ্যের ভানু এবে গেছে অস্তাচলে, দুর্ভাগ্যের ভাগ এবে, ভাগ্যবতী সে কন্যারে দিব কোন প্রাণে! জানিয়া শুনিয়া, এ দুর্গতি করি যদি অবলা বালার, বল দেখি হে মন্ত্রিণ! কি দুর্গতি

করিবেন বিধাতা আমার? পারিত্রিক ত্রাণ তার পাইব কেমনে!"

কহিলেন মন্ত্রী শুনি সাধুসম্ভাষণে। "উচ্চ গিরিশিরে জন্ম নির্ঝর সতীর; পরহিতৈষণা হেতু, ত্যজি জনকের সেই কনক প্রাসাদ, হয় নিম্নগামী সতী; গতি-পথে হিতৈষণা করিতে করিতে, ধর্ম্মের সাগরে গিয়া সে তনু মিশায়। অবিকল সেই সাধ, লইয়া সাবিত্রীসতী এসেছে এবনে; এতে প্রতিবন্ধকতা, পাপ কি পুণ্যের কাজ দেখুন ভাবিয়া। আমরা তো গতিরোধ সে স্রোতস্বতীর, না পারিনু কোন-রূপে, না জানি আপনি চেষ্টা করিছেন কেন!"

সহর্ষে মহর্ষি এবে, করিয়া অনেক চিন্তা করিলা উত্তর।—"আমিও ডরাই তবে রোধিতে সে গতি। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে মতি সে সতীর হউক অটল" এতেক কহিয়া ঋষি, মধুসম্ভাষণে ডাকি পুত্র সত্যবানে, সাবিত্রীর প্রতিমূর্ত্তি অর্পি তাঁর করে, কহিলা সোমালভাষে। "সাবিত্রী সুন্দরী, এই প্রতিমূর্ত্তি তাঁর দিয়াছে তোমায়, চাহিছে পতীত্ব তব। লয়ে যাও এইমূর্ত্তি, মায়েরে তোমার গিয়া দেখাও সত্বর, অভিমত তাঁর তুমি জানাও আমায়।"

৪ ✱ মায়ে ছায়ে। ✱ ৪

নিরুত্তর সত্যবান প্রতিমূর্ত্তি লয়ে, অন্যত্র রাখিয়া নেত্র, গেলা চলি পর্ণাবাসে মায়ের সমীপে। ঋতম্ভরা ছায়া হেন গেলা তাঁর সাথে। আসিয়া মায়ের আগে, সেই মূর্ত্তি মনোহর দিলেন তাঁহারে। করিলে গ্রহণ মাতা, সত্যবান কিছু দূরে সরি দাঁড়াইলা। ঋতম্ভরা এইবার পাইয়া সুযোগ, দাঁড়ায়ে শৈব্যার পাশে, দেখিতে লাগিলা মূর্ত্তি নয়ন-ভরিয়া, ভাবিতে লাগিলা আর।—'আমরা বনজকন্যা, সত্যবান সমতুল কখনই নহি।' পরন্তু শৈব্যার প্রতি কহিলা কৌতুকে। "দেখ কি সৌষ্ঠবশালী দেহ সাবিত্রীর।" কহিলা সুন্দরী শৈব্যা। "রমণীর এতরূপ কভু না দেখিনু! তাই ভাবি মনে আমি, এ মূর্ত্তির রূপ অতি-রঞ্জিত নিশ্চয়।"

উত্তরিলা ঋতম্ভরা কোকিলার স্বরে। "সাবিত্রীর রূপ, এ হতে অনেক গুণে কহিনু উজ্জ্বল। দেহখানি গড়িয়াছে অবিকল করি, সে জ্যোতি রূপের কিন্তু না দেখি ইহাতে।" এই বলি দূর হতে সে মূর্ত্তি দেখায়ে, জিজ্ঞাসিলা সত্যবানে। "সাবিত্রীর রূপ, এ হতে কি নহে দাদা উজ্জ্বল অধিক?"

কহিলেন সত্যবান, মূর্ত্তি হতে চক্ষুদ্বর্য় ফিরায়ে আপন। "কেমনে জানিব বল, এ মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি যবে কভু না দেখিনু।"

সবিস্ময়ে শৈব্যা সতী জিজ্ঞাসিলা তারে। "এ মূর্ত্তি দেখনি কিগো ! —তুমিই তো এনে হাতে দিয়াছ আমার।" কহিলেন সত্যবান। "দয়াছি আনিয়া সত্য, কিন্তু দেখিবার নাহি রাখি অধিকার।"

জিজ্ঞাসে জননী শুনি সংশয় মানিয়া। "শোভনা সাবিত্রী যবে, এ প্রতিমা তাঁর তোমা দেছেন দেখিতে; দেখিবার অধিকার নাই তবে কিসে?—তবে কি এ সুষমারে, পত্নীতে গ্রহণ তুমি না চাও করিতে?"

কহিলেন সত্যবান, মাতৃপিতৃভক্ত জন ধার্ম্মিক বিষম। "জনক জননী, যে কন্যারে ভাল বলি পুত্রকে দিবেন, তাহাই গ্রহণ করা পুত্রের ধরম। কুপুত্র যে সেই করে নিজে নির্ব্বাচন।—নির্ব্বাচনে অধিকার নাহি রাখি যবে, সাবিত্রী এ মূর্ত্তি তাঁর, আমার নিকট তবে কেন পাঠাবেন?"

কহিলা জননী সতী সহাস্য বদনে। "আমরা তো এই কন্যা, করিয়াছি স্থিরীকৃত তোমার লাগিয়া। তবে অধিকার, না পাইলে কিসে বল এ মূর্ত্তি দর্শনে!—এই ধর সাবিত্রীকে দিতেছি তোমায়।" এই বলি অগ্রসর হইলে জননী, পুত্রও জননী হ'তে লাগিলা সরিতে। বলিতে লাগিলা আর—"দেখাওনা মাতা তুমি, দেখিব না কভু আমি অর্জ্জিব না পাপ।"

কহিলা জননী শুনি হাসি সুমধুর। "হেরিলে অপরা নারী ফলে তায় পাপ, পত্নীর বদন, যত নিরখিবে পুণ্য অর্জ্জিবে ততই।" কহিলেন সত্যবান, সত্যপুত প্রাণে। বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়িবার আগে, কেহ কার জায়া নয় কেহ কার পতি। নাহি অধিকার কারও, মুখ কিংবা মুখছবি দেখিতে কাহার। মৌখিক কথায় পত্নী, বলিলে অবশ্য তায় পত্নী নাহি হয়, কিন্তু সে বলায় পাপ বর্ত্তে বহুরূপে। দর্শনেও সেই পাপ কহিনু জননী। মনুষ্য-নয়ন মাগো, দর্শনেও পাপপুণ্য জ্ঞান অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবুদ্ধি বহুবিধ অর্জ্জিতে সক্ষম।"

আশীষে অমনি মাতা, মনোজবজয়ী সেই পুত্র সত্যবানে। "ধন্য তুমি এ ধরায় ক্ষণজন্মা জন। সাধে কি সাবিত্রীদেবী, তোমার উপরে দেখি ব্রত আকাঙ্ক্ষিণী। আমাদের ভাগ্যচক্র এই দেবী ফিরাইতে এসেছে নিশ্চয়।"

কহিলেন শ্বশুর, বিস্ময়বিকাসী আঁখি করি বিস্ফারিত।—"তাই বুঝি সে সুন্দরী, তপোবন দরশনে এসেছিলা এথা?"

কলিলেন শৈব্যা সতী। "কবে মা আসিল এথা আমরা না জানি। দ্বারে আসি গেলা ফিরি, দেবীর দর্শন নাহি ঘটিল কপালে।"

বিবরিলা ঋতম্ভরা সাবিত্রী চরিত। "পূর্ব্ব পর্ব্বতের কোলে, পূর্ব্বাকাশ-তলে যথা লোহিত তপন ; বসিলা উদীয়মানা, শিবির পাতিয়া সতি কতিপয় দিন। যত মুনিকন্যা মোরা, নেত্রানন্দ-সন্দর্শনে দেখনু সে দেবী। বনের মহর্ষিগণ, কত না সুখ্যাতি তাঁর করিলা চৌদিকে। তোমরা না জান কিছু মরি কি আক্ষেপ!"

এহেন সময়, মন্ত্রীবরে প্রতিদান করি রাজঋষি, আইলা দ্যুমৎসেন শৈব্যার সমীপে। কহিলা সকল কথা কানে বাখানিয়া; বিবাহ উৎসবে, পতিপত্নী উভজনে মাতিলা আবাসে।

৫ * বিবাহ উৎসব। * ৫

আজ্ঞাপ্রাপ্ত অশ্বপতি অতি কুতুহলি, মাতিলা আনন্দে এবে; করিলা কতই দান মুনিঋষিগণে। মুনিকন্যাগণ তাঁরা, পাইলা বসনভূষা বিবিধ বর্ণের, কত মনোহর দ্রব্য জননী তাঁদের। মুনি-মনোহারী সেই বসনভূষণে, সাজিলা অপ্সরা সবে, চলিলা আনন্দমনে সাবিত্রী দর্শনে। এবে রাজা অশ্বপতি, কঙ্কর কণ্টক দূর করি সে বনের, বিরচিলা কতিপয় পথ মনোহর। সে আঁধার বন তায়, রাজার উদ্যান প্রায় হইল সুন্দর, লোচন-মোহন অতি। রাজার সে সদাচারে পরিতুষ্ট সবে।

রাজর্ষির পর্ণাবাসে, আনন্দের মহোচ্ছাস পাইল প্রকাশ। প্রভাতে মঙ্গলবাদ্য বৈকাল সন্ধ্যায়, বাজিতে লাগিল তথা শিপ্রার পুলিনে। মৃদঙ্গ তবলা খোল, খঞ্জনি নাগরা, বনগর্ত্ত আরোবিত লাগিল করিতে। চমকিল বনজন্তু, মাদল মুচঙ্গ ঘণ্টা সপ্তস্বরান্তরে। তুবড়ী সানাই সিংগা, মন্দিরা করতাল যত শঙ্খ বাঁশী রাজি, আতঙ্কিত বিহঙ্গমে করিল কতই। মিশ্রিত বাদ্যের ধ্বনি লহরী তুলিয়া, বাজিতে লাগিল কানে দূর তপস্বীর। স্বর্গের আনন্দ যত নন্দন বনের, পাইল প্রকাশ বনে।

একটি কাষ্ঠের হর্ম্ম্য এই শিপ্রাতীরে, করিলা নির্ম্মাণ রাজা, যৌতুকে দিবেন তাহা কন্যারে আপন। কাষ্ঠের ফলক হ'তে, দ্বিতল আবাস তায় অলিন্দ চৌদিকে, সুন্দর সোপান সহ কক্ষ কতিপয়। আর সে প্রাঙ্গণে তার, সুন্দর রন্ধনশালা করিলা নির্ম্মাণ। সপ্রাঙ্গণ সে আবাস, কাষ্ঠের প্রাচীর দিয়া দিলেন বেরিয়া। শিপ্রানদে সেতু এক অতি মনোহর, বিরচি দিলেন তিনি, আর তার জলে এক সুন্দর সোপান। শিবির নগরু তুলি আনি এই স্থলে, করিলা বসতি রাজা স্বল্পকাল হেতু। তাপস-নগর নাম হইল ইহার। মনোহর এ নগরে, অনেক তাপস আসি করিলা বসতি।

শ্মশ্রুজটাধারী যত তাপস প্রবর, অতুল যশস্বীজন মুনিঋষিগণ, পরহিতব্রতধারী

রাজর্ষি সকল; দলে দলে সেতু পার হইয়া হরষে, আসিতে লাগিল এথা রাজার সদনে। সুরকন্যা সাজি যেন মুনিকন্যাগণ, সাবিত্রীর পাশে আসি লাগিলা বসিতে। আলাপ করিয়া তাঁরা, দৌড়িয়া আবার, রাজর্ষি ভবনে গিয়া শোনায় সংবাদ। হিংসা দ্বেষ শূন্য দেশ সেই তপোবনে, এই লীলা সুরলীলা, চলিতে লাগিল তথা স্বরগবিরাগে। আপনি আনন্দদেবী, নামিলা যেনবা সেই আঁধার ধরায়; লাগিলা ভ্রমিতে আর, মুনিঋষিগণে দিয়া খেলা স্বরগের। আপনি আকাশ যেন, মাতিয়াছে এ বিবাহে সাবিত্রী দেবীর, এমনি ভাবের এক, হইল উদ্ভব তথা মুনিঋষি মাঝে।

একদিন শুভদিনে মহর্ষি সকলে, তাপসনগরে আসি রাজার প্রাসাদে, করিলেন দিন স্থির শুভবিবাহের। সেই নির্দ্ধারিত দিনে, প্রদেশ প্রেরিত সাজে সাজাইয়া বর, রমণী পুরুষে তারা সাজিয়া সকলে, বাজায়ে মঙ্গলবাদ্য, রাজর্ষি ভবন হতে হইলা বাহির। চলিলা সে বরযাত্রী, স্বল্পদূর তথা হ'তে তাপস নগরে। উজ্জ্বল করিয়া বন বসনভূষণে, চলিলা সকলে তাঁরা, বিধাতার গুণগান করিয়া কীর্ত্তন।

মনোহর সেই বাদ্য গীতির শ্রবণে, শাখায় বিহঙ্গবৃন্দ লাগিল নাচিতে। কাকাতুয়া কলবিঙ্ক খঞ্জন সালিক, আশীষিল বসি শাখে সুন্দরী সারস। মধুর পায়রা টিয়া মৎস্যরঙ্গদল, বরের কুশল কামী হইল শাখায়। বুলবুলি চকোর ফিঙ্গা নুরী কাদা খোঁচা, আনন্দ করিল সবে সে যাত্রী উপরে! আর বনজন্তু যত, করিলা সকলে তারা কত আশীর্ব্বাদ। সর্প অজগর মৃগ, বিবর শৃগাল, দিল ছাড়ি পথ সিংহ ভল্লুক পেচীল; জিরেফা নকুল জিব্রা শূকর শশক, দেখায় সম্মান সবা যার যে ধরণে। শাখে শাখে আরোহিয়া, ছাড়ায় কুসুম কাট-বিড়াল কৌতুকে।

ক্ষণকাল চলি পথ, তাপস-নগরে সবে আসি উপজিলা। পরপার হতে সেই সেতু পারাইয়া, আইলা বিস্তর ঋষি মহর্ষি তাপস। মহানন্দে আনন্দন করি মহীপতি, করিলা গ্রহণ সবা; বসাইলা সভাস্থলে যত্নের আসনে। তোষিলা তা'পর, ভোগেচ্ছা রোচক যত সামগ্রী উত্তমে।

আহারান্তে শান্তভাবে, দেবর্ষি মহর্ষি আদি সন্ন্যাসী পণ্ডিত; দ্বিজাতি ঋত্বিক যত সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; একত্র বসিয়া সবে, আরম্ভিলা তর্কেতর্ক, বেদ শাস্ত্র হ'তে যত মহার্থ কথার। সুশব্দসাগর-মন্থী, সুকাব্যবিনোদগণ লাগিলা দেখাতে, সারবতী রচনার সৌন্দর্য্য সকল। আর জনে জনে তাঁরা, বিস্তর কবিতা পাঠ করিলা সভায়। সন্ধ্যা সমাগমে তবে, বিবাহের তন্ত্রমন্ত্র হইল পঠিত; যথা বিধিমতে আর, সাবিত্রীও সত্যবানে হইল বিবাহ। আনন্দে পূরিল বন ভবন রাজার; নাচিয়া বহিল শিপ্রা, গেলা ভরি উপত্যকা আনন্দের রবে; আরম্ভিলা গীতিবাদ্য মুনিকন্যাগণ।

৬ ❋ কন্যা সমর্পণ। ❋ ৬

কন্যাসম্প্রদান হেতু, মহীপতি অশ্বপতি আসিয়া সভায়, সত্যবানে সযতনে, আনিলা ভবনে, বসাইলা সাবিত্রীর দক্ষিণ পারশে। মনোহর আলোপাঁতি জলিল চৌদিকে, তার মাঝে বরকনে অমূতভূষণে; শোভিল যেনবা, চন্দ্রকরপ্রভাসিত, সরসীর মধ্যভাগে নলিনী যুগল। মুনিপত্নী-কন্যাগণ, মালবী সুন্দরী, দাঁড়াইলা বেড় দিয়া নবোঢ়া কন্যার। সে রূপমাধুরী হেরি, আনন্দে বিভোরা তথা হইলা সকলে।

মহীপতি অশ্বপতি, ফুলমাল্যসহ বসি সম্মুখে তাঁদের, দিলা বাঁধি করে করে, দিলা হুলাহুলী মিলি রমণী সকলে। বরের সুচারু কর ধরি নরপতি, কহিলা আনন্দ মনে সনীর নয়নে। " চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি এ কন্যা-রতনে, পেলেছি পরাণে রাখি। এক বিন্দু অশ্রুজল, নীলোৎপল নেত্রে কভু না দিনু ঝরিতে। আদরের ধন মোর, বিশুর আব্দার আমি রেখেছি কন্যার। অসুখ বিসুখে আর, মুখে মুখ দিয়া মোরা পড়েছি শয্যায়, কেঁদেছি আতঙ্কে কত। আজি সেই পুষ্পরত্নে, হৃদিবৃন্ত হতে ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছায়, সঁপিনু তোমার করে, ক্ষমবান এর প্রতি হইও সদয়।" এই বলি কতক্ষণ, কাঁদি নরপতি আর কাঁদায়ে সকলে, কহিলা কন্যার প্রতি ফিরায়ে নয়ন। "এই পতি এই গতি, ইহলোক পরলোকে হইল তোমার। এঁরি পদে মতিগতি রেখ মা আমার।—ভালমন্দ কোন কিছু না করি বিচার, ক্রীতদাসী প্রায়, যাহা কিছু আদেশিবে করিবে পালন। ঢালিয়া পরাণ মন শুশ্রূষা যেমন, করিতে মা আমাদের, ততোধিক ভক্তিভাবে, শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবিবে চরণ, পতিরে করিবে ভক্তি। রাজার নন্দিনী বলি কোন অহঙ্কার, দেখাও না কোন স্থলে। নাহি অবহেল কভু পালিতে আদেশ, অবাধ্য হয়ো না বাধ্য থাকিও সদাই। জানিও নিশ্চয় মাতঃ রমণী জাতির, থাকে যদি কোন ধর্ম্ম এই ধরাতলে, আছে তবে তাহা, পতি সেবা শ্বশ্রূ সেবা শ্বশুর সেবায়। আর যদি অন্য কোন থাকে গুরুজন, তাঁহাদেরও সেবাভক্তি করিবে যতনে, সন্তুষ্ট রাখিবে সবা। এই ধর্ম্ম বিনা, রমণীর আর ধর্ম্ম, আছে কি না আছে তাহা আমি নাহি জানি। জাতিভেদ নাই এতে গোত্রভেদ কোন, যে কোন রমণী, রক্ষা করি চলিবে এ ধরম তাহার, সুরেশ্বরী হবে সেই কহিনু নিশ্চয়। এই আরাধনা বিনা, আর কোন আরাধনা নাই রমণীর। অন্য আরাধনা যদি চাহ মা করিতে, এঁদেরি মঙ্গল তায় করিবে কামনা।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া নরপতি, করিলা প্রস্থান যবে; মালবী সুন্দরী আর, সম উপদেশ দিয়া ত্যজিলা সে স্থল; সখীদল মিলি তবে লাগিল নাচিতে। বহিলা

সুন্দরী সহ, সাবিত্রীর সখীবৃন্দ ছিল তাঁরা যত ; দাঁড়াইলা বামপার্শ্বে দম্পতী দোঁহার। পুণ্যকর্ম্মা ঋতম্ভরা, গাঙ্গিনী ধূসরা আদি মুনিকন্যাগণ ; দাঁড়াইলা অন্যধারে, পক্ষা-পক্ষী ভাবে। আরম্ভিলা গান এক মুনিকন্যাগণ, প্রকাশি গৌরবচয় তাঁদের সম্ভব; দেখায়ে প্রভেদ আর, তপোবনবাসী সহ সংসার বাসীর।

গান।

মর্ত্ত্য হতে স্বর্গধামে, আজ এসেছে—একটি ফুল,
শশী হেরে প্রাণে মরে বেশ ফেঁসেছে—একটি ফুল।
নলিন্ বালা জলে ভেসে,
মজুল মনে শশীর হাসে
পরাণ্ বেঁধে কেঁদে কেঁদে আজ হেসেছে—সেইটি ফুল।
সেই তো কুসুম মর্ত্তবাসী,
প্রেম পেয়েছে স্বর্গে আসি,
শশীর প্রাণে প্রাণ সঁপিয়ে আজ্ বসেছে—একটি ফুল।

এইরূপ নৃত্যগীত করি কতক্ষণ, মানসমোহিনীগণ, আরম্ভিলা উভদলে বচসা সুন্দর। কহিলা বর্হিণা হাসি, সাবিত্রী সতীর স্মৃতি করি আকর্ষণ। "ভাসি শোক সরোবরে, কত দিন ধরি করি বারি বরিষণ, পেয়েছ স্বর্গের শশী ;—কেন তবে কহ তোমা মৌনমুখী দেখি ?—তবে কি সুন্দরী তুমি, শশীভ্রমে ধরিয়াছ বনচারী জনে ?"

উত্তরিলা ঋতম্ভরা মধুসম্ভাষণে। "নগরনিবাসী যারা, দারুণ কৃপণজ্ঞান হয় দেখি তারা !—তাই বনচারী ভাবে, ধর্ম্মজ্ঞানালোক-পূর্ণ শশী সম জনে। বোঝে না মর্য্যাদা কোন ঋষি সন্ন্যাসীর।"

কহিল বর্হিণা শুনি। "বনবাসিগণ, নগরবাসীর জ্ঞানে পারে কি পশিতে ? তারা ভাবে বিশ্বময় অজ্ঞান সকলে, কেবল তারাই জ্ঞানী।"

কহিলেন ঋতম্ভরা হাসি-ভরা মুখে। "আমরা জ্ঞানী কিসে, জ্ঞানিনী হইয়া, বিবরি বলিতে তাহা পার কি সুন্দরী ?" উত্তরিলা হাসিমুখী বর্হিণা রূপসী। "অন্ধ-কার বনে বসি, বনজন্তু হতে, কি অধিক শিক্ষা তুমি পাইলে তা' কহ ?—একই তো বিদ্যালয়ে শিক্ষা উভয়ের !" এই বলি হাসিলেন হাসি মনোহর। পরন্তু কহিলা পুনঃ—"আমরা নগরে বসি অর্জ্জি যেই জ্ঞান, অজ্ঞান বলিয়া নিন্দা কর সে জ্ঞানের।"

কহিলেন ঋতম্ভরা হাসি মনোহর। "তোমরা নগরবাসী, অলীক লইয়া চর্চ্চা

কর বিদ্যালয়ে, কবে রাখ গতিমতি সত্যের সন্ধানে ? বহিস্তত্বে তত্বী বটে, অন্তস্তত্বে কোন সত্ব না রাখ তোমরা ; সকল কাজেতে ভুল কর তাই সবে। সে জ্ঞান থাকিলে, নিশ্চয় বুঝিতে তবে, সত্যবানে শশী বলি'—তারা আমা সবা।"

কহিলা বর্হিণা সতী। "শশী যদি সত্যবান, স্নিগ্ধ রশ্মি রাশি ওঁর পায় কি দেখাতে?—স্বর্গশশী বিশ্বজনে যেরূপে হাসায়, সে রূপে তোমরা, পেয়েছ কি হাসাইতে মর্ত্তের মানুষে ?—শশী, তারা বলি-তোমা কেন সম্বোধিব ?"

উত্তরিলা ঋতম্ভরা কোকিলার স্বরে। "মর্ত্তবাসী কবে বল, স্বর্গের অবস্থা পাঠ করিতে সক্ষম ?—তারা দলে তারা, জ্যোতির অসংখ্য বিন্দু বলি ভাবে মনে।—তারার আকৃতি কিন্তু কত যে বৃহৎ, তারা না ভাবিতে পারে মর্ত্তের মানুষ। ধৈর্য্য বীর্য সহিষ্ণুতা ধর্ম্ম নাই যার, করে পূজা হিংসা দ্বেষ স্বার্থের কেবল ; প্রতিনিতি করে পাপ কাঁপায় ভূধর। ধরণী অধীর তার, চাহে ভূকম্পনে সবা- করিতে বিনাশ।—তারা কি বুঝিবে!—কে তাদের অবিরত পুণ্যদান করি, বিবিধ বিপত্তি হ'তে করিছে উদ্ধার ? গুণ মানিবার জ্ঞান আছে কি তাদের ?"

কহিলা বর্হিণা শুনি। "ভাল যেন গুণ কভু না জানি মানিতে, না দেখিতে পাই জ্যোতি, হিংসায়-সঙ্কোচ-আঁখি মর্ত্তবাসী মোরা।—তোমরা তো স্বর্গবাসী তারা রাশি প্রায়, সত্যবানে চন্দ্ররূপে পেয়েছ সকলে ; বল দেখি তবে শুনি, পূর্ণতনু ক্ষীণতনু হয় কি উঁহার ?"

উত্তরিলা ঋতম্ভরা মধুমাখা মুখে। "মুনিঋষি সম যদি পারিতে তোমরা, করিতে নিরম্বু-উপবাস প্রতিমাস, তা'হলে জানিতে, তপের প্রকোপে তনু, তপস্বী জনের ক্ষীণ হয় কতদূর ? তপজপ কর কবে জানিবে সে কথা !"

দেখাইয়া সত্যবানে প্রশ্নিলা বর্হিণা। "শশীসম স্বর্গমর্ত্ত্য হাসাইতে ইনি, পারেন কি সরোনীর, নলিনীর প্রাণ আদি কানন কান্তার ?—হাঁ বটে স্বর্গের শশী, প্রতারিতে মহাবীর মর্ত্তের মানুষে।—ঐ কেন নাহি দেখ, ভাসায়ে রেখেছে জলে খনি মাণিকের।—ঐ বিদ্যা বিনা, বনে বসি অন্য জ্ঞান কি আর অর্জ্জিলে ? দেখেছি বিস্তর মোরা, বনের সন্ন্যাসিগণ পশিয়া নগরে, (চন্দ্র যথা সরোনীরে) চারিদিক প্রতারণা করিয়া বেড়ায় ; অজ্ঞান লোকের ধন হরে ছলনায়।"

উত্তরিলা ঋতম্ভরা। "বিশ্বের মানুষ, প্রতারিত হতে দেখি বড় ভালবাসে ; তাই তাদের জ্ঞান দান করিবার তরে, করে শশী সেই কাজ। এই শিক্ষা দেয় তায়—"জ্যোতি হেরি হীরা বলি না ভাব সকলে। কিন্তু তুমি লোভী লোক সে জ্ঞান কি পাও। তুলিতে অলীক রত্ন ঝাঁপ দাও জলে।—ভণ্ডদলে ঋষি ভাব।"

কথায় হারিয়া এবে কহিলা বর্হিণা। "সত্যবানে দুই কথা বলিব আমরা, রহস্য তামাসাচ্ছলে ; তোমার পরাণে কেন এত বাজে তায় ?—কে হন তোমার ইনি ?"

কহিলেন শ্বতম্ভরা। "বাল্য-সহচর মোর আর কে হইবে ?"

কহিলা বর্হিণা হাসি। "যৌবনের সহচর না করিলে কেন ?"

কহিলেন শ্বতম্ভরা। "ঘটিত তাহাই সত্য, যদি তব সখী, আসিতে বিলম্ব কিছু করিতেন এথা। কত ভালবাসি ওঁরে নাহি জান তুমি !—অসিধারাব্রতে, আমিই উত্তীর্ণ ওঁরে করেছি কহিনু।"

কহিলা বর্হিণা শুনি হাসি সুমধুর। "তবে তো সাবিত্রী সতী, পাতে-বাড়া ভাত তব লয়েছে কাড়িয়া, রুষ্ট না হইয়া তায় তুষ্ট কেন তুমি ?"

কহিলেন শ্বতম্ভরা, মরি কি মধুর কথা কর্ণে বর্হিণার। "হিংসা দ্বেষ শূন্য দেশ এই তপোবন ; এখানে আমরা, যা করে বিধাতা হই তা'তেই সন্তোষ। তোমাদের মত, বিধির উপর নাহি প্রকাশি বিধান।—আমাকে করিয়া যোড়া গড়েনি যাঁহার, আমার ইচ্ছায় তাঁরে পাইতে কি পারি ? তোমরা হইলে, চালিতে এ কথা লয়ে কত দাবা বড়ে। কত বাদ এ বিয়েতে সাধিতে অন্যায়।" জ্ঞানগর্ভী কত কথা এরূপে হইয়া, পরিশেষে সবে মিলি, করিতে করিতে গান করিলা প্রস্থান।

গান।

চল চল গো সখী সবে ত্যজি এ ভবন,
দু'জনে হ'তেছে কত জ্বালাতন।
মনের কথা—প্রাণের ব্যথা,
আমরা সরিলে চলিবে তখন।
হাসিবে খেলিবে—সোহাগে গলিবে,
করিতেছি মোরা সে সুখে বঞ্চন।

৭ * প্রাণেপ্রাণে। * ৭

সত্যবান-পার্শ্বে এবে সাবিত্রী সুন্দরী, শোভিলা নির্জ্জনে তথা বাসর মন্দিরে। মৌন মুখী সাবিত্রীর সোমাল চিবুকে, রাখি কর সত্যবান কহিল কৌতুকে। "যজ্ঞ সাধনায় স্বামী পেয়েছ সুন্দরী, মৌনব্রতে ব্রতী তবে কেন রূপবতী ?"

ব্রীড়াভারে অবনতা কহিলা রূপসী। "এই তো কহিছি কথা—আর কি কহিব।"

কহিলেন সত্যবান। "আমি কি শেখায়ে দিব কি তুমি কহিবে!"

কহিলা শোভনা। "শিক্ষাগুরু—শিক্ষা তবে না দিবেন কেন?"

কহে সত্যবান হাসি। "বল দেখি শুনি তবে। বনবাসী সন্ন্যাসীরে, রাজার নন্দিনী তুমি কেন নির্ব্বাচিলে? রাজভোগ হেলি কেন আসিলে এখানে?"

কহিলা আদর্শসতী, বারেক তুলিয়া তাঁর চপল-চাহনী।—"সে ছিল আমার সাধ, আপনি তো আর, না করিলা নির্ব্বাচন আমা অভাগীরে।"

কহিলেন সত্যবান। "অনিচ্ছায় বিবাহ কি করিনু তোমায়?"

কহিলা সাবিত্রী সতী। "পিতার ইচ্ছায় তব, নহে তো নিজের।"

কহিলেন সত্যবান। "সে কথার কি প্রমাণ পাইলা সুন্দরী?"

সুধীরে কহিলা সতী। "অৰ্দ্ধদৃষ্টি আপনার মম মূর্ত্তি পরে।"

কহিলেন সত্যবান, ধরি কর পদ্মখানি হৃৎরঞ্জিনীর। "অপরাধ বলি তা' কি করিলা গ্রহণ?—যদি তাই হয়, কহ তবে প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করিব।" কহিলা সুষমা যেন অভিমানে ভরি। "দেখিবার যোগ্য হ'লে দেখিতেন তাহা।" কহিলেন সত্যবান, একটি চুম্বন দান করি সে কপোলে। "মুনিমনোহারী এই লীলা লাবণ্যের, রাখিবার যোগ্য যাহা পল্লবে আঁখির, দেখিবার যোগ্য নহে বলিছ কেমনে?"

প্রশ্নিলা সাবিত্রী এবে মনোহর মুখে। "কি মহা কারণে তবে, কহ শুনি মূর্ত্তি মোর নাহি নিরখিলা?" কহিলেন সত্যবান, দ্বিকরে ধরিয়া তুলি সে ইন্দু বদন। "চিত্ত-বিনোদন এই বদন চন্দ্রমা, ইহারি আদর্শ তাহা; পারে না কি মুনিমন টালিতে সহজে।—বল দেখি সে দশায়, পাপ কিংবা পুণ্য, অর্জ্জিতাম মনোলোভী সে বিভা দর্শনে? আর যদি সে দর্শনে, দেবীমূর্ত্তি তুমি, মাতৃভাব এ পরাণে হইত উদয়, এ শুভবিবাহ পণ্ড নাহি কি হইত? দূর ভবিষ্যৎ ভাবি করেছিনু কাজ।"

সত্যবানে শত ধন্য দিয়া মনে মনে, চিন্তিলেন কতক্ষণ সাবিত্রী সুন্দরী, অনন্তর কহিলেন করিয়া প্রকাশ। "যা আপনি কহিলেন, এতে এক ভয় মনে উদেছে আমার।—ঐ রূপ পাপ এক করিয়াছি আমি। দেখিয়াছি আপনাকে, এই তপোবনে আসি বিরল-গোপনে। কহ প্রাণেশ্বর কহ, তার হেতু প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করিব।"

কহিলেন সত্যবান কোমল বচনে। "গুরুজন সবাকার, পরাণ ঢালিয়া সেবা কর প্রাণেশ্বরী। তাঁরা আশীষিলে, রবে না কোনই ক্লেশ কহিনু তোমায়। গুরুভক্তি বিনা ধর্ম্ম নাহি রমণীর।"

কহিলা সাবিত্রী সতী পতির চরণে। "যদিও অভ্যস্ত আমি তদ্রূপ সেবায়, তথাপি আপনি, করুন সে আশীর্ব্বাদ, মতি গতি যেন মোর থাকে সেই দিকে।"

কহিলেন সত্যবান উপদেশ দিয়া।—"মর্ত্তের মানব হ'তে স্বর্গের দেবতা, জীবজন্তু হ'তে যত বিহঙ্গম কুল, ধনী মানী জ্ঞানী জন, কি কব অধিক, আপনি ঈশ্বর হন সেবায় সন্তোষ।—কর সেবা আর সেবা করাও সকলে, সেবাকেই প্রেম কহে। যে নারী এ মহাধন অর্জ্জিবে ধরায়, নিশ্চয় অর্জ্জিবে সেই, ধরায় ধরার রাজ্য স্বরগে স্বর্গের। অতুল সম্বল ইহা অবলাদলের, তুলনা ইহার নাই।"

কহিলা আদর্শ সতী সুরভী ভাষায়। "দর্শনের আগে, না জন্মিল কোন প্রেম, আপনার তরে নাথ অন্তরে আমার। এখন জন্মেছে এত, কি কব অধিক, মৃত্যুতে মরণ আমি করিব কামনা। তাই জিজ্ঞাসিতে চাই—নিরাকার নারায়নে, কভু না দেখিনু যবে নশ্বর নয়নে, কেমনে এ প্রাণে প্রেম উদিবে তাঁহার?—দেখেছি ঠাকুর গণে, উদেছে তাঁদের প্রেম আত্মায় তাহাই।"

কহিলেন সত্যবান সোমাল বচনে। "মৃণ্ময় প্রতিমা সেই, তার প্রেমে মুগ্ধ তুমি হইতেছ কেন?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলা সাবিত্রী আবার। "তবে কেন পূজে সবে, মাটির পুতুল যদি বস্তু সে অসার।"

কহিলেন সত্যবান বিবরি ব্যাখ্যায়। "তোমারে রাখিয়া এথা, জনক জননী তব যাইয়া আবাসে, তোমার প্রতিমা তথা করিয়া দর্শন, লভিবে কেমন সুখ! চুমিবে অধরপল্ল রাখিবে হৃদয়ে, দেখিবে স্নেহের চোখে।—বল দেখি সেই স্নেহ, প্রতিমাকে দেখাবেন অথবা তোমায়? তেমনি জানিবে প্রিয়ে, এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রতিমা যাঁদের, স্মৃতিতে তাঁদের স্থিত করিবার তরে; এ মূর্ত্তি সম্মুখে রাখি, ভক্তি সহকারে পূজা করেন সকলে।—পূজি পদাম্বুজ কিন্তু সেই দেবতার, নহে এই কর্দ্দমের।—প্রতিমা দেখিয়া আর তাঁহাকে স্মরিয়া, করে যেইজন পূজা, তারি উপাসনা হয় গ্রহীত তথায়।"

জিজ্ঞাসে সাবিত্রী সতী পাইয়া নূতন জ্ঞান পতির বচনে। "নিরাকার যবে তিনি, তাঁহার প্রতিমা তবে পাইব কোথায়, পূজিব কেমনে তাঁরে?"

কহিলেন সত্যবান। "মহিমা তাঁহার তুমি দেখে কাজ কর? লিপি দেখে চিনে লও লেখক কেমন! লিপি যবে রহিয়াছে, প্রতিমার তবে তাঁ'র অভাব কোথায়?" কহিলা আদর্শ সতী মনোহর মুখে। "কোথায় পাইব লিপি কহ বুঝাইয়া, যা' দেখি সে লেখকের বুঝিব মহিমা?"

কহিলেন সত্যবান। "তোমাতেই তাঁর, রহিয়াছে কতরূপ মহিমা অদ্ভুত।—

এই যে দেখিছ তুমি, বিশ্বের যতেক বস্তু নয়নে তোমার, হতেছ সন্তোষ তায় কভু অসন্তোষ! কে তোমায় তুষ্ট করে কেন হও তুমি? কে তোমায় কি কৌশলে, দেখায় বিশ্বের বস্তু হাসায় কাঁদায়; পার কি বুঝিতে তাহা?—শুনিতেছ সত্য তুমি, কিন্তু কি বুঝিতে পার কেন শুনিতেছ?—চলিতেছ—বলিতেছ—প্রেমিকের সাথে কথা কহিতেছ হেসে, হতেছ শীতল তায়, কাঁদিতেছ হাসিতেছ দুখ সুখ পেয়ে; কিন্তু কেন হাস কাঁদ পার কি বলিতে?—বল দেখি কে তোমারে গড়িল এ রূপে, এতদূর রুচি দিয়া এতাধিক রূপ, এত অহঙ্কার সহ এত সরলতা। এই সব লিপি পাঠ কর তুমি তাঁ'র, চিনিবে সত্বর তাঁ'রে। ধর্ম্মজ্ঞানে শিশু যারা, তারাই প্রতিমা পূজা করে ধরাতলে; ধর্ম্মে ধুরন্ধর যারা, লিপি পাঠ করে তারা প্রতিমা না চায়। "যে জন পড়িতে জানে, সে কেন অন্যের মুখে শুনিবে কাহিনী?" এই বলি ধরি ধীরে সুচারু চিবুক, গাহিলেন সত্যবান।—

গান।

কারুণ্য পুল্ল পদ্মিনী তুল্য নয়নে প্রভাতি ভাতি—রে,
নীরবিন্দু হ'তে এ ইন্দু কে গড়ি দিল এ জ্যোতি—রে।
অন্তর বিপিনে প্রসূন বাস,
বিধুর অধরে মধুর হাস,
যে দিল তোমারে, এ ধরা মাঝারে,—সেই তো জগৎ পতি—রে।
গাও লো শোভনে তাহারি গান
যে তোমা করেছে জীবন দান,
ইন্দ্রিয়-বিজয়ী করেছে কারে, কারে বা সুমন্দ মতি—রে।
কারে বা দিয়াছে গৌরব জীবনী,
কারে বা করেছে নিন্দিত প্রাণী
কুসুমে সুবাস দিয়াছে কেমন সেই তো ত্রিলোকপতি—রে।
অনিল সলিল চলেছে সদা
বরষা দিতেছে শূন্যে নীরদা,
ফলাদি কুসুমে এ বিশ্ব বিপিন সাজিছে দিবস রাতি—রে।
দেখিছ নয়নে সে নিত্য ঘটনা
অথচ বুঝিতে নারিছ কণা
পড় হে পান্থ বিধির গ্রন্থ নতত সুলভ অতি—রে।

৮ ✻ স্বরাজ্যে প্রস্থান। ৮ ✻

কন্যার বিবাহ দিয়া দ্বিসপ্তাহ ধরি, মহারাজ অশ্বপতি, সেই তপোবনে, করিলা হরষে বাস কাষ্ঠের আবাসে। অযুত আনন্দ সহ, জামাতা গ্রহণে যাগ করিলা আবার। সাবিত্রী যে কয়দিন, রহিলা শ্বশুরালয়ে স্বামীর সহিত; নিয়ত দু'বেলা তাঁরা, কন্যা দরশনে তথা রাণীরে লইয়া, যাইতেন কুতূহলি। বেহাই বেহান সহ, কত কথা মনোহর পাতিতেন তথা। প্রস্থানের কাল এবে হইল নিকট, দুহিতা জামাতা আদি বেহাই বেহানে, বসাইলা আনি সবা কাষ্ঠের আবাসে। যৌতুকে করিলা দান, বসন-ভূষণ কত গো মেষ মহিষ। যাহাতে কন্যার কোন না হয় অভাব, করিলা তদ্রূপ তিনি যত্ন সহকারে। বহিণা সখীরে রাখি, আঁর দাসদাসী, স্বদেশ যাত্রার হেতু হইলা প্রস্তুত।

সুশোভনা সাবিত্রী সতী এই কয় দিনে, শ্বশ্রূ শ্বশুরের প্রতি সেবাযত্ন করি, হরিলা তাঁদের মন। অনায়াসে তাঁহাদের চিত্তের উপর, বিস্তারি লইলা নিজ রাজ্য মনোহর। শ্বশ্রূ শ্বশুরের সেবা, স্বয়ং সাবিত্রী সতী করিতেন নিজে, দাসদাসী সবা, রাখিতেন অন্য কাজে জন্তর পালনে। মহারাজ অশ্বপতি বিদায়ের দিন; সাবিত্রী ও সত্যবান, যুগল মুরতি রাখি সম্মুখে আপন, আশীষিলা প্রাণ খুলি। "জীবন কল্যাণকর হ'ক তোমাদের; অনন্ত অন্তর সুখ, তোমা দোঁহা পরে বিধি করুন বর্ষণ, দেখ মুখ সন্তানের সত্বর তোমারা।" এইরূপে আশীর্ব্বাদ করি মহারাজ, রাজর্ষি সমীপে গিয়া বসিলেন তিনি। সাবিত্রী তখন, গেলেন বারেন্দা হতে, আইলা যেখানে, বসেন জননী তাঁর শাশুড়ীর পাশে।

স্নেহভরে করি চুমা জননী সুন্দরী, ফ্যাল ফ্যাল দু'নয়নে, সে কন্যার মুখ পানে রহিলা চাহিয়া। সেই চাহনিতে তিনি করিলা প্রকাশ, যে তুফান বহিতেছে অন্তরে তাঁহার; সে কন্যারতনে রাখি ফিরিতে আবাসে।..কহিলা সজল নেত্রে, "বস মা আমার কোলে, প্রাণ ভরে একবার দেখি মা তোমায়। না জানি বিধাতা, কত দিনে দেখাবেন এ সুধা-বদন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাগো, চলিনু রাজার সাথে রাজ্যে আমাদের, শতদাস দাসী লয়ে রাজত্ব করিতে; আর মা তোমারে, চলিনু রাখিয়া এথা বনবাসী করে!—দাসদাসী রহিল মা, অবিরত আমাদের দিও সমাচার।" এই বলি কর তিনি ধরি সে কন্যার, বেহানের করে তাঁরে দিলেন সঁপিয়া।—"কন্যাশূন্য ক্রোড় তব পুত্রশূন্য মোর, কন্যা দিয়া পুত্র আমি পেয়েছি যেমন, তেমনি ভগিনী তুমি পুত্রের

কল্যাণে, দেখেছ কন্যার মুখ। স্নেহের নয়নে এরে করিও দর্শন, ক্ষমাবতী হয়ো সতি! মাথার মাণিক মোর, চলিনু রাখিয়া তব চরণ সেবায়।"

কহিলা সে-শৈব্যা দেবী পরিতুষ্টা অতি। "বনবাসী করি সত্য চলিলা কন্যায়, কিন্তু আমাদের, রাজারাণী করে বোন যেতেছ তোমরা। এ কন্যা আমার কন্যা, উদরের ধন হেন পালিব যতনে।—যে দেবী পেয়েছি আমি, এ দেবী কি স্বর্গে গিয়া কভু পাইবার! তাই আমি ভাবি সদা, কেমনে এমন কন্যা করিলা প্রসব, ধরায় বা হেন দেবী আইলা কেমনে?"

কহিলা বিসাঁরি দুঃখ মালবী সুন্দরী। "যেরূপে সুন্দরী তুমি, দেবাংশ সত্যবানে করিলা প্রসব।" শৈব্যা সতী শুনি ইহা হাসিলা মুচকি।

এইরূপে দুহিতারে, বেহানের করে রাণী করি সমর্পণ, পশিলেন তপোবনে, মুনিকন্যা-পত্নী সবা, বিদায়-চুম্বন দান করিলা কাঁদিয়া। রাজাও আপন কাজ লইলা সারিয়া, করিলা সবার ঠাঁই বিদায় গ্রহণ। হইল সময় পূর্ণ, রাজারাণী রথে এবে আরোহি বসিলা, সৈন্যদল অশ্বপৃষ্ঠে। মহা সমারোহে কাঁদি করিলা প্রস্থান, লাগিলা চাহিতে আর পশ্চাত ফিরিয়া, সুষমা কন্যার পানে। সুষমাও সেই দিকে, অপলক দৃষ্টিপাতে রহিলা চাহিয়া। বিচ্ছেদ চলিল বাড়ি দ্রুত ব্যবচ্ছেদে।

শূন্য করি তপোবন, জনক জননী যবে করিলা প্রস্থান, হইলেন নিরানন্দা সাবিত্রী সুন্দরী, নির্জ্জনে বসিয়া সতী কাঁদি কতক্ষণ, চিন্তিলেন অবশেষে।—'অবলা জনের তরে জনক জননী, ভাবুক বাল্যের তাঁরা, যৌবনে ভাবুক ভর্ত্তা, বার্দ্ধক্যে যা'কিছু তার ভরসা পুত্রের।—এতদিন ছিনু আমি রাজার নন্দিনী, এখন তাপস-পত্নী, রাজবেশ কেন তবে করি পরিধান।—মুনিকন্যাগণ পরি বল্কলবসন, কেমন সুন্দর তারা দেখায় তাহায়।" এই বলি, করি ত্যাগ, রত্নাদি খচিত যত বস্ত্র মূল্যবান, পরিলা বল্কল-বেশ, বনপুষ্প অবচয়ি সাজাইলা তনু। খোঁপায় নলিনীদল, পরিলা কৌস্তভবক্ষা রুদ্রাক্ষের মালা। এইরূপে সাজি সতী, নমিলা চরণে আসি শাশুড়ী দেবীর।

সমুখারে (সুখা) বিভূষিতা নূতন ভূষণে, হেরি সে স্থবিরা দেবী, নূতন আনন্দ এক পাইলা অন্তরে, কহিলা কৌতুকমুখী। "কেন মা-জননী তুমি ত্যাজি রাজ-বেশ, বল্কলবসন আদি বনজ কুসুমে, সাজাইলা স্বর্ণতনু! মুনিকন্যা সবাকার হেরি পরিচ্ছদ, এ বেশ পরিতে সাধ উদিল কি মনে? তাই কি গো ফেলাইয়া, পিতৃদত্ত বেশভূষা রত্ন অলঙ্কার, সাজিয়াছ বনদেবী বনজ-কুসুমে?"

কহিলা শোভনা সতী মনোহর মুখে। "সে বেশে মুক্তার পাঁতি ঝলে সত্য বটে,

কিন্তু মাতঃ দেখ চাহি মানসের চোখে, এ বেশে ধর্ম্মের জ্যোতি জ্বলিছে কেমন!"

আনন্দে নাচিল প্রাণ, শুনি সে মধুর বাণী অধরে বধূর, কহিলা বিগলিচিত্তে। "কোন্ সুরদেশ হ'তে এসেছ মা তুমি, আঁধার এ তপোবন করিতে উজ্জ্বল, করিতে উজ্জ্বল আর প্রাণ আমাদের? কি পুণ্য মালবী করি প্রসবিলা তোমা, কি পুণ্য করিয়া আর, তোমা হেন ধনে আমি পাইনু পরাণে!—এত মায়া-মাখা-কথা, এত মধুভরা, কোথা মা শিখিয়া এলে ঢালিতে এ প্রাণে?—ইচ্ছা করে অনুক্ষণ, এ বক্ষে বসায়ে রাখি তোতাপাখী তোমা।—বল বল মা আমার, এ বেশে ধর্ম্মের জ্যোতি কিরূপ দেখিলে!—বল বল শুনি তব মনোহর মুখে, কিসে রাজবেশ হ'তে বল্কল উজ্জ্বল।"

কহিলা শোভনা-সতী, নিশ্বাসে কুঙ্কুম বাস করি পরিত্যাগ।—"পরি এ বল্কলবেশ মুনিকন্যাগণ, ভ্রমে যবে তপোবনে, জলচীল শোভে শোভী শোভনার দল, অতি চমৎকার তাহা দেখায় আমায়। ধর্ম্ম-ভাবে-ভরা জ্যোতি হেরি সেই বেশ; রাজ-বেশ গুলি মোর, মলিন হইতে থাকে জেন বা লজ্জায়।—সুরসৌর-কর রাশি, আকাশ হইতে নামি পশি নীলজলে, যে মণিখনির জ্যোতি বিস্তারে তথায়, তা'হ'তে অধিক জ্যোতি, সুরদেশ হ'তে নামি পশি ওই বেশে, ফলাইতে থাকে জ্যোতি নয়ন-মোহন। —তার আগে লাগে মাগো কোথা রাজবেশ!"

শিশুকন্যা সহ যথা জননী সুন্দরী, বচসার রসে তার ভিজায় রসনা, সেই রস পেয়ে যেন, শাশুড়ী বিভোরা মনে কহিলা আবার। "কই মা, আমি তো কভু গৈরিক বসনে কোন গরিমা না দেখি, দেখিলে কেমনে তুমি?"

কহিলা আদর্শসতী, শাশুড়ীর পরিশুষ্ক হৃদ্‌পুষ্প-বনে, নিশ্বাসে বসন্তঋতু করি আনয়ন। "না যদি থাকিবে জ্যোতি, কেন তবে মাতঃ! বিশ্বের মনুষ্য ছার, রাজ-রাজেশ্বর, যোগীঋষিদের দেন সম্মান এতেক?—দেখ না বিবেচি কেন, রাজবেশধারিগণ লভেন সম্মান, প্রজাসাধারণ হ'তে; কিন্তু এ বল্কলবেশ লভে যে সম্মান, বিশ্বের ভূপতি হতে দ্বারী ফেরেস্তার। তা' হ'তে অধিক মান রাজর্ষিরা পান। কেন না তাঁহারা, রাজভোগ অবহেলে ঈশ্বর-চিন্তায়।"

শাশুড়ীর হৃদোদ্যানে, এরূপে কুসুম রাশি ফুটাইলে সতী, বিমোহিলা হিয়া তিনি সে তার সৌরভে; স্নেহরসে পরিপূর্ণা কহিলা হাসিয়া। "আয় মা, একটি চুমা দে মা এ অধরে, জুড়াই এ পোড়া হিয়া, তোদের বালাই লয়ে মরি মা দু'টির। কোন্ জন্মে কত পুণ্য না জানি করিনু, তাই মা পাইনু, তোমা হেন সনুধারে এ জন্মে আমার।" এই বলি চুমা দান করি সে কপোলে, কহিলা আবার হাসি। "যে বস্ত্র পরিতে চাও

পর মা তাহাই। গোলাপ কুসুম, পাতা পরে বাসে দাতা তথাপি সে সতী! পাতাই সে রূপ-রাগ বাড়ায় তাহার।" এই বলি পুনরায় করিয়া চুম্বন, গদ্‌গদচিত্তে সতী উল্লাসে ভাসিয়া; গেলা চলি তথা হ'তে রাজর্ষি উদ্দেশে।

পূর্ণিমা জুয়ারে যথা নদী বিনোদিনী, মনের আনন্দরাশি নারি নিবারিতে, ছড়ায় হর্ষের নীর সীমার বাহিরে; চলিলেন শৈব্যাসতী, সেই হর্ষরাশি লয়ে, স্বামীর সমীপে গিয়া ছড়াইতে তথা। বিরাজে রাজর্ষি প্রভু, শিপ্রাসেতু পার্শ্বে বসি ধ্যানে আপনার। শৈব্যাসতী আসি পাশে বসিলা তাঁহার, বিবরিলা সব কথা, সুনুষার মুখে তিনি শুনিলা যতেক। শুনি কুতুহলি তিনি লাগিলা কহিতে। "আঁখির অভাবে প্রিয়ে, রূপের মহিমা তার নাহি নিরখিনু; শুনেছি বিণার বাণী কণ্ঠস্বর তার। সেবাযত্ন আর, করিতেছে আমাদের যেরূপ প্রচুর, প্রতীতি জন্মায় তায়, দেবকন্যা বলি তারে কহিনু তোমায়। সে হেন কোকিলা প্রিয়ে, স্বর্গের নন্দনবনে কভু কি ডাকিল? যে স্বর লহরী সহ সে ধীরা সুন্দরী, স্রোতে ঢালিতেছে সুধা কর্ণে আমাদের।—কিছুদিন ধরি যদি, এ সুধা এ কানে মোর থাকে বরষিতে, নয়নে নিশ্চয় জ্যোতি পাইব আমার।" এই বলি ধ্যানে তিনি বসিলা আবার।

৯ ❋ সাবিত্রীর চিন্তা। ❋ ৯

সৌরকর শরীরা সাবিত্রী সতীর মনোহর অন্তরমন্দিরে, কোনপ্রকার গৌরব বা অহঙ্কার ছিল না, শ্বশ্রূদেবী তাঁহার সেই শতদলশোভী কুন্তলকান্তিতে সতত ভ্রান্তমতি। এবং সেই স্নেহমায়ায় গঠিত প্রতিমার প্রতি অনুক্ষণ স্নেহবর্দ্ধিনী হইয়া থাকিলেও, তিনি কথনই তাহাতে আব্দার করিতেন না। গুরুজনেরা তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল চাহুনীর উপাসক সাজিয়া, অবিরত তাঁহার অফুরন্ত সেবাযত্নের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও, অহমিকাশূন্যা সুন্দরী তাহাতে অহঙ্কার করিতেন না। তাঁহার অনন্ত নম্রতা, বন-পুষ্প-দুষ্প্রাপ্য চিরস্থায়ী কোমলতা এবং ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যের গরীয়সী কীর্ত্তিরাশি, তদীয় স্বামী শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী প্রভৃতি বনের মহর্ষি সকলকেও অনুক্ষণ মন্ত্রীভূত করিয়া রাখিল। তাঁহার হৃদয়ভরা সৌহার্দ্দ্য, ভগিনী-নিভ সেবাযত্ন, কুটুম্বিনী-সম্ভব বাসনা-মোহন আলাপ, কল্যাণী-কন্যার-ন্যায় ভক্তিভরা উক্তি, গুরুগম্ভীর ধর্ম্মাদেশ, সেবিকা সম্ভব পরিচর্য্যা সকল, স্বামী শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবীর মনপ্রাণ মাতাইয়া রাখিল।

অতি প্রত্যুষ হইতে নিশার্দ্ধ পর্য্যন্ত, সেই সদ্‌গুণ-সম্পন্না-সাবিত্রী, এই গুরুগণের

জন্য, অকাতর-চিত্তে পরিশ্রম বিতরণ করিতেন। এখন তিনিই তাঁহাদের সংসারের সহায়, গৃহের লক্ষ্মী, বিপদের শান্তি, কাজকর্ম্মের উৎসাহ, নয়নের জ্যোতি, শ্রবণের সঙ্গীত, নিশ্বাসের বায়ু, বর্ত্তমানের সুখ, ভবিষ্যতের আশা এবং অতীতের স্মৃতি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গুরুগণের সম্মানোপযুক্ত-সেবা-দানের-জন্য সাবিত্রী সতী, তদীয়া পিতৃপ্রদত্ত সেবক সেবিকাদের দ্বারা, তাঁহাদের সেবা না করাইয়া, ঐ সকল সেবায় নিজভুজ প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার এই অপরিসীম সদ্‌গুণের জন্য, স্থবির স্থবিরাদ্বয় যে কি, কথায় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, শব্দমালায় তাহা খুঁজিয়া পাইতেন না। সাবিত্রীর অসাধারণ কল্যাণে, তাঁহারা যথাসময়ে পূজার উপকরণ সকল, ভোজনের সামগ্রী নিচয়, সুসজ্জিত অবস্থায় যথাস্থানে ও বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাপ্ত হইতেন। স্বামীও তাঁহার ভূলোকদুর্লভ প্রিয়ার সদাচরণে যৎপরোনাস্তি আনন্দানুভব করিতেন। কাননের মুনিকন্যারাও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

এইরূপে নিবসতি ও তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে, সেই বনবাসী সাধুগণের কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মহামুনি নারদের ভবিষ্যদ্বাণী সকল, সাধ্বী সাবিত্রীর অন্তরশীলায় অনলঅক্ষরে ক্ষোদিত ছিল। তিনি এক জলন্ত-চিন্তা স্মৃতিমধ্যে ধারণ করিয়া, গণিয়া গণিয়া দিনপাত করিতেছিলেন। তাঁহার এক একটি দিন এক একটি অনলশীখা, তদীয় অন্তর মন্দিরে ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। তিনি স্বামীর মৃত্যু স্মরণ করিয়া প্রায়ই নিরম্বু-উপবাসে থাকিয়া সংসার-পতির নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিলেন। গৃহকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই সুশীলা সতী স্বামীর ভবিতব্য ভাবিতে বসিতেন এবং ভাবিতে ভাবিতে উদাসীন-মন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেন।—

"প্রাণেশ্বর, জীবন সর্ব্বস্ব, আমি তোমাকে কেমন করিয়া ভুলিব!—আজ তুমি আমার সম্মুখে বিচরণ করিতেছ, বিকীর্ণ নয়নের কটাক্ষ ক্ষেপণে, আমার চিত্তসাগর মাতাইয়া তুলিতেছ, কিন্তু সামান্য দিনের পরই আর তোমার এই মোহনমূর্ত্তির দর্শন পাইব না। এত প্রেম এত ভালবাসা এত অনুরাগ, সমুদয় ভুলিয়া, আমাকে চির কালের জন্য কাঁদাইয়া, কোথায় লোকলোচনের অগোচরে যাইয়া বসিবেন, কোনই সন্ধানে আর তোমাকে পাইব না। তখন এই সুখের আবাস আমার অন্তরে গরল-বর্ষা বর্ষণ করিতে থাকিবে। আমার পুষ্পশয্যা কণ্টকময়ী হইবে, কাহারও কথা ভাল লাগিবে না, কোথাও শান্তি পাইব না। এক জনের কণ্ঠস্বরের অভাবে জগন্ময় লোকের কণ্ঠস্বর বিষবর্ষী হইয়া দাঁড়াইবে; একজনের দর্শনাভাবে কোনই দর্শনে সুখ থাকিবে না।—ওহে হৃদয় ভুবনের ভানু, তুমি কেমন করিয়া এই হৃদয়বিশ্ব অন্ধকার ও ভীষণ

বিভীষিকাময়ী করিয়া অন্তর্হিত হইবে। আমি কতকাল তোমার অভাবে হৃদয়মন্দিরে বিষবাতী জ্বালিয়া এ ভবের দুঃখ বহন করিতে থাকিব।" ভাবিতে ভাবিতে আবার অন্যরূপ ভাবিতেন।—"হয় তো পিতা তখন, আমাকে এখান হইতে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যাইবেন। আমি চলিয়া গেলে, পুত্রশোকাতুর শ্বশুর শ্বাশুড়ীদের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না, সেবা যত্নের অভাবে, পুত্রশোকে এবং স্নুষার প্রস্থান, তাঁহারা শীঘ্রই মৃতমুখে পতিত হইবেন। পিতা কি সে কথা চিন্তা না করিয়া, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন!"

সত্যবানের মৃত্যুর চারিদিন মাত্র বাকি থাকিতে, সেই সত্যভাবিনী আদর্শসতী, ত্রিরাত্রব্রত উদ্দেশ করিয়া নিরম্বুউপবাসে ব্রতী হইলেন। একে তো তিনি তাঁহার অব্যক্ত চিন্তায় জীর্ণ ও শীর্ণকায়া হইয়া আছেন, তাহার উপর এই দুরূহ ব্রত। শ্বশুর ও শ্বশ্রূদেবী তাঁহার এই কঠোরকঠিন ব্রতের যথার্থ কারণ জানিতেন না। তাঁহারা স্নুষার গতিমতিতে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। রাজর্ষি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন। "মাতঃ, তুমি যে মহাব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছ, উহা তোমার ন্যায় শিশুকন্যার জন্য পালনীয় নহে বা পালন করা দুঃসাধ্য। আমি তোমাকে ব্রতভঙ্গ-করিবার উপদেশ দিতে পারি না। তুমি স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিলেই ভাল হয়।"

লজ্জাবতী সেই দেবদৃশ-প্রভুর সম্মুখে নতমস্তক হইয়া বলিলেন। "আমি আমার নিশ্চল উৎসাহদ্বারা, এই ব্রতকাল সহজেই অতিবাহিত করিয়া লইতে পারিব। বিশেষতঃ আমি এ কার্য্যে অনভ্যস্ত নই। আর ইহা যখন আপনার পুত্রের মঙ্গল-কামনায় অবলম্বন করিয়াছি, তখন কেমন করিয়া ভঙ্গ করিতে পারি, তাহাতে তাঁহার অমঙ্গল হইতে পারে।"

রাজর্ষি বলিলেন। "মাতঃ, আমি তোমাকে নিষেধ করিতে পারি না, তবে তুমি তোমার ক্ষমতা বুঝিয়া কার্য্য কর।" রাজদুহিতা আদর্শসতী সানন্দে রাজর্ষির পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেলেন।

যুবতীবধূ চলিয়া গেলে শৈব্যা সতী রাজর্ষির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "কৈ আপনিও তো সাবিত্রীকে ব্রতবিরত করাইতে পারিলেন না।"

রজর্ষি বলিলেন। "এই প্রিয়ভাষিণীর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতে, স্বর্গের দেবতারাও পারিবে না।" শৈব্যা বলিলেন। "এইবার বুঝিলেন কি, কেন আমি উহার বিরুদ্ধ হইতে পারি না? আমি যদি কোন একটি কাজ উহার হাত হইতে লইয়া নিজে করিতে বসি, তখন মা আমার এমন বিরস ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার দর্শনে

আমার মনপ্রাণ 'হা হা' করিয়া কাঁদিয়া উঠে, আমি সে কাজ তাহার হাতে প্রত্যার্পণ না করিয়া কিছুতেই শান্তি পাই না। আপনি বলেন আমি সাবিত্রীকে অত্যন্ত খাটাই।"

রাজর্ষি বলিলেন। "সাবিত্রী মানবী না হইবে ?" শৈব্যা বলিলেন। "কথনই না। —মা আমার যখন গার্হস্থ্য কার্য্য লইয়া ব্যস্ততা সহকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে তখন, তাহার সেই সচঞ্চল-চরণ-সঞ্চারী গমনাগমনের শোভা, অবিকল শারদেন্দুর পরিভ্রমণ বলিয়া ভ্রম হইতে থাকে।—কন্যাটি সাধারণ কন্যা না হইবে।"

রাজর্ষি বলিলেন। "আমি এই সুখা রত্নের দর্শন পাইয়া, সত্যসত্যই যেন শাম্বরাজ্যের স্থলে সুররাজ্যের অবিনশ্বর সম্পদরাশির দর্শন পাইয়াছি। যে ক্ষণজন্মা-জননীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল-কোলে এই সৎকর্ম্মশীলা রূপবতী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই মালবীই কি সাধারণ ভাগ্যবতী ?"

শৈব্যা বলিলেন। "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, বিপত্তি-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন উহাকে দীর্ঘজীবী করুন। এই তপোবনে উহার মত ঈশ্বরপরায়ণ, ও অদৃশ্য-ঈশ্বরের উপর অটলবিশ্বাসধারিণী আর কে আছে ? লোকলোচনের অগোচরে বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় বিভোরা থাকা, সাধারণ কন্যার কার্য্য নহে।"

সাবিত্রীর পতিভক্তি।

সত্যব্রতা আদর্শসতী ত্রিরাত্র ব্রতোপলক্ষে দিন দিন ক্ষীণতনু হইতে লাগিলেন। দুইদিন অতিবাহিত করিয়া, তৃতীয়-দিবস, স্বামীর অন্তিমদিন বলিয়া, সে দিন তিনি, কিছুতেই স্বামীর সঙ্গত্যাগ করিলেন না।

সেদিকে সদাচার সত্যবান পূজোপযোগী ইন্ধনাদি ফলমূল সংগ্রহের জন্য কুঠারস্কন্ধে বনগমনে প্রস্তুত করিলেন। তদ্দর্শনে পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর কোমল প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। তিনি বায়ুবিতাড়িতা ব্রততীবৎ স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া নিবেদন করিলেন। "অদ্য আপনি কাষ্ঠ-সংগ্রহের জন্য গিরিগহনে গমন করিবেন না। আমি যেমন করিয়া পারি সে অভাব দূর করিয়া লইব। আপনি কুঠার পরিত্যাগ করুন।"

অদ্যই যে তাঁহার জীবনবায়ু শমনকরে সমর্পিত হইবে, সত্যবান বা তাঁহার জনক-জননী, কেহই সে কথার কিছুই জানিতেন না। তিনি প্রভাত-প্রসূন-সমা সাবিত্রীর দিকে অক্ষানন্দী-কটাক্ষ-ক্ষেপণ করিয়া সরস কথায় বলিলেন। "রাজনন্দিনী ! তবে তুমিই কুঠারস্কন্ধিনী হও ! কিন্তু সাবধান, ফলকর তরুর সর্ব্বনাশ সাধন করিও

না।” রাজনন্দিনী তদীয় ইন্দম্বরনিন্দি চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া, অন্তরস্থ দুরূহ চিন্তায় উৎপিঞ্জলা হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন। “আমি তাতেও কাতরা নহি, যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।”

সত্যবান বলিলেন। “বর্হিণা তোমার কুশল-সংবাদ লইয়া রাজভবনে গমন করিয়াছে। বাড়ীতে কেহই নাই, বৃদ্ধ জনক-জননীদের ফেলিয়া, দুইজনেই বনে গমন করা কি ভাল হয়? তাই বলিতেছি তুমি থাক আমি যাই, কিংবা আমি যাই তুমি থাক।” মহামুনি নারদ, আশীর্ব্বাদে বলিয়াছিলেন যে, ‘সাবিত্রী ■ সত্যবান, যেন উভয়েরই অদৃষ্টলিপি বজায় থাকে এবং সাবিত্রীর পাপ, এক প্রহরের ক্রন্দনে বিমুক্ত হয়।’ সাধনাবতী সেই মহামুনির কথা স্মরণ করিয়া, অগ্র স্বামীর সঙ্গত্যাগ করিতে চাহিতেছেন না। তিনি সুধাবর্ষিণী-ভাষায় বলিলেন। “বর্হিণা আমার জনক-জননীদের আনিতে গিয়াছে, তাঁহারা হয় তো অদ্যই এখানে আসিবেন।”

সত্যবান বলিলেন। “তবে তুমি কেমন করিয়া বনে গমন করিবে। যদি সেই অবসরে তাঁহারা আসিয়া পড়েন!—অতএব তুমি থাক আমি যাই।”

সুন্দরী বলিলেন। “আজ আপনাকে কিছুতেই একা পরিত্যাগ করিব না। হয় আপনি ঘরে থাকুন, নয় আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন।”

সত্যবান সেই উপবাসিনী পত্নীর বিশুষ্ক বদনাবলোকন করিয়া বলিলেন। “তুমি ব্রতপালনে অবসন্না, আবার গভীর-গহনে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও গমন কর নাই। সেই গিরিগর্ভী বনের দুর্গম্য-পথ সকল পর্য্যটন করা, তোমার ■ অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। হৃদয়রঞ্জিনী, তুমি এ কথায় ক্ষান্তা হও!”

সুন্দরী বলিলেন। “উপবাস আমার নিত্যব্রত, ■ আমার শরীরে কোনই গ্লানি বা ক্লেশ নাই, আমার জন্য উপবাস যেমন বাঞ্ছনীয়, স্বামীর-সঙ্গ ততোধিক এষণীয়, প্রীতিকর ও আনন্দ বর্দ্ধক, আপনার ক্লেশবিনশ্বরী-সঙ্গত, আমার সকল ক্লেশ দূর করিতে পারে।”

সত্যবান তাঁহার ব্রতবতী পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া বলিলেন। “তোমাকে প্রফুল্ল রাখাও আমার ধর্ম্ম। অতএব আমি তোমার মনঃসাধের বিরোধী হইব না। তবে কি না, ইহার জন্য তোমাকে আমার জনকজননীর অনুমতি লইতে হইবে।”

আদর্শসতীর নিস্তেজ মানস-সাগরে হর্ষের বাতাস ফুৎকার দিয়া উঠিল; তিনি স্বামীর আদেশ মত শ্বশ্রূ ■ শ্বশুরের সমীপস্থ হইয়া, বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন। “আমার স্বামী ফলমূল ■ ইন্ধন প্রভৃতির আহরণে মহাবনে গমন করিতেছেন।

আপনাদের অনুমতি পাইলে, আমিও সেই কুসুমরঞ্জিত বনদর্শনে গমন করি। আমি অদ্যাবধি সেই বিহঙ্গমসঙ্কুল গিরিগহ্বরের কোন অংশই সন্দর্শন করি নাই। অদ্য সেই দর্শন-লালসা আমাকে চঞ্চলমনা করিয়া তুলিয়াছে।"

সেই স্নেহমায়ায় গঠিত সুরসরমা, এইরূপে স্বকীয় মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিলে, শৈব্যা সুন্দরী রাজর্ষির পদে নিবেদন করিলেন। "এই উপবাসিনী কন্যা মহাবন গমনের কষ্টসাধ্য পথ পর্য্যটনে ক্লান্তা হইয়া পড়িবে। সে স্থল ভয়ানক কঙ্কর-সঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ।—সাবিত্রী সেই হিংস্রজন্তুর আশ্রম দর্শনে অভিলাষ করিতেছে, এবং উহার আবেদন অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, অথচ তেমন স্থলে পাঠানও বাঞ্ছনীয় নহে তখন, সত্যবানকে বনগমন হইতে নিরস্ত করা হউক।—আপনি কি বলুন?" রাজা চিন্তা করিয়া বলিলেন। "যখন ত্রিরাত্রব্রত-ধারিণী সাবিত্রীর জন্য ফলমূলের আবশ্যক হইতেছে এবং পূজাদি গুরুসেবার জন্য ইন্ধনের প্রয়োজন দেখিতেছি তখন, সত্যবানকে বনগমন করিতেই হইবে। আর এই মধুভাষিণী স্নুষারত্ন, কখনই আমার নিকট কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে নাই। উহার এই প্রথম প্রার্থনা, আমি কেমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধ হইতে পারি। বিশেষতঃ পতিপরায়ণা সাবিত্রী, পতির মঙ্গলকামনায় চিরকালই আত্মোৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি তিন দিন হইতে নিরম্বু-উপবাস করিতেছে। বিবেচনা করি সেই ব্রতের নিয়ম সকল পালন করিবার মানসেই স্বামীসহ বনগমনে উৎপিঞ্জলা হইয়া থাকিবে; নচেৎ ইতঃপূর্ব্বে কখনই এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করে নাই। অতএব যাবতীয় কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, বনদেবীর মনঃসাধ পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য।"

শৈব্যা সুন্দরী সাবিত্রীর দিকে মনোহর নয়নে চাহিয়া স্নেহবর্ষী বচনে বলিলেন। "যাও মা, পতিপত্নী সহকারে মহাবন দর্শনে গমন কর! আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যে মানসে ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বন করিয়াছ, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হউক।" সাবিত্রী তদীয় অবিন্যস্ত চিকুরচক্র-মধ্যবর্ত্তী আননখানি অবনত করিয়া, সানন্দে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। এবং হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে স্বামীসমীপে গমন করিলেন।

পঞ্চমভাগ—যমের উপর জয়।

১ আনন্দ যাত্রা। ১

হোসেনী ছন্দ।

বাহিরিলা গৃহ হতে, স্বামীসহ সরলাক্ষী সাবিত্রী সুন্দরী; বাহিরিলা যেন, ফর্ফর ফানুস দুটি আকাশাভিযানে। করপদ্মে রাখি কর, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া অতি কুতুহলি, চলিলা রূপের জাল বিস্তারি বিপিনে। সে দিকে শাশুড়ী শৈব্যা বিরলে দাঁড়ায়ে, সেই শোভা মনোলোভা, প্রাণ মন ডুবাইয়া লাগিলা দেখিতে। হৃদয় সাগরে তাঁর, এ যুগল তরী যেন মনোহর সাজে, ভেসেছে তুলিয়া তথা আনন্দ লহরী, চলেছে আনন্দে মাতি' হেলিয়া দুলিয়া। যতক্ষণ না হইল, নয়নের অন্তরাল সে পুতুল দ্বয়, রহিলা চাহিয়া তিনি, আনন্দে বিভোরা প্রায় তাহাদের পানে।

যদিও আনন্দ যাত্রা, তথাপি সাবিত্রীসতী নিরানন্দা অতি। কাঁপিছে পরাণ তাঁর, নারদের কথা যত করিয়া স্মরণ।—কিভাবে কোথায় কোন্ দুর্গম্য-গহনে, ঘটিবে এ দুর্ঘটন', সেই চিন্তাহোমে সতী দিতেছে আহুতি, পোড়াইছে প্রাণ মন অদৃষ্ট-অনলে।—নাগ বাঘ নাহি জানে, কে তাঁহার শত্রু হয়ে এ মিত্র হরিবে। এই চিন্তা অবিরত, আগ্নেয় উহনীবাণ, যদিও প্রবল বেগে হানিছে পরাণে, তথাপি সরলা স্বীয় সহিষ্ণুতা বলে, প্রদমি মনের কোণে সে অদম্য জ্বালা, চলিলা স্বামীর সাথে দেখায়ে সোহাগ। শত সতর্কতা সহ চলেছে সুন্দরী, তথাপিও মাঝে মাঝে প্রবল চিন্তায় মন চলেছে ডুবিয়া। তখন সোহাগ ভুলি, নিরখি স্বামীর মুখ ভাবিছে এরূপ—'এই মনোহর মুখ, এই নাক চোক, এই হাসি প্রাণ ভরা, আর কি হেরিব আমি কল্য হেন কালে!—এই দেখা শেষদেখা দেখ্ মোর আঁখি, শোন্ বাণী ওরে কান, আর না শুনিবি কভু ঐ সুর স্বর! দম্পতি-ভ্রমণ-সাধ পূরা রে চরণ, আলিঙ্গন আস্বাদন কর্ অবয়ব।—দেখে নেও, শুনে নেও, ছুঁয়ে নেও সবে, নিশ্বাসে সকল সাধ লও পুরাইয়া; আর এ দেবের দেখা কোথা না পাইবে।"

চিন্তায় নীরব সতী থাকিলে এরূপে, জিজ্ঞাসিলা সত্যবান সুধার বচনে। "কি তুমি চিন্তিছ প্রিয়ে! থাকিয়া থাকিয়া কেন, সুপ্তাপ্রায় জ্ঞানলুপ্তা হতেছ শোভনে! পথ-পরিশ্রমে ক্লান্তা হয়ে থাক যদি, চল পুণ্য জননীর শীতল পুলিনে। সে নদী সুন্দরী

খুলিয়া রেখেছে তীরে পুষ্পের ভাণ্ডার।—চল সে কাননে তোমা সাজাব যতনে, ক্ষণকাল শ্রান্তিদূর, করিব বসিয়া তথা শীতল পুলিনে।"

কহিলা শোভনা সতী সুরভী ভাষায়। "এই সুখ-অভিযানে লভিছি যে সুখ, তাহারি আবেশ ইহা অন্য কিছু নয়। এ হেন আবেশে, পতিব্রতী অনায়াসে পতির সহিত, পারে গিয়া প্রবেশিতে দ্বারে শমনের, তুচ্ছ পথ এই পথ, ক্লান্তা কেন হব।" এই বলি ভাবিলেন দহি মনোদুখে। 'সাজাবে সাজাব আজি, আর কি সাজাতে নাথ আসিবে দাসীরে! চল যাই পুষ্পবনে, পলকে জন্মের সাধ পূরাব মনের।'

কহিলেন সত্যবান, পুনরায় পত্নী যবে হইলা নীরব। "তৈলহীনা দীপ হেন থাকিয়া থাকিয়া, নিবিয়া আসিছ তুমি; মোহন আবেশ ইহা কহিব কেমনে! উপবাসী তাই তুমি পাইতেছ ক্লেশ।—ঐ দেখ হৃদিরাণি! অদূরে জননী-নদী বহিছে কেমন! কেমনে অনিলবালা, চলেছে নির্ম্মল জলে 'হালিবিলি' দিয়া।—নবীন পল্লবাসনে, ঐ দেখ চেয়ে, গোলাপ কামিনী বেল কেতকী মালতী, ফুটেছে শিমূল কত চম্পক চামেলী; সূর্য্যমুখী সারি দেছে, মুকুর-সদৃশ-নীরে নিরখিছে মুখ। করবী কেতকী কত বিকশিত গেঁদা, আর পদ্মদল ভাসে সুনীল সলিলে।—চল যাই প্রাণেশ্বরি ঐ স্থলে তরুতলে শীতল ছায়ায়, অনিলের কোলে বসি, আনন্দে তুলিয়া ফুল পরিব দু'জনে। গাহিব ঈশ্বরপ্রেম কৌতুকে মাতিয়া।"

কহিলা সরলাসতী, প্রদমি মনের চিন্তা সোহাগে গলিয়া। "অতি মনোহর বন, আমিও তুলিব পুষ্প পশি ঐ বনে, গাঁথিব মোহনমালা, সাজাব তোমায় নাথ সরস-কুসুমে।—" বলিতে বলিতে, আবার উদিল চিন্তা সতীর হৃদয়ে, ভাবিলা অমনি পুনঃ।—'পূরায়ে লইব সাধ যত পারি আজি, এর পর চিরকাল, ঐ নদী নেত্রে গাঁথি রাখিব আমার।—করিয়াছি উপবাস, আমিও কি পতীসহ নারিব মরিতে?"

এইরূপ চিন্তাসহ, স্বামীর সহিত সতী চলি ধীরে ধীরে, আইলা নদীর তীরে, সূক্ষ্ম সে নির্ঝর, নেমেছে পর্ব্বত হতে স্বচ্ছ বারি লয়ে, চলেছে খাইয়া বাঁক, ভাসাইয়া শিলাদলে নির্ম্মল সলিলে। ছায়াময় তরুতলে, সোনার প্রতিমা দুটি বসিলা হরষে, শ্রান্তিদূর করি তথা, পশি পুষ্পবনে, তুলিলা বিস্তর ফুল পরিমল মুখী, গাঁথিলা সুন্দর দাম। চুম্বনের বিনিময়ে, পরিলা ও পরাইলা আনন্দে মাতিয়া।—জনমের সাধ সতী, একই নিশ্বাসে যেন লাগিলা লুটিতে। সচুম্বন আলিঙ্গনে, হৃদে হৃদে সুর পুষ্প দিলা ফুটাইয়া, ঝরিতে লাগিল সুধা গড়াইয়া প্রাণ।

কহিলা সাবিত্রীসতী, মনের অদম্য চিন্তা করি প্রদমন। "পরাণ ভাসিয়া স্রোত

বহে আনন্দের; তাই মনে উদে নাথ! প্রাণ বিনিময় আমি করি তব সহ। দিই মন প্রাণ মন আত্মা পরমায়ু, লই তব হতে আর, আপনার পরমায়ু আত্মা মন প্রাণ। প্রবল বাসনা এই—পুরান আপনি!" কহিলেন সত্যবান, চুমিয়া অধরপদ্ম সুষমা সতীর। "তাই যেন বিনিময় করিনু আমরা, কার্য্যে পরিণত তাহা হইবে কেমনে? এ বর কঠিন অতি, চাহিলে হবেন ব্রহ্মা প্রদানে কাতর।"

কহিলা সাবিত্রীসতী মনোহর মুখে। "মন হতে আত্মা যদি করি বিনিময়, বনের তাপস মোরা, রাজভোগ পরিহারি স্মরি যে প্রভুরে; কিছুতে কি সেই প্রভু, অপূর্ণ রাখিতে তাহা পারেন, ভাবেন!—জানি আমি বিশ্বপতি, সতীর মানস, পুরাইতে অনুক্ষণ থাকেন প্রস্তুত।" কহিলেন সত্যবান মধুসম্ভাষণে। "কর তবে আরাধনা সে দেবের পদে; গাও গুণ সে জনার, যে জন তোমায়, স্বামীসহ বনে আনি দিলা এত সুখ। চিন্তা কর সেই সুখ, পরাণের কোন্ স্থলে পাইলে কিভাবে, কেমনে বা দান তাহা করিলে স্বামীরে।—দিয়াছ নিয়াছ তুমি, তথাপি না জান কিছু কি দিলে কি নিলে? এ অদৃশ্য দান সেই অদৃশ্য প্রভুর, চিন্তিয়া চিন্তিয়া গুণ গাও সে জনার; পরিশেষে লও মাগি মানস আপন।" এই বলি বনগর্ভে, সমস্বরে গান তাঁরা ধরিলা মধুর।—

ঈশ্বর-আরাধনা।

গাও লো গহনে বসি সে দেবের গুণ গান,
অচিন্তন গুণে যাঁর করিলে এ সুধা পান।
কুসুমে সুবাস দিলা, নদ নদী বিরচিলা,
অনিল বহায়ে যিনি শীতলে সবার প্রাণ।
চন্দ্র সূর্য্য ঝলমল, সাজাইলা শূন্য তল,
শ্বেত পীত নীলফুল এক সরে ভাসমান।
রূপের প্রতিমা করি, নীর হতে নর নারী
গড়িলা, গরিমা হিংসা মায়া মোহ করি দান।
ওহে সর্ব্বভয়হারি, দাও বিনিময় করি,
আমাদের আত্মাসহ পরমায়ু মনপ্রাণ!—

এ হেন সময়ে, বায়ুবিতাড়িত এক পুষ্পশোভী শাখা, সুষমার শিরে আসি পরশিল কেশ। দুটি পুষ্প কেশে রাখি, উড়িল তখনি শাখা অনিলে উছলি। এই অপরূপ দৃশ্য নিরখি সুন্দরী, কহিলা স্বামীর প্রতি প্রীতি সহকারে। "ব্রহ্মার সম্মতি

নাথ পাইলা কি এবে!" এই বলি পতিবরে করিলা চুম্বন।

(আমোদ প্রমোদ সহ, এইরূপ আরাধনা কেমন সুন্দর, নিরাকার বিধাতার করিলা তাঁহারা ; তোমরা দুর্ম্মতিদল, এর চারু মর্য্যাদায় পার কি পশিতে ? মাতিয়া মাদক দ্রব্যে, তোমরা যে প্রেম কর নির্জ্জনে বসিয়া। পাপের অর্জ্জন আর, আয়ুর বর্জ্জন বিনা কি কর তাহাতে ? প্রাণপণি এই সুখ পাও তা কি তাহাতে ?)

কতক্ষণ পর তবে, সে নির্জ্জন বন হতে আইলা বাহিরে, চলিলা নদীর ঘাটে। পুলিনে বসন রাখি হরষিত চিতে, পশিলা নির্ম্মল জলে। মুখামুখী দুটি ফুল ফুটিয়া তথায়, আরম্ভিলা জলকেলি, ছড়ায়ে বিজলী বিভা উর্ম্মির শরীরে। সে জ্যোতি মাখিয়া অঙ্গে উর্ম্মিরূপবতী, নাচিল চঞ্চল অতি, সখীচ্ছলে দাঁড়াইল বেড়ি সে বাসর। শতভুজে ধরি আর বিধৌত করিয়া দিল কুন্তল তাঁদের, তুলিয়া ফেলিয়া কাচি ভাসাইয়া জলে। সতীর সোমাল তনু পতির ঘর্ষণে, ছাড়িল বিজলী বিভা ; হইল তদ্রূপ তার সতীর ঘর্ষণ যত্নে পতির শরীর। দম্পতি স্নানেতে সতী পাইয়া পীরিতি, হইল, বিভোরমনা ; সোহাগে স্বামীর গলা ধরি কুতুহলি দিলা সন্তরণ কত ; বসিলা উরুতে অঙ্কে কভু হৃদিদেশে, ডুবিলা উঠিলা কত চুমিলা হরষে! রাজহংস হংসী হেন মাতিল সে নীলস্রোতে মনের কৌতুকে। সে জল-কেলিতে তাঁরা লভিলা যে সুখ তার কৃতজ্ঞতা, করিলা জ্ঞাপন পুনঃ ঈশ্বর সমীপে।—

পরশে এ সুখরাশি —দিতেছ কোথায় বসি,
মহিমা গাহিব তব কোথা পাব সেই জ্ঞান।

এইরূপে জলকেলি করিতে করিতে, সহসা সতীর প্রাণ পূরিল চিন্তায়, ভাবিতে লাগিলা মনে। 'চিত্তবিনোদন আহা এই জলকেলি, আর না করিতে হবে এ ভবে আমার। মনের যতেক সাধ, এই নদী দিল মোর ধুইয়া সকল। ফুরাল মনের আশা ভরসা অপার।' ভাবিতে ভাবিতে আহা নীলোৎপল নেত্রদ্বয় পূরিল সলিলে। তা' দেখি সতীর পতি কহিলা কাতরে। " কি চিন্তার ফুল প্রিয়ে, ফুটিল অন্তরবৃন্তে ঝরিল নয়ন, —এ সাধে বিষাদ কেন সহসা সাধিলে ?"

কহিলা সরমা সতী পতির চরণে করি সত্যের গোপন। "বেলা যে গড়িয়া গেল, কখন ফলাদি মূল সঞ্চয়ি ইন্ধন, ফিরিবে আবাসে নাথ। আমাদের এ আনন্দ, সে দিকে যে নিরানন্দ করিছে তাঁদের। সেই চিন্তা চিন্তাকুল করেছে আমায়।"

ভাঙ্গিল অমনি দিশা, আশুগতি সত্যবান ত্যজি জলকেলি, সতীরে লইয়া করে উঠিলা পুলিনে। উঠিলা পুলিনে যেন, বারিশ-কুমারী (marimaid) কর ধরিয়া

স্বামীর।—বস্ত্রপরিধান করি মিলি গলে গলে, চলিলা আনন্দ মনে দুর্গম্য গহনে। গতিপথে সত্যবান কহিলা হাসিয়া। "তোমারে সঙ্গিনী পেয়ে দুর্গম্য এ পথে, পরম পীরিতি প্রিয়ে পাইনু প'রাণে; কিন্তু উপোষিতা তুমি পথপর্য্যটনে ক্লান্তা হ'তেছ বিষম। আনি এ গহন বনে, দেখ তোমা কতরূপে দিতেছি যাতনা; নাহি করি কোন লক্ষ্য, তোমার কষ্টের দিকে নিষ্ঠুর হইয়া, খুঁজিছি আপন স্বার্থ।"

কহিলা সাবিত্রী সতী উত্তরে তাঁহার। "পতির প্রণয়নদে দেখিলে জুয়ার, কত যে, আনন্দ বাড়ে পত্নী তরণীর, নাহি কি হেরিলে তাহা?—উপোষিতা শূন্যোদরী হইলে তরণী, বাড়ে না কি সে সতীর আনন্দ দ্বিগুণ?—সোহাগে নাচিয়া, ধায় নাকি রসবতী, উঠিয়া পড়িয়া নাথে চুমিতে চুমিতে।—চলেছি তো সেই চালে উপোষিতা আমি। নিরানন্দ যাত্রা ইহা, বলেন কেমনে!"

কহিলেন সত্যবান সম উপমায়। "সে আনন্দ জন্মে সত্য, নদীর-মসৃণ-পথে চলে যবে তরী; প্রবেশিলে পারাবারে কে দেখে দুর্গতি তার হয় যতরূপে। পূর্ণোদরী হ'লে, বরং সামলি লয়, ভয়ঙ্কর অত্যাচার স্বামীর তাহার; কিন্তু মরে মাথা খুঁড়ে তরী শূন্যোদরী, অশিষ্ট সে মুষ্টাঘাতে কাঁদে লুটাইয়া। সেই মুষ্টাঘাত যেন, আমিও তোমার প্রতি চলেছি করিয়া, দিতেছি যাতনা কত সরল পরাণে।"

করিলা উত্তর সতী, স্বামী-নিন্দা-বিভ সেই সন্দর্ভ শুনিয়া। "কোথা —কই অত্যাচার, করিছেন আমা'পরে আনি এ গহনে! তবে কেন কহিছেন, সাগর তরণী পরে করে অত্যাচার?—সত্য করি বল দেখি, সাগর কি অত্যাচার করে তরী পরে, অথবা বাঁচায় তারে, পবনের নানাবিধ প্রকোপ হইতে। প্রতিকূল প্রভঞ্জন সাধিলে সমর, পত্নীরে পশ্চাতে রাখি, যুঝে অম্বুপতি সেই শত্রুর সহিত। পত্নীর উপর, পারিল কি কোন স্বামী সাধিতে অন্যায়।—আমারে আনিয়া বনে, কত সাবধানে, চলেছেন রক্ষা করি, কণ্টক কঙ্কর হতে শরীর আমার। কৃতজ্ঞতা তার আমি স্বীকারি কেমনে। পুরুষ সুহৃদ্ যত, নারী তত নয়।"

কহিলেন সত্যবান অমিয় বচনে। "আমি তো এমনি ভাবি, জায়াসম সুহৃদয় স্বামী কভু নয়; তা'হলে কি কভু, পারিত সাগরপতি, পত্নী তরণীরে ধরি ডুবাতে অতলে।—কূটপরাণের তলে অদৃশ্য ত্রিশূল, দেখ পত্নীহত্যা-হেতু, রেখেছে কেমন ছলে লুকায়ে সাগর। পত্নীরূপবতী, মরিয়াও নাহি ছাড়ে সে ক্রোড় পতির; রমণী হৃদয় আহা দেখ কি সুন্দর!"

কহিলা পরমা সতী, স্বামীর সুখ্যাতি করি অখ্যাতি পত্নীর। "সে দোষ স্বামীর

নহে! মরে সে দুর্ব্বুদ্ধি তরী নিজ বুদ্ধি দোষে।—ঘোর হুহুরবে যবে বহে প্রভঞ্জন আর যবে স্বামী তার, চাহে সামলিতে তারে সে শক্র হইতে। সে বিপত্তিকালে বুদ্ধি প্রকাশি আপন, যে পত্নী পলাতে চায় নিজবীর্য্য বলে, সেই মরে ঐরূপে, সলিল-তলস্থ-গিরি-ত্রিশূল আঘাতে। তাতে কি স্বামীর দোষ দেখেন আপনি।—চির-বুদ্ধিহীনা-জাতি, রমণী হইয়া, আপন বুদ্ধির বশে চলে যে রূপসী, মৃত্যুই উত্তম তার।"

২ ❋ মহাবন। ❋ ২

কথায় কথায় তাঁরা, আনমনে মহাবনে আসি উপজিলা। অন্ধকার বন সেই, উপরে আকাশ নাই পল্লবের ছদি, চারিদিকে গিরি তার, বহিছে পবন তথা ভয়াবহ স্বনে। ঘননাস্ত তরুরাজি, নিবিড় নিস্পন্দ দেশ নিরানন্দ অতি, স্তম্ভাকার গুড়ি-রাজি প্রোথিত ধরায়। দেখি সে ভীষণ বন, সবিস্ময়ে কহে সতী চাহি চারিদিক। "এই কি সে মহাবন, শমনসদন সম ভীষণ এমন?—এখানে কেমনে একা আসেন আপনি?" এই বলি নিরখিলা পতির বদন।

কহিলেন সত্যবান। "এই সেই বন, এ হতে ভীষণ ঐ পর্ব্বতের পারে, আছে যত বনরাজি জানিও সুন্দরী!" এই বলি স্বামীজায়া মিলিয়া উভয়ে, তুলিতে লাগিলা হাসি, নানাবিধ ফলমূল স্থালী পূর্ণ করি। তারপর সত্যবান আরোহি শাখায়, বিস্তর বিশুষ্ক ডাল করিলা কর্ত্তন। সরলা সুন্দরী, দাঁড়াইয়া তলদেশে সে মহীরুহের, ঊর্দ্ধনেত্রে পতিপানে রহিলা চাহিয়া। অর্দ্ধদণ্ড পরমায়ু থাকিতে পতির হইলা আক্রান্ত তিনি, বিষম ঘূর্ণনকরি-শির-যন্ত্রণায়। অস্থির হইয়া তায় প্রাণ যায় বলি, চিৎকারিলা বারংবার। তা'সহ সতীর প্রাণ, নাচাইয়া বক্ষস্থল উঠিল কাঁপিয়া। ঘোর চঞ্চলতা সহ চিন্তিলা অন্তরে। 'প্রাণেশ্বর এইবার দেখেছেন যম।' বিকলিত চিত্তে সতী বৃক্ষমূলে আসি, নারি আরোহিতে তায়, চাহিলা নামাতে তাঁরে উদ্বাহু হইয়া; চাহে নামাইতে যথা আকাশের শশী, ক্রোড়গত শিশুহেতু উদ্বাহু জননী। "এস এস হৃদিরাজ, পড় লম্ফদিয়া এই হৃদয়ে আমার, লইব লুফিয়া তোমা শত সাবধানে।" এই বলি বারংবার কাঁদি নিবেদিলা।

সাবধানে সত্যবান, অতিকষ্টে ধীরে ধীরে নামিলা ভূতলে।—আরোহিলে বাষ্পরথে, ক্ষীণচন্দ্র লোকে যথা ঘুরে ঐ অবনী, ঘুরিতে লাগিল বন, ধূমে ধূসরিত হয়ে নয়নে তাঁহার। টলিতে লাগিল পদ, সুরাপানে টলে যথা সুরাপায়ীদের। সুন্দরী অমনি

অঙ্গবেড়ি আলিঙ্গনে ধরি সাবধানে, স্বকীয় উরুতে শির রাখি সযতনে, করান শয়ন তাঁরে। নীলোৎপল চক্ষে জল ফেলিতে ফেলিতে, জিজ্ঞাসিলা সরোদনে। কি হইল প্রাণেশ্বর, এ আঁধার বনে কহ কি হল আমার!"

"প্রাণ যায় প্রাণ যায়" করিতে করিতে, মৃত্যুর যন্ত্রণা যত, ক্রমশঃ শরীরে তাঁর পাইল প্রকাশ। উছলে ধীবর-ধৃত-মৎস্য যেইরূপে, পড়ি সরসীর পাড়ে; সেইরূপে সত্যবান, পড়িয়া পত্নীর ক্রোড়ে চলিলা উছলি। যতবার সেই শির, উরু হতে গড়াইয়া পড়িল ধরায়, ততবার সতী, সে পতিরে কোলে তুলি লইলা যতনে। আঁচলে নয়নজল মুছি অবিরল, লাগিলা প্রশ্নিতে আর সোমাল বচনে। "কেন নাথ কি হইল বল এ দাসীরে, কি দিয়া এ দাসী তোমা শান্তিবে এ বনে!—অগম্য গহনে হায়, এই দেখা দেখিতে কি আইনু নাচিয়া;—এই কি কপালে মোর ছিল অবশেষ!" এই বলি আহা মরি সে ভীষণ বনে, স্বামীরে চাপিয়া বুকে, স্মরি নারায়ণে সতী লাগিলা কাঁদিতে।

কহিলেন সত্যবান, হৃদয়বিদগ্ধী জ্বালা দেখায়ে প্রাণের। "সেই শিরঃপীড়া প্রিয়ে, শরীরের সর্ব্বস্থলে পড়েছে ছড়ায়ে, উদেছে অসহ জ্বালা, বিষবাতী জ্বলিতেছে শিরায় শিরায়। উহু প্রাণ যায় প্রিয়ে, উহু প্রাণ যায়; দাও জল দাও জল অধরে আমার,—তৃষ্ণায় অস্থির প্রাণ—দেহ বিন্দু বারি।"

নয়নের জল বিনা, আর জল পাইবার না জানে সন্ধান, জানিলেও হায় তাহা কে দিবে আনিয়া; কেমনে বা যান সতী, মুমূর্ষু পতিরে একা রাখি তরুতলে। অগত্যা সুন্দরী, ফল ভাঙি রস কসে দিলেন স্বামীর, কহিলা কাতরে কাঁদি, —"এই রস কর পান, কোথায় পাইব জল এ বিজন বনে।" এতেক কহিতে, পুষ্পপ্রভ সে লোচনে, অশ্রুবারি সারি দিয়া লাগিল ঝরিতে; কহিতে লাগিলা সতী কাঁদি আত্মগত।—"কোথায় রহিলা ওগো রাজর্ষি আপনি, কোথা ওগো শৈব্যা দেবি!—হায় আমি তোমাদের মাথার মাণিক, এনেছিনু সঙ্গে করি; ওগো সে মাণিকে এবে, হরিছে নিদয় যম কাঁদায়ে আমায়! এস গো বিবন্ধে আমি পড়েছি বিষম! ওগো সে হৃদয় রত্ন, একবিন্দু জল হেতু কণ্ঠাগত প্রাণ, কাঁদিছে আমার ক্রোড়ে। এ রত্ন হারায়ে হায়, কেমনে দেখাব মুখ গিয়া তোমাদের!"

কহিলা তাপসবর, ধীর নেত্রপাতে, সুধামাখা মুখখানি নিরখি ভার্য্যার। "কাঁদিও না প্রাণেশ্বরী, তোমার রোদন, অন্তরের ক্লেশ মোর বাড়ায় দ্বিগুণ।—জল

যদি না পাইলে, দাও তবে সুধাধরী, সুধা অধরের। জ্বালা অপহারী উহা, মহা সঞ্জীবনী আমি জানি তা উত্তম।"

অমনি সাবিত্রী সতী, অবনতি সে বদন, স্বামীর অধর প্রান্তে রাখিলা অধর। সেই মহা সুধাপানে, তন্দ্রাগত সত্যবান হইলা তখনি। তা'দেখি সুন্দরী, বার বার সে অধর লাগিলা চুমিতে; তা'সহ তন্দ্রার মাত্রা লাগিল বাড়িতে। কিন্তু ক্ষণকাল পর, স্বপ্নগত ব্যক্তিবৎ নিদ্রার বিঘোরে, সহসা চীৎকার এক করিলা বিকট। 'ঐ দেখ দেখ প্রিয়ে, পশ্চাতে তোমার,- পাশ করে রক্তনেত্রে—ঐ কে দাঁড়ায়!' এই বলি পুনরায় হইলা নীরব।

বিভাবিলে বিভীষিকা এরূপে তাপস, সাবিত্রী সুন্দরী; সচঞ্চল নেত্রপাতে, চাহিলা চৌদিক। হেরিলা সভয়ে এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, জীমূত আকারে বীর দাঁড়ায়ে পশ্চাতে। রক্তবস্ত্র পরিধারী শ্বেতাঙ্গ শ্যামল, সুবদ্ধ মুকুট শিরে প্রশস্ত হৃদয়, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রায় তেজস্বী পুরুষ। লোহিত লোচনদ্বয়, দিতেছে দাঁড়ায়ে যেন অগ্নির ফুৎকার। শরীরে সূর্য্যের তাপ প্রতাপ অতুল।

ভ্রূকুটি কুটীল সেই, চাহনীর ভয়াবহ ভাবার্থ দেখিয়া, হইলেন স্মৃতিলুপ্তা সাবিত্রী সুন্দরী। বিগত স্মৃতির, হৃদয়-বিদগ্ধ-জ্বালা উদিল আত্মায়। নিশ্চিত করিলা 'ইনি এসেছেন যম, লইতে পতির প্রাণ।' এরূপ স্থিরিয়া মনে, পতির মস্তক, ত্রস্তভাবে ন্যস্ত তথা করিয়া ভূতলে, কৃতাঞ্জলি পুটে উঠি দাঁড়াইলা ধীরে; প্রশ্নিলা কম্পিত স্বরে। "বেশভূষা হাবভাবে, দেবতার অনুরূপ দেখি আপনাকে; ভয়াবহ হইলেও, দর্শন সুপ্রীত তব স্নিগ্ধ অতিশয়।—দয়া করি অবলারে, দিবেন কি পরিচয় কে বটে আপনি!—মুমূর্ষু স্বামীর তরে গণ্ডুষ সলিল, যাচ্ঞা কি করিতে পারি ও তব চরণে?" এই বলি মুখপানে রহিলা চাহিয়া।

বিকচ লোচনে চাহি, কহিলেন আগন্তুক, মহাকায় জন। "সমন্বিতা সতী তুমি মহা তপস্বিনী, মানবী দলের মান্যা; তাই গো শোভনে, লভিলা দর্শন মম আর সম্ভাষণ। এই বিশ্ব চরাচরে, থাকি আমি অগোচর লোক লোচনের, না করি আলাপ কভু কাহার সহিত; ভবের জীবনহন্তা আমিই শমন। —এসেছি এ বনে, লইতে জীবন-বায়ু তোমার স্বামীর, পরমায়ু শেষ ওর কহিনু তোমায়।"

শুনি এ 'শমন' শব্দ, দ্রুতবেগে হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিল সতীর, হইলা অধীরমনা। রোদন জড়িত কণ্ঠে, কাতরে শমনপদে কাঁদি নিবেদিলা। "শুনেছে এমনি দাসী, মনুষ্যজীবন, নিষ্কাশন হেতু আসে দূত আপনার। অনুচরজনোচিত, সে কার্য্যে নিয়োজি নিজে আইলা কি হেতু? —আপনার দ্বারা তবে ভ্রম কেন হয়!"

উত্তরিলা মৃদুকণ্ঠে শমন প্রবর। "ধর্ম্মাসক্ত সত্যবান চির নিষ্ঠাবান, তপস্বী-কুলের ছিলা তেজস্বীতপন, অর্জ্জিলা অযুত পুণ্য, ক্ষণজন্মা জন তিনি সামান্য বয়সে। সে আত্মার সমোচিত, করিতে সম্মান দান এসেছি স্বয়ং।" নিদারুণ এই বাণী শুনি শমনের, হইলেন স্তম্ভাকারা সাবিত্রী সুন্দরী। নীরব নিস্পন্দভাবে, সারি দিয়া বারি-বিন্দু ঝরিলে-নয়নে; কহিলা কৃতান্ত তায় মধুসম্ভাষণে। "বিশ্বপতি বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন, ও তব রোদন কি গো পারিবে করিতে? ক্ষীণায়ু সন্ন্যাসীজনে জানিয়া শুনিয়া, কেন তুমি পাণিদান করিলে সুযমে! তবে কেন এ রোদন করিছ বিফলে? —আশ্রমে প্রস্থান কর, বৃথা বিঘ্ন হইও না এ কার্য্যে আমার।" এত বলি যমরাজ, পাশস্পর্শে প্রাণবায়ু করিলে হরণ, সত্যবান শ্বাসশূন্য হইলা অমনি। নিবিল জীবন-দীপ, দেহের লাবণ্যলীলা হইল মলিন, শবের আকার ধীরে করিল ধারণ। হরিলা পার্থিব যবে, নবীন সে তাপসের জীবন প্রদীপ; অমনি উঠিল কাঁদি, বনের বিহঙ্গকুল আকুল পরাণে। অধীর হইল ধরা, শমনের অবিচারে লাগিলা কাঁপিতে। কাঁদিয়া বহিল বায়ু ঘোর আর্ত্তনাদে, কাঁদিল গহন তায়, লাগিল বিটপীবৃন্দ কুড়িতে হৃদয়। ছিঁড়িল কুন্তল ভূষা দিল ফেলাইয়া, হায় হায় রবে সবে কাঁদিল অস্থির। বৎস শোকাতুরা প্রায়, চীৎকারিল বনজন্তু ভল্লুক শৃগাল, ঘোষিল শমনে স্মরি অবিচার তাঁর। সে ভীষণ দশা দেখি মহাগহনের, হইলা পার্থিব পতিমূর্ত্তি পাথরের, নারিলা বুঝিতে হেতু। সেই পাথরের পদে, কাঁদিলা আদর্শ সতী নিবেদি কাতরে।—"শোন গো পার্থিবপতি মিনতি এ হতভাগী করে পদযুগে! শুনেছে এমনি দীনা, আত্মার মরণ নাই—মরণ দেহের। পরমায়ু, পরিমাণ দেহের কেবল, আত্মার পতন নাই তাই সে অমর। আর যবে সেই আত্মা, বিনিময় স্বামী সহ লয়েছি করিয়া।—তিনিও যখন, দিয়াছেন আত্মমন দাসীরে তাঁহার। কহ বিবেচিয়া তবে, যে আত্মা হরিলে উহা আমার কি তাঁর,—আর যা হরিতে, এসেছেন এ গহনে, সে আত্মা আমার দেহে রহিয়াছে কি না?—ভ্রম সংশোধন করি, লয়ে যান যে আত্মার আইলা উদ্দেশে। সংশয় মানেন যদি বচনে আমার, লয়ে যান উভ আত্মা বিচারে ব্রহ্মার।"—

কেন হেন অবিচার করিছেন—যমরাজ!
কারস্থলে কার আত্মা হরিছেন—যমরাজ!
মনপ্রাণ আত্মা আমি দিয়া সত্যবানে, স্বামী
করেছি, কেন না কথা মানিছেন—যমরাজ!
স্বামী দেছে আত্মা তাঁর এ দাসীরে উপহার,

সে আত্মা বহিছি দেহে শুনিছেন—যমরাজ ?
এ আত্মা লইয়া যান মম আত্মা ফিরে দেন
দাসীরে কাঁদায়ে কেন মারিছেন—যমরাজ !
এই তব অবিচারে বনরাজি কেঁদে মরে,
সকলে অধীর কেন করিছেন—যমরাজ !

"এ কন্যা সামান্যা নয়' এই কথা মনে মনে ভাবি যমরাজ, চলিলা দক্ষিণ দিকে উদ্দেশে আপন। সতীর কথায়, কোন কর্ণপাত তিনি না করিলা আর।

৩ ❋ পার্শ্বর-পশ্চাতে। ❋ ৩

ক্ষণকাল করি চিন্তা শোকাতুরা সতী, স্বামীর সে শবদেহ ত্যজি তরুতলে, পার্শ্বর প্রভুর তিনি লইলা পশ্চাৎ। পার্শ্বর পশ্চাৎ ফিরি নিরখি তাঁহারে, কহিলা সোমাল ভাবে। "কি হেতু সুন্দরী তুমি পশ্চাতে আমার ?—পতিবক্তী সতী তুমি, স্বামীর অন্তেষ্টিক্রিয়া করিতে সাধন, যাও তরুতলে ফিরি। রমণীর তরে, এ হতে পুণ্যের কাজ নাই ধরাধামে। যাও পরিশোধ কর ভর্ত্তার সে ঋণ।"

অনন্ত-দেদীপ্যমানা মনোবেদনায়, কহিলা কাতরে কাঁদি আতুরা সুন্দরী। "সুদূর তত্ত্বার্থদর্শী মহর্ষি সকলে, বলেন এরূপ দেব !—'সপ্তপদ তুমি কেহ, করিলে গমন কোন সাধুজন সহ, জন্মায় মিত্রতা তায়। তা'হতে অধিক পথ, এ দুঃখিনী কন্যা তব এসেছে পশ্চাতে। সেই বন্ধুতার বলে, দুঃখিনী চরণে তব নিবেদিবে কিছু।—যেই সতী নাহি করি পতির সৎকার, হন তাঁর সহগামী। কহ শুনি ধর্ম্মরাজ ! তাঁ'দের যুগল-আত্মা কোথা স্থান পায়? আমিও তো সেই ভাবে, স্বামীর আত্মার সাথে করিছি গমন ; কেন না লইয়া যান, যেখানে পতিরে মোর যেতেছেন লয়ে। এই ভিক্ষা ঐ পদে রাখুন কন্যার। ধার্ম্মিক আপনি !—"

নিবারি সতীর কথা জিজ্ঞাসিলা যম। "এই না কহিলে তুমি, ভ্রম করি আমি, হরিয়া তোমার আত্মা যেতেছি লইয়া ! তবে কেন এবে, তোমার আত্মাকে তুমি বলিছ পতির ? চাতুরী দেখাও কেন শমন-সমীপে ?"

কহিলা উত্তরে সতী। "যখন এ আত্মা দান করেছি তাঁহাকে, হ'য়েছে তাঁহারি তাহা ; কাজেই এখন, আমার পতির আত্মা হয়েছে আমার। আমার আত্মাকে তবে, কেন না তাঁহার বলি করিব উল্লেখ ? এতে অপরাধ দেব করিনু কেমনে !"

বিস্ময় মানিয়া প্রশ্ন করিলা শমন। "এ কথার তত্বে আমি নারি প্রবেশিতে! কেমনে রমণী-আত্মা হইবে পুরুষ? আর কি হইতে পারে, পুরুষের আত্মা কভু আত্মা রমণীর!—বাক্‌জাল সতী তুমি কর পরিত্যাগ!"

বিবরি কহিলা সতী শমনসমীপে। "করুন শ্রবণ দেব, বিবরি কহিব পদে শুনেছি যেমন,—লিঙ্গভেদ নাহি কোন আত্মাদল মাঝে, সে ভেদ দেহেতে মাত্র। আত্মারা অমর হয় দেহ মাত্র মর। পাপ ও পুণ্যের ফলে জন্মান্তরে তাই, পুরুষ রমণী হয় রমণী পুরুষ;—আমরাও সেইরূপে, বিনিময় করিয়াছি আত্মা আমাদের, নূতন-জনম-বৎ, লয়েছি জনম এক এ সুখ সংসারে।"

কহিলা হাসিয়া যম, বিস্ময়বিকাসী আঁখি খুলি মধুভাষে। "তত্দূর দেবী যদি হয়ে থাক তুমি, মহীতে মহিমাময়ী; পেরে থাক আর যদি, করিবারে বিনিময় আত্মা তোমাদের, চির অসম্ভব কাজ, সত্যরূপে সত্যবতী হইয়া ভবের; অতেই কি ভ্রম মম পাইছে প্রকাশ?—হরিয়াছি সেই আত্মা, অধিকারে ছিল যাহা স্বামীর তোমার।"

কহিলা সাবিত্রীসতী, যমের স্মৃতিতে জাল বিস্তারি ধাঁধার। "হরেছেন আত্মা বটে স্বামীর আমার, করেছেন অবিকল কর্ত্তব্য পালন, হইয়া অভ্রান্ত লক্ষ্য। কিন্তু সে আত্মার, এখনও যে পরমায়ু হয় নাই শেষ। কেমনে হরিতে তবে পারেন আপনি। তাই নিবেদন করি, আমিও পতির সাথে করিব গমন, এ বিনা উপায় নাই, আমার বা আপনার ভাঙ্গিতে এ ভ্রম।"

কহিলা উত্তরে যম। "বেশ তো কহিলে বৎস! আমিও তো সেই কথা মানিতেছি তব।—এ ভবে অমর আত্মা অবয়ব মর। দেহ পতনের কালে, অমর হলেও, সে আত্মা সে দেহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।—তোমার স্বামীর যবে, দেহ-পতনের দিন উপস্থিত আজি, সে আত্মা অবশ্য ত্যাগ করিবে সে দেহ।—লইয়া যাইব আমি। অমর আত্মার, পরমায়ু শেষ যবে নহে হইবার, কি কাজ আমার লক্ষ্য রাখি সেই দিকে।"

কহিলা সাবিত্রী সতী বিবরি আবার। "করুন শ্রবণ তবে, বলিব শুনেছি যাহা স্বামীর নিকট।—সুরদেশ হতে আত্মা, যে কয় দিনের তরে, লয়ে অবসর; আসে মর্ত্তদেশে বাস করিবার তরে, পশি কোন দেহতলে। নির্দ্ধারিত সেই কাল পরমায়ু তার। ফুরাইলে সেই কাল, আত্মারে তখনি হয় যাইতে স্বরগে; যতদিন না ফুরায়, থাকে সে সংসারে।—এইস্থলে ভ্রম দেব নাহি কি করিলা? দেখুন বিবেচি মনে,—যাইবার কাল পূর্ণ হয় নাই সে আত্মার, আপনি যাহারে লয়ে যেতেছেন বলে। তাই নিবেদন করি, আমারেও লয়ে সাথে চলুন তথায়; ব্রহ্মার বিচারে,

আমাদের এই ভ্রম কাটিবে মনের।—ধার্ম্মিক দলের শিরো-ভূষণ আপনি, ধর্ম্মরাজ নাম তব, রমণী ধর্ম্মের মর্ম্ম জানেন সকলি। কেন তবে অবলারে, স্বামী হ'তে চাহিছেন করিতে বঞ্চিত।" এই বলি মুখপানে চাহিলা যমের।

কহিলেন ধর্ম্মরাজ, সতীরে নূতন প্রশ্নে করিতে বন্ধন, ভুলাইতে আর তাঁর প্রস্তাব অন্যায়। "যদিও অদ্বৈত সাধ্বী, তথাপি বালিকা তুমি এখনও অজ্ঞান। ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মে, এ বয়সে নাহি কভু পারিবে পশিতে।—এই বিশ্বে একদল আছেন তাপস, চিরব্রহ্মচারী তারা, সন্ন্যাস আশ্রয় করি, যজ্ঞাদি ধর্ম্মের সদা করে অনুষ্ঠান। আর একদল তারা, মহাজ্ঞাণীজন, ধর্ম্মকে বিজ্ঞান বলি ধরি ধারণায়, সংসারী হইয়া থাকে, ঈশ্বরের সৃষ্টিবৃদ্ধি করে সে কেবল; না করে ধর্ম্মের কাজ, করে বিশ্বে মাত্র সুখ শান্তির কামনা।—বল দেখি মা আমার, বহুদর্শীবুদ্ধি তব করি প্রদর্শন,—সংসারী তাহারা, নহি কি গো করে কোন ধর্ম্ম উপার্জ্জন?—দেখি তুমি সুক্ষ্মদর্শী হয়েছ কেমন; চাহিছ যাইতে স্বর্গে, সহপরমায়ু তব মৃত্যুর অগ্রিম।—জানি আমি কিছুতেই, পারিবে না এ প্রশ্নের করিতে উত্তর, তাই বলি যাও চলি পতির সৎকারে।"

কহিলা শোভনা সতী সুন্দর উত্তরে। "জিতেন্দ্রিয়গণ, ত্যজিয়া সংসারধর্ম্ম, অরণ্যে বসিয়া ঘাস ফুটাইয়া গায়, অর্জ্জে যে ধর্ম্মের রাজ্য; ইহলোকে সে আলোক না পায় প্রকাশ। সংসারী সকলে তারা, ধর্ম্মের সাহায্য লয়ে চালায় সংসার, সৃষ্টি বৃদ্ধিকর কার্য্যে থাকি নিয়োজিত, ঈশ্বরে সন্তুষ্ট করে। যে-রাজ্যে ধর্ম্মের ধ্বজা না করে বিরাজ, অবশ্য সে বিনশ্বর। কলহ বিবাদ আদি স্বার্থপরতায়, পূর্ণ হয় সেই দেশ, পাপের পঙ্কিলে শেষে দেয় অবগাহ।—ধর্ম্মের দ্বিবিধ এই মহাত্মতা হেতু, সাধুগণ ধর্ম্মকেই বলেন প্রধান। সেই ধর্ম্মরাজে আজি ধরিয়াছি আমি, কেন না মানস মম হইবে সফল! দেখুন চিন্তিয়া মনে, পরমায়ু শেষ যবে আত্মার আমার, কিন্তু নহে এ দেহের, সশরীরে কেন তবে না যাব স্বরগে?"

সুবদার প্রতি চাহি প্রীতিপূর্ণ চোখে, কহিলেন ধর্ম্মরাজ আনন্দে ভরিয়া। "শোন অনিন্দিতে তুমি, সতীত্ব সম্ভূত তব সুখ্যাতি সুনাম, শুনেছি ব্রহ্মার মুখে! আর যত দেবদেবী আছেন তথায়, প্রতিনিতি যশোগান করেন তোমার। কিন্তু না ভাবিনু কভু, বালিকা বয়সে, তত্ত্বার্থে অব্যর্থদর্শী, হইয়াছ এতদূর চতুরতা সহ। কুসুম সৌরভপ্রায়, বচনবিন্যাস তব অতি চমৎকার। বিতরি জ্ঞানের জ্যোতি, মধুর ঝঙ্কার তার পশে যার কানে, সহস্র জ্ঞানের আলো জ্বলে সে আত্মায়। ধন্য তুমি কন্যা এক, এ মরমহীর ফুল সুর পারিজাত! তাই বলি গো শোভনে, স্বামীর জীবন বিনা, যা চাহিবে তাই তোমা করিব প্রদান।"

কহিলা সরমা সতী গুরুপরায়ণা। " অথর্ব্ব শ্বশুর মম, দু' নয়নে অন্ধজন সিংহাসন হারা, করেন অরণ্যে বাস। নয়ন তাঁহার আমি, চাহিছি ভিক্ষায় যদি দেন দয়া করি।"

কহিলা পার্প্পর হাসি মধু সম্ভাষণে। " তথাস্তু তাহাই হ'বে। নিরস্ত হইয়া এবে কর গো প্রস্থান।" এই বলি ধর্ম্মরাজ, স্বকীয় গন্তব্য পথে করিলা গমন। কতিপয় পদ গিয়া ফিরিতে পশ্চাৎ, দেখিলা সাবিত্রী সতী, নয়নে আঁচল চাপি আসিছে পশ্চাতে। জিজ্ঞাসিলা সবিস্ময়ে, স্নেহ-মমতার সেই প্রতিমার প্রতি। " আবার কি হেতু মাতঃ আসিছ পশ্চাতে; যা' চেয়েছ তাই তোমা করিয়াছি দান, বৃথা কেন ক্লান্তপদা হতেছ আবার। যাও চলি আশুগতি পতির সৎকারে।"

কহিলা সাবিত্রী সতী, মনোহর মুখে করি শোক বরিষণ। "পতির সহিত পত্নী করিতে গমন, কে কবে হইল ক্লান্তা হইব সে আমি! পতিরে ছাড়িয়া সতী, যাইবে কোথায় দেব দিন্ দেখাইয়া!—বিষময় সে আবাস বিষময় বন, বিষপূর্ণ শিপ্রা এবে; এ বিশ্ব বাজারে, বিষ বিনা এ বিধবা কি পাবে কিনিতে।—দয়া করি ধর্ম্মরাজ, যে গতি পতির, সেই গতি এ সতীর করুন আপনি।—এ ভিক্ষা কেমনে ত্যাগ করিব কহ না? বলেন পণ্ডিতগণ, সাধুর সঙ্গত, ভাগ্যধর বিনা কেহ কভু না পাইল। মিত্রতা সাধুর, তা'হতে অধিক ভাগ্য, লভে যেই জন। তদ্রূপ মিত্রতা যবে পেয়েছি সাধুর, আমার সৌভাগ্য গুণে। কেন না করিবে তবে, অভাগীর ভাগ্যচক্র স্থান বিনিময়? সাধুর আলাপ, কবে কার হইয়াছে হেতু বিলাপের, আমার বা হবে কেন?"

চিন্তিলা পার্প্পরপতি মনে আপনার। " আহা এই সুধাধরী, কি যে মধু ধরে ওর বিধুরা অধরে, না পাই চিন্তিয়া আমি। কিন্তু হায় মরি দুঃখে, কঠিন প্রস্তাব এই রাখিব কেমনে।" পরন্তু প্রকাশ করি কহিলা সুধীরে। " অনুচিত এ কামনা কর পরিত্যাগ! দেবীদেহী সত্যবতী ভবের ভবানী, হেন অনুরোধ কেন কর বারংবার? তবে তব আবেদন, বিস্তর মহিমাময় দিলা উপদেশ, জ্ঞানীরাও জ্ঞান যায় পারেন অর্জ্জিতে; সন্তুষ্ট হইয়া তাই কহি পুনরায়—স্বামীর জীবন বিনা, যা' কিছু যাচিবে তাই দিব অকাতরে।"

কহিলা সরমা সতী পাণি সম্মিলনে। " সম্ভ্রম সাম্রাজ্য আদি, যে বিপুল কুলমান মর্য্যাদা ধরম, রাখিত শ্বশুর মম, সমুদায় যেন তিনি পান ফিরাইয়া। এই বরদানে, চরিতার্থা অভাগীরে করুন আপনি।"

কহিলেন বৈবস্বত প্রীতি সহকারে। " তথাস্তু তাহাই হবে, যাও সতী সঙ্গ ত্যাগ কর মা আমার, আর ক্ষতিগ্রস্ত তুমি না কর আমারে।" এই বলি গতিপথ

করিলা গ্রহণ। চিন্তিলা সুন্দরী এবে মনে আপনার। 'না পাইলে পতিরত্নে, এ সৌভাগ্য-সঙ্গ ত্যাগ কভু না করিব।'

কতিপয় পদ চলি তপনতনয়, হেরিলেন যুবতীরে পশ্চাতে তাঁহার, চিন্তিলা অমনি মনে। 'বিপত্তি না দেখি কভু হেন প্রীতিকর, এতদুর প্রাণস্পর্শী এত মনোহর।' পরন্তু প্রকাশ করি কহিলা সতীরে। "কেন গো অনিন্দে রাজ-নন্দিনী আবার, মায়াতে গলাতে চাও এ পাষাণ-প্রাণ!—যাও ফিরি শ্রম আর না কর স্বীকার। অনর্থ বিধাতা সহ, সাধিও না এ দ্রোহিতা কহিনু তোমায়।"

কহিলা আদর্শসতী, মুছি নয়নের জল বিনম্র-বচনে। "আপনি গো দেবরাজ, স্বকীয় নিয়মে, পালিছেন প্রজাপুঞ্জে, লইছেন একে একে আয়ু শেষ হলে; অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, তাই যমরাজ নামে খ্যাত ক্ষিতিতলে।—অনুগ্রহ, দান-দয়া, দিয়া নিরন্তর, পালিছেন বিশ্বজনে। বরবার বারিপ্রায় দয়া আপনার, শত্রুমিত্র সকলেই পাইছে সমান।—আমি না পাইব কেন?" এতবলি নতশিরে রহিলা দাঁড়ায়ে।

কহিলা পার্প্ররপতি। "অয়ি শুভে, এ শমন পাষাণ হলেও, গলেছে বচনে তব। জানিও নিশ্চয় তুমি কভু এ পাষাণ, নাহি গলে নেত্রনীরে করুণ ক্রন্দনে।—এই জ্ঞান-সঞ্চারিণী বচন তোমার, কি যে না করিতে পারে না পাই ভাবিয়া। অতএব তুমি, পতির জীবন বিনা, আর এক বর মাগি লও আমা হ'তে, তারপর ক্ষান্তা হও।"

কহিলা সে রাজকন্যা পিতৃহিতৈষণা করি শমন-সদনে। "মহীপতি অশ্বপতি জনক আমার, পুত্রহীন জন তিনি, চিন্তেন সদাই রাজ্য সঁপিবেন কারে, শতপুত্র এইবরে চাহিছি তাঁহার। দয়া করি বর দান করুন তাঁহারে।"

"তথাস্তু তাহাই হ'বে!—যাও তুমি হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে আপন, আর আসিও না সাথে!" এই বলি ধর্ম্মরাজ, আপন গন্তব্য-পথ করিলা গ্রহণ। সাবিত্রী পশ্চাৎ ধরি চলিলা চিন্তিয়া। 'এতক্ষণে এবে, স্মৃতির বৈকল্য এঁর ঘটেছে প্রচুর, এইবার কার্য্য বুঝি হয় বা উদ্ধার।'

আবার পশ্চাতে তাঁরে হেরি যমরাজ, প্রশ্নিলা চঞ্চল মনে। "কেন সতী গতি-মতি না ফিরাও তব!" কহিলা সুন্দরী, অধোমুখে ধরাবরে করি নিরীক্ষণ। "ক্ষুদ্র এক প্রশ্ন আমি এনেছি সম্মুখে।" কহিলা পার্প্ররপতি চঞ্চল গমনে। "বল আশুগতি সতী কি চাহ কহিতে?"

কহিলা সুন্দরী শুনি সুধীর বচনে। "আপনি গো বিবস্বান্-তপন-তনয়, বৈবস্বত নাম তব তেজস্বী পুরুষ, ত্রিলোক দুর্লভ সাধু।—বিশ্বের মানুষ, না করে

বিশ্বাস তত আত্মারে আপন, যতদূর করে তারা সাধু সবাকারে। সজ্জনের প্রেম তাই বাঞ্ছনীয় অতি। আমিও রাখিয়া মতি তব গতি সহ, পেয়েছি বিস্তর বর, স্বেচ্ছায় সে সবগুলি দিলা অবলারে। স্বকীয় সংস্থানে তার কিছু না রাখিয়া, বিলায়েছে এ অবলা সেগুলি অপরে। সে হেতু জানিতে চাই, ভিখারিণী হয়ে, ভিক্ষার সম্পদ যেই দেয় বিলাইয়া, করিয়া টুকনী খালি, সে কার্য্যে তাহার পুণ্য অর্জ্জে সে কিরূপ? উত্তর পাইলে আমি যাইব চলিয়া।"

মণিময় এই বাণী শুনি দেবরাজ, চিন্তিলা বিস্ময় মানি; 'শ্রবণ তোষণ, আহা, এমন মধুর কথা কোথা না শুনিনু। স্মৃতি আত্মা মনপ্রাণ, সকলি গলিল মম পড়ি এ সুধায়।' পরন্তু প্রকাশ করি লাগিলা কহিতে। "নারীকুল শিরোমণি, যে ধর্ম্ম অর্জ্জিলে তুমি এই বিতরণে, তার পুণ্যরাজি, কি সাধ্য আমার আমি পারি বিবরিতে। সে পুণ্যের প্রতিফলে, পাবে তুমি সুররাজ্যে হেন এক দেশ, বৃহৎ এ বিশ্ব হতে শতগুণে তাহা, শতগুণ শোভাসহ ভূষিত ভূষণে।"

প্রশ্নিলা আবার সতী। "শুনেছে এমনি দাসী, পাপপুণ্য অবচয় যে যাহা করিবে, সুফল কুফল তার, ইহলোক পরলোকে পাবে উভস্থলে।—পরলোকে যা পাইব দেছেন বলিয়া, ইহলোকে কি পাইব, বলিলে এখনি আমি যাইব চলিয়া।"

অবাক্ হইলা যম, বাক্‌শক্তি শোভনার করি অধ্যয়ন। কহিতে লাগিলা তিনি চমৎকৃত অতি। "মায়াধরী ও অধরে, যেই পূত বাণীবারি ঝরিল তোমার, সেই স্রোতে স্মৃতি মোর গিয়াছে ভাসিয়া। হারায়েছি জ্ঞান আমি, ইতিকর্ত্তব্যতা হতে হতেছি বিমূঢ়, হয়েছি পাষাণপ্রায়।—সুরদেশবাসী আমি নাহি জানি এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব।—কি লাভ অর্জ্জিবে তবে নাহি জানি যমে, তাই তোমা অনুরোধি, আর এক বর চাও নিজের লাগিয়া, স্বামীর জীবন বিনা, যে বর চাহিবে তাই পাইবে সুযমে।—কিন্তু সেই বর, বিলাইলে অন্যপরে হইবে বিফল। ইহলোকে পুরস্কার, তাহাই তোমার তুমি লও ত্বরা মাগি।"

৪ ✻ যমের উপর জয়লাভ। ✻ ৪

যমের উপর জয়, এতক্ষণে লভিবার সুন্দর সুযোগ, পাইল যুবতী সতী, মাগিলা অমনি বর সরল কৌশলে। "মাগি আমি শতপুত্র, সুজাত সম্ভব, যেন জন্মে এ উদরে।—এই বর শেষ বর, সত্বর বিদায় দিন করিয়া প্রদান।" এই বলি মুখপানে, লোচন মোহন চোখে রহিলা চাহিয়া।

কথার তাৎপর্যে লক্ষ্য, তৎপরতা হেতু, না করি পার্পরবর, গমনে উদ্যত হয়ে কহিলা সত্বর। "তথাস্তু তাহাই হ'বে, শতপুত্র পাবে তুমি উদরে তোমার। যাও কুতুহলি চলি, আমিও চলিনু আমা কর্ত্তব্যের পথে।" এই বলি যমরাজ করিলা গমন, সাবিত্রী চলিলা পিছে না ছাড়ি পশ্চাৎ। আবার পার্পর প্রভু ফিরি তাঁরে হেরি, কহিলা সম্বোধি ধীরে। "অঙ্গীকার ভঙ্গ কেন করিতেছ সতী। শেষ বর লইয়াছ, তথাপি কি হেতু নাহি ছাড়িছ পশ্চাৎ?"

ভূলোক দুর্লভ সতী বীণার ঝঙ্কারে, কহিলা সুধীর স্বরে। "যে বর দেছেন প্রভু, আত্মা সে বরের কেন রাখেন লুকায়ে? সে আত্মা পাইলে হই এখনি বিদায়। —শপথ পালন করি, দিন ফিরাইয়া আত্মা বরের আমার।"

হায় যবে রামচন্দ্রে রাজা অভিষেক, চাহিলা করিতে পিতা রাজা দশরথ; সেই শুভক্ষণে যবে ভরতের মাতা, চাহিলা রাজারে তাঁর পালিতে শপথ।—দ্বাদশ বৎসর তরে, রামচন্দ্রে বনে দিয়া, বসাতে ভরতে সেই রাজসিংহাসনে; পড়িল তখন, যে বাজ মস্তকে তাঁর; সেই বাজ পড়িয়াছে শিরে পার্পরের। বিস্ময় বিকাশী নেত্রে, কত ইতস্ততঃ তিনি করিবার পর, কহিলা জড়িত স্বরে। "যদিও শপথে বদ্ধ, তথাপি শোভনে, তোমার স্বামীর আত্মা নারি ফিরাইতে।—না রাখি ক্ষমতা তায়, ভুলক্রমে শ্রুতিদান করিয়াছি আমি, মার্জ্জনা চাহিছি তাই।"

কহিলা সাবিত্রী সতী, কৈকেয়ী সুন্দরী যথা কহে দশরথে, হানি সুবচনবাণ। "ত্রিলোক-দুর্লভ জন, সাধুরাই সর্ব্বেসর্ব্বা বিশ্ব ও আকাশে। তাঁদের সমান কেহ প্রতিজ্ঞা পালনে, না পারিল বিস্তারিতে তেমন প্রভাব।—যাঁদের কৃপায়, আকাশে তপন তারা করে পর্য্যটন, অনিল সাগর চলে, বিতরে সুন্দর জ্যোতি শশী সুমধুর। যাঁহারা ধারণকর্ত্তা নশ্বর বিশ্বের, প্রাণীর কল্যাণকামী। যাঁদের সঙ্গতে, না হয় কার্য্যের ক্ষতি মানের লাঘব। কভু না প্রত্যাশে যাঁরা, উপকার করি তার প্রতি-উপকার; অব্যর্থ-প্রাসাদ যারা দেবতা স্বর্গের। তদ্রূপ সজ্জন সাধু, প্রদত্ত-দ্রব্যের যদি প্রত্যাহার করে, হইবে তা'হলে, সে হেন নশ্বর কাজ এ বিশ্বে প্রথম। সাধুজন অনুচিত কার্য্য সে নিশ্চয়।" এই বলি হইলেন বিষণ্ণ বদন।

সেই বিষণ্ণতা হেরি আদর্শসতীর, বিলুপ্ত হইল বুদ্ধি যমের যতেক; কহিলা তখন তিনি। "অমোঘ মুখের তব মনোহর বাণী, তিক্ত হইলেও ভক্তি দৌড়ে তার দিকে। মহার্থ-প্রযুক্ত-কথা, অনুক্তি করেছে মোরে লজ্জিত বিষম। মিনতি করিছি তোমা, লও বরান্তর ছাড়ি এ গৃহিত বর। দয়া কর দয়াবতী রাখ এ মিনতি!"

কহিলা আদর্শসতী, মথি শমনের মন স্নেহাকর্ষী ভাবে। "ত্যজিয়া গৃহীত বর কোন সাধ্বী সতী, পারে কি অপর বর করিতে গ্রহণ; প্রসবিতে জারজ বা ক্ষেত্রজ সন্তান? সেই হেন উপদেশ, পারেন কি এ কন্যারে করিতে প্রদান?—সেই বর বিনা; অন্য বর প্রার্থী কভু না পারি হইতে। দেখুন বিবেচি মনে, পতি বিনা অবলার, কি গতি সংসারে! পতিই আরাধ্য তার, সেবাযত্ন শুশ্রূষার প্রধান আধার, পারিত্রিক-ত্রাণ হেতু একই সোপান। পতি বিনা অবলার, গৃহাদি সংসার শূন্য, শূন্য মনপ্রাণ, নিখিল অবনী শূন্য, চারিদিক হাহাকার সে নয়নে তার। পতি যার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পতি যার জ্ঞান, সতীত্বের সংরক্ষী পতি যার মান; পতিই সর্ব্বস্ব যার দেহের জীবন,—বিষাদের শান্তি যার উৎসাহ কার্য্যের, প্রমোদের হর্ষ যার দর্শনের জ্যোতি; শ্রবণে সঙ্গীত যার নিশ্বাসের বায়ু,—পরশে জগৎবৎ স্মৃতি অতীতের,—বিপদের জ্ঞান যার ছত্র বরষার।—হরিও না হে জ্ঞানিন, সতীর সে পতিধনে তুলিয়া শপথ।"

কহিলা মিনতি মুখে আবার শমন। "লও সতি বরান্তর, আত্মা দান করিবার স্বামীর তোমার, বিষম অক্ষম আমি কহিনু তোমায়।"

সুন্দরী উত্তরে কহে। "না পারেন আত্মা যদি ফিরাতে স্বামীর, তবে দয়া করি আমারেও সঙ্গে করি চলুন স্বরগে, বিধাতার সুবিচারে, নিশ্চয় ফিরিয়া আত্মা পাইব পতির।" কহিলা কৃতান্ত শুনি ধীর সম্ভাষণে। "অয়ি মাতঃ বরাঙ্গনে! ও মুখ মুক্তার তব, যুক্তিযুক্ত-বাণীগুলি মণির প্রভায়, বেইরূপে ভাসিতেছে, স্নেহ মমতার মোর সাগর ভরিয়া, করি আভা বিনিময়; নারি প্রকাশিতে আমি মরি মনোদুখে।—তবসম সাধ্বীসতী মধুর ভাষিণী, না জন্মিল ধরাতলে নহে জন্মিবার। পতিভক্তি হেরি তব, বাক্‌শক্তিহীন আমি হয়েছি কহিনু।—কিন্তু কি করিব মাতঃ স্বামীর জীবন তব সম্পদ বিধির, বিতরণ তার আমি করিব কেমনে; কেমনে বা আর, জীবন্তে তোমারে পারি তুলিতে স্বরগে। এ বিষয়ে দয়া সতী কর আমা পারে।"

কহিলা বিজয়ী সতী বিষণ্ণ বদনে। "প্রথম, দ্বিতীয় যদি নারিলে রাখিতে, রাখুন তৃতিয় কথা—দিয়াছেন যত বর, আমা অভাগীরে, সকলই তাহার প্রভু লন ফিরাইয়া! অভাগিনী যবে আমি দুঃখিনী ভবের, কাজ নাই কোন বরে।"

চিন্তি কতক্ষণ যম, কহিলা হইয়া মনে অতি অপ্রস্তুত। "বরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, পাইয়া গিয়াছে বর ফিরাই কেমনে।—চক্ষুষ্মান হইয়াছে শ্বশুর তোমার, পাবেন সত্বর রাজ্য; জননী মালবী তব, হইবেন ফলবতী অদ্য নিশাকালে। সেই চক্ষুষ্মান জনে, আবার করিব অন্ধ কি মোর বিচারে। কেন সতী কর এত কঠিন আদেশ!"

কহিলা সাবিত্রীসতী, দুখদগ্ধ হৃদিতলে করিয়া ক্রন্দন। "অথর্ব্ব শ্বশুর মম চক্ষুষ্মান হয়ে, কি দেখে হবেন সুখী, জ্ঞানবান পুত্রে যদি না পান দেখিতে। শতশেল প্রাণে বিঁধি, বিধবা বধূরে, দেখিবে কি সে নয়ন করিবে সার্থক!—কি কাজ বা রাজ্যে তাঁর, কারে অভিষেক তিনি করিবেন তাহা?—কিবা লাভ শতপুত্র পাইয়া পিতার, বিধবা ভগ্নিরে হেরি কাঁদিবার তরে।—কি কাজ বা হেন বরে, বিধবা হইয়া, প্রসব করিব যায় জারজ সন্তান।—দয়া করি দয়াময়, অভাগীরে দয়া হ'তে দিন পরিত্রাণ; তার হেতু হতভাগী, চিরকাল কৃতজ্ঞতা করিবে স্বীকার।"

বিষের পবন প্রায়, এ বাণী ফুৎকার দিয়া শমনের কানে, প্রবেশি শিলার মূর্ত্তি করিল তাঁহারে। কতক্ষণ ধরি চিন্তা করিবার পর, কহিলা সতীর প্রতি। "এই স্থলে ক্ষণকাল রহ দাঁড়াইয়া, যমের উপর জয় লভিয়াছ তুমি। ব্রহ্মার নিকট হতে অনুমতি লয়ে, তোমার স্বামীর আত্মা দিব ফিরাইয়া।" এই বলি যমরাজ উড়িলা আকাশে, উড়িলা আকাশে, ক্রীড়ক টানিলে ডোর, উড়ে যথা খেতঘুড়ি, দূরস্থিত বালকের করযুগ ত্যজি।

যমজ আনন্দ।

গেলা চলি যমরাজ, নীরবে একেলা সতী পতিরে স্মরিয়া, চিন্তিতে লাগিলা মনে। চলিয়াছে অস্তদেশে লোহিত তপন, নিবেছে জগতবাতী, ধীরে অন্ধকার হয়ে আসিছে কানন, শত ভীষণতা সহ। কাঁদিতে লাগিলা সতী বনে একাকিনী।

সতীর দুর্গতিরাশি দেখে দেখে—হে তপন!
যাও অস্তাচলে ধীরে রাঙা মুখে—হে তপন!
শত বিভীষিকা লয়ে, আসিবে গো অন্ধকার,
অভাগীরে ডুবাইবে কত দুঃখে—হে তপন!
যে বিশ্বে সতীর দুঃখে, দয়া দেখাইতে নাই—
সে বিশ্বে উদিবে ফিরে কিবা সুখে—হে তপন!

এই গান শুনি এক রাজবেশধারী, অশ্ব আরোহণে তথা সতীর সম্মুখে আসি হাসি দাঁড়াইল। পাতিল সতীর সাথে প্রেম আলাপন। একাকিনী পেয়ে তাঁরে, দাঁড়ায়ে রাবণ হেন সীতার সম্মুখে, কহিল মধুর হাসি। "তোমারি পাগল আমি, এস প্রাণেশ্বরি বস এ অশ্বে আমার; রাজরাণী হবে তুমি অবন্তী দেশের। তোমার

আদেশ মত, সে নীচ পত্নীরে আমি করেছি কর্ত্তন। হয়েছ সতীনশূন্যা তুমি সুভাগিনী।" এই বলি অশ্ব হ'তে, আলম্ব করিয়া কর, চাহিল ধরিয়া তাঁরে তুরঙ্গে তুলিতে।

এ বিপত্তি হেরি সতী, ধীরে ধীরে তথা হ'তে সরি দাঁড়াইলা। অশ্বারোহী অগ্রসর হইলা অমনি, কহিতে লাগিল হাসি। "নাহি ডর প্রাণেশ্বরি! আমি তব কক্ষধর বক্ষের মালিক, অবন্তী দেশের রাজা।"

এ হেন সময়ে এক ভীম অজগর, বাহিরিল বন হতে, করিল দংশন সেই অশ্বারোহী জনে। সেই বিষে জরি পাপী, পড়িল সে অশ্ব হ'তে মরিল ভূতলে। তারপর ফণাধারী, সতীর সম্মুখে আসি দাঁড়াইল স্থির। কহিলা সুন্দরী কাঁদি সে নাগ-সমীপে। "কেন ওগো সর্পরাজ, অভাগীরে কেন নাহি করিছ দংশন। দিতেছ পাঠায়ে, স্বামীরে লইয়া যম গিয়াছে যে দেশে।" এই বলি দরদরে, উপোষিতা সতী তিনি লাগিলা কাঁদিতে। ধীরে ধীরে সর্পরাজ নিশ্বাসে নিশ্বাসে, উগরিল শ্বেতধূম, সেই ধূমে কায়াভ্রষ্ট লাগিল হইতে। সেই ধূম চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে, ভিতর হইতে তার, ফুটিয়া উঠিল এক মূর্ত্তি মনোহর। আপনি সে যমরাজ, শোভিত হইলা তথা নেত্রে শোভনার।

কহিলেন যমরাজ আদর্শ-সতীর মুখ নিরখি হরষে। "এই অশ্বারোহী জন দুষ্ট ভয়ঙ্কর, তোমার প্রাণের শত্রু। ব্রহ্মার আদেশে হত্যা করিয়া ইহারে, অবন্তী দেশের, দিনু সিংহাসন শূন্য করি তব তরে। তোমার শ্বশুর, কালি সুপ্রভাতে পাবে রাজ্য সে দেশের।"—নমিলা অমনি সতী চরণে যমের, দাঁড়াইলা পাণিপুটে।

কহিতে লাগিলা যম হাসি সুমধুর। "সাবিত্রী তুমিই সত্য।—তপস্যার বলে তুমি তব স্বামীসহ, হয়েছ সক্ষমা সত্য প্রাণবিনিময়ে।—কহিলা আমারে ব্রহ্মা, তোমার স্বামীর, আত্মা যখন তাঁরে করিনু প্রদান। 'ভ্রম তুমি করিয়াছ ওহে যমরাজ, এ আত্মার পরমায়ু রয়েছে এখন।' নিবেদিনু আমি তবে, তোমার সহিত মম যত কথা হয়; তখন কহিলা তিনি, তোমার উপর করি সন্তোষ প্রকাশ। 'এ আত্মা ফিরায়ে তুমি দাও সে সতীরে, পরমায়ু আছে এর, যদিও দেহের দিন গিয়াছে ফুরায়ে। সাবিত্রী যে আত্মা তার বহে দেহতলে, পরমায়ু শেষ তার, কিন্তু সে দেহের নাহি পতন এখন।—পরন্তু বলিয়া তুমি দিও সুষমারে—চারিশত বৎসরের পতিপত্নী তারা, সুখকর পরমায়ু পাইবে সংসারে, একশত পুত্র আর, পাইবে উদরে তার, সুশীল সকলে; প্রতি চারি বৎসরেতে, নূতন পুত্রের মুখ দেখিবে তাহারা।'—এই ধর আত্মা তব দিতেছি স্বামীর। যাও তুমি হরষিতা, পাইবে স্বামীর দেহ, সেই তরুতলে তথা ঘুমন্ত দশায়। যমজ আনন্দে ভাসি যাও হরষিতা।"

প্রফুল্লিত চিতে সতী সে আজ্ঞা লইয়া, নমি সে দেবের পদে জিজ্ঞাসিলা হাসি। ত্রিদিবের দেব তিনি, নাহি কি করিলা কোন অপর আদেশ ?"

কহিলা আবার হাসি তপন তনয়। "তাহাও শুনিবে তুমি,—শোন তবে বলি। আমার উপর তিনি করিলা আদেশ —' সত্যসাধ্বী সতী যারা, সাবিত্রী রূপিণী ভবে অতি সত্যবতী, তাদেরও জীবন, নিকাশি একত্র করি আনিবা এখানে।— পতির বিয়োগে সতী মূর্চ্ছিতা হইবে,- অমনি জীবন তার করিবে হরণ।—আর যে সুন্দরী, জগতে সুনাম লাভ কয়ণ-মানসে, সাজিবে ভাণের সতী ; স্বেচ্ছায় জীবনদান করিয়া আপন, অনুগামী স্বামীসহ চাহিবে হইতে।—না আনি এখানে, নরকে ফেলিয়া দিবে সে আত্মা তাহার।" এই বলি যমরাজ, সতীর নিকট হতে লইয়া বিদায়, উড়িলা অনিল পথে।

৬ ✱ পারন্ত পয়ার ছন্দ। ✱ ৬

ধীরে ধীরে পায় পায় চলিলা সুন্দরী,
কত কথা মনে মনে বলিলা সুন্দরী।
থামিয়াছে এবে সেই ক্রন্দন বনের,
খুলিয়াছে শোভা তাহা নন্দন বনের।
কত না আনন্দ মনে উদিছে সতীর,
হর্ষরাশি প্রাণে যেন কুদিছে সতীর।
ঘুঁচেছে প্রবল ভয় হর্ষমুখী এবে,
স্বামীর জীবন লভি চির সুখী এবে।
নৈশ অন্ধকারে সতী আসি তরুতলে,
জাগাইলা সত্যবানে বসি তরুতলে।
গাত্রভঙ্গী সহকারে জাগি সত্যবান,
কহিলা পত্নীর অনুরাগী সত্যবান।—
"নিদ্রা নিমগন আমি ছিনু বহুক্ষণ,
তব মনে কষ্ট প্রিয়ে দিনু বহুক্ষণ।
কেন না জাগালে আমা কহ এতক্ষণ ?
নিরালাপে কেন একা রহ এতক্ষণ ?

—শিরপীড়া যবে প্রিয়ে করিল চঞ্চল,
শ্যামবর্ণ মূর্ত্তি এক আঁসিল চঞ্চল—
আরক্ত নয়ন তাঁর অতি ভয়ঙ্কর,
আইলা সম্মুখে লয়ে মতি ভয়ঙ্কর।
পাশ দ্বারা সেইজন পরশি আমায়,
করিল অজ্ঞান শোন আকর্ষি আমায়।
কে তিনি আইলা প্রিয়ে কহদেখি শুনি,
বল তুমি সবিস্তার বিধুমুখে, শুনি।
জাগিয়া হয়েছি প্রাণে সুস্থির এখন,
শিরযন্ত্রণায় নহি অস্থির এখন।"
উত্তরিলা মধুভাষী সতী নিরুপমা,
প্রকাশি অধরপ্রান্তে জ্যোতি নিরুপমা।
"প্রজা সংযমনকরী শমন সে জন,
করিলা সেরূপে আমা নিধন সেজন।
প্রাণবায়ু হরি তিনি করিতে প্রস্থান,
আমিও করিনু তাঁরে ধরিতে, প্রস্থান।
শব তব রহে পড়ি এ পাশে বনের,
ধরিনু শমনে আমি সে পাশে বনের।
কাকুতি মিনতি করি কাঁদি তাঁর পদে,
কোমল করিনু ধীরে সাধি তাঁর পদে।
পাঁচ বর প্রাপ্তা আমি হইনু তাহাতে,
তবপ্রাণ এক বরে পাইনু তাহাতে।
উত্থিত হইলে তাই সুখসুপ্ত হতে,
নহে কি উঠিতে আর দুঃখসুপ্ত হতে!
—এবে দেখ প্রাণেশ্বর এসেছে রজনী,
তমোরাশি লয়ে বনে বসেছে রজনী।
বিবরিব এ কাহিনী কালি তব পদে,
করিব হৃদয় খালি বলি তব পদে।
এবে চল ঘরে ফিরি হরষে দু'জন,
কাঁদিছেন মাতা-পিতা আবাসে দু'জন।

এ বিপত্তি আমাদের নাহি জানে তাঁ'রা,
কত ডরিছেন বসি প্রাণেপ্রাণে তাঁ'রা।
সে প্রবল চিন্তারাশি হরিতে তাঁ'দের,
চল ত্বরা প্রাণে সুখী করিতে তাঁ'দের।
—তবে কি না নাহি জানি যাইব কেমনে,
■ তিমিরে বনপথ পাইব কেমনে।
পূর্ব্বস্মৃতি বলে যদি চিনিয়া চলিতে
না পারেন বক্রপথ নির্ণিয়া চলিতে।
এস তবে বনগর্ত্তে থেকে যাই রাতে
গিয়া তথা আঁধারেতে কাজ নাই রাতে।
বিভোরিয়া সুখ-নিশা প্রত্যূষে উঠিয়া,
যাইব আশ্রমে কালি হরষে উঠিয়া।"

শুনি এই মধুবাণী সে বধূর মুখে,
উত্তরিলা সত্যবান সুমধুর মুখে।
"ক্ষণকাল না হেরিলে দু'জনে বসিয়া,
ভাসেন নয়নজলে ভবনে বসিয়া।
সন্তাপ-পূরিত-প্রাণে অন্বেষণ করি,
বেড়ান চৌদিক বন বিদলন করি।
এখানে যাপন যদি করিবে এ রাত,
সেখানে দু'জন তাঁ'রা মরিবে এ রাত।
থাকিতে উচিৎ নয় এথা আমাদের,
যাইতে হইবে প্রিয়ে সেথা আমাদের।"

এই বলি সত্যবান সতীর সদনে
বিলাপিলে, কহে সতী পতির সদনে—
"সত্যসাধ্বী সতী যদি হই ভবে আমি,
বলিতে নিশ্চয় নাথ পারি তবে আমি;—
ত্রিদিবের দেব তিনি রাখিবে তাঁদের,
কালি গৃহে গিয়া সুখে দেখিবে তাঁদের।"

আসার পূরিত নেত্রে তুলিয়া বদন,
কহিলেন সত্যবান খুলিয়া বদন।

"জানি আমি সত্য তুমি সতী নিরুপমা,
মহা তপস্বিনী সত্য-ব্রতী নিরুপমা।
ও তব বদনবাণী ফলবতী হ'বে,
পিতামাতা ও কল্যাণে বলবতী হবে।
কিন্তু লো ব্যাকুলচিত্ত হইতেছি আমি,
তাঁদের চিন্তায় প্রাণে মরিতেছি আমি।
তিন দিবসের প্রিয়ে উপবাসী তুমি,
সহিয়াছ বহু ক্লেশ বনে আসি তুমি।
অঞ্চল ভরিয়া এবে লয়ে ফলমূল,
তোষ তব তীব্র-ক্ষুধা খেয়ে ফলমূল।
চল যাই গৃহে ফিরি দু'জনে আমরা,
এখানে থাকিতে পারি কেমনে আমরা।
উপজিলে গিয়া তথা আমরা দু'জনে,
পাবে তায় সূর্য্য-শশী তাঁহারা দু'জনে।"
অমৃত ভাষিণী সতী কহিলা সুধীরে,
সত্যবান প্রাণভরি শুনিলা সুধীরে।
"যমের দর্শনে এবে বলে হ্রাস তুমি,
পেয়েছ অন্তরতলে কত ত্রাস তুমি।
ফলমূল আহরিলা যাহা কিছু আজি,
কাজ নাই লয়ে সাথে তাহা কিছু আজি।"
এই বলি দুটি পাখী মিলি গলে গলে,
চলিলা আবাসে হেলি দুলি গলে গলে।

৭ আবাসের অবস্থা। ৭

সেদিকে রাজর্ষি প্রভু, আসিলে বৈকাল, দ্বিতল-অলিন্দে আসি বসিলা নীরবে, লাগিলা চিন্তিতে আর। "বধূসহ সত্যবান, না জানি কখন তারা ফিরিবে আবাসে। বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল,—কিছু না বুঝিতে পারি হেতু বিলম্বের!" নানা অমঙ্গল কথা, এরূপে বসিয়া তিনি গণিছেন মনে, সহসা কণ্ডুয়মান, হইল নয়নদ্বয় অতি তীব্রতায়।

অস্থির হইয়া তায়, করতলে চক্ষুদ্ব'য় করিলা মর্দ্দন। সেই মর্দ্দনান্তে তিনি, অকস্মাৎ চক্ষুষ্মান হইলা তখনি। আনন্দে পূরিল প্রাণ, চমৎকার সে ব্যাপার করি নিরীক্ষণ। প্রীতিফুল্ল মনে, হেরিলেন চারিদিক, বারেন্দা হইতে সেই নবনেত্রপাতে। দেখিলা কৌতুকে মাতি—ঝলমলে শিপ্রানদী বহিছে সম্মুখে, শোভিছে তা'পরে এক সেতু মনোহর। সে সেতুর তল দিয়া, বাদলা খচিত জল চলে ঝলমলে। সুখের দর্শন আর, দেখিলেন চারিদিক হরষিত মনে। সবিস্ময়ে তবে তিনি পশিলা আবাসে, কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে করিয়া ভ্রমণ, দেখিলা প্রত্যেক দ্রব্য ; থরে থরে সুসজ্জিত কক্ষের চৌদিকে, সুন্দর বিন্যাসে তার সমুষার কীর্ত্তি যত ফলিত তাহাতে। দেখিতে দেখিতে, সুন্দর সোপান ধরি নামিলা ভূতলে। দেখিলা প্রাঙ্গণখানি অতি চমৎকার, কাষ্ঠের প্রাচীরে ঘেরা, সাজিতেছে ফলফুলে বেষ্টিত লতার। পত্নীর নিকট আসি, বিবরিলা সে আঁখির ব্যাপার অদ্ভুত।—মহানন্দে শৈব্যা দেবী উঠিলা নাচিয়া, তথাপি তথাপি তিনি সংশয় মানিয়া, অঙ্গুলি দেখায়ে প্রশ্ন করিলা এরূপ।—"কয়টা আঙ্গুল এই বল দেখি তবে?" কহিলা রাজর্ষি হাসি। "তিনটা আঙ্গুল দেখি দেখাইছ তুমি।"

জিজ্ঞাসিলা শৈব্যা পুনঃ। "বল দেখি কেশ মোর কত পাকিয়াছে?"

উত্তরে রাজর্ষি কহে। "একটিও পাকে নাই আমার দর্শনে।"

প্রশ্নিলা আবার শৈব্যা। "বলদেখি পাখী এক বসেছে কোথায়?"

কহিলা রাজর্ষি। "ঐ শাল-তরু-ডালে বসে এক পাখী।"

ঘুঁচিল মনের ভ্রম শৈব্যা রূপসীর, কহিলা আনন্দে মাতি। "তবে তো পেয়েছ চক্ষু, মায় সাজ পাট সহ দরবস্ত হকুক।" এই বলি করে ধরি লইয়া পতিরে, বাড়ীর বাহিরে আসি, দেখাইলা সরোবর সহ স্বচ্ছ বারি। পাড়েতে পুষ্পের বন, ফুটেছে নিস্তর তায় সরস-কুসুম। সেই ফুল দেখাইয়া কহিলা রূপসী। "শারীরিক পরিশ্রমে দেবী আমাদের, এ আঁধার বনে আলো করেছে এরূপে।—বধূ নহে যেন মোর দেবী স্বরগের।—দেখিলে সেরূপ রূপ, আবার না অন্ধ তুমি হও দু'নয়নে।"

কহিলা রাজর্ষিজন সহাস্য বদনে। "যে অবধি বুদ্ধিমতী সাবিত্রী সনুষা, এসেছে এ বনাশ্রমে, সেই দিন হ'তে, যাবতীয় দুঃখ আমি ভুলেছি মনের। কল্যাণে তাহার, শতশাব রাজ্য, যেন দেখেছি নয়নে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূ মহা তপস্বিনী, পরশে তাহার, মৃণ্ময় সুবর্ণ হয় ফলফুল হীরা। বচনের লীলা তার কিবা মনোহর ; রূঢ় রসনাও, হয় মধুময় তাহা করিলে শ্রবণ। না পাই ভাবিয়া আমি, কি আমার পুণ্যফলে পাইনু এবধূ।"—অমনি সুন্দরী শৈব্যা কহিলা কাঁদিয়া। "সন্ধ্যা-সমাগম-প্রায়, এখনও

পুতুল দুটি না আসিছে কেন?—চল না সন্ধান মোরা করি তাহাদের। চল যাই ত্বরা করি, হারাই হারাই প্রাণ করিছে আমার।"

এই বলি ধীরে ধীরে, বনের চতুরদিক লাগিলা খুঁজিতে। এ ধার সে ধার করি ভ্রমি কতক্ষণ, ক্রমশঃ চঞ্চলমতি হইলা তাঁহারা; যত অমঙ্গল কথা, লাগিল উদিতে এবে চিন্তায় তাঁদের। সে ভারে অধীরা শৈব্যা কহিলা কাঁদিয়া। "ওগো সে বধূরে কেন না দেখি কোথায়, কোথায় বা সত্যবান, কাহাকেই আসিতে যে না দেখি এ পথে! আহা সে বধূর কথা, বিবরি কেমনে আমি কহিব তোমায়,—রবি-রশ্মি মাখি গায়, নির্ম্মল নির্ঝর যথা চলে কলরবে, সে সতী আমার যে গো, সেই অভিনয় খুলে রেখেছিল চোখে। পরিষ্কার কার্য্য সহ তৎপরতা তার, ফুল ফুটাইয়া যে গো দিত আঁখিতলে। কেন যে সে মা আমার, এখনও স্বামীরে লয়ে না আসিছে ফিরে, সেই ভাবনায় আমি যেতেছি মরিয়া।" দর্শনের অভিলাষ করিয়া প্রবল, কহিলা রাজর্ষি কাঁদি। "ত্রিদিবের দেব তুমি, দিয়াছ নয়ন যদি আমি অন্ধজনে, দাও দেখাইয়া, যাদের দেখাবে বলে দিয়াছ এ চোখ।—গৃহলক্ষ্মী মা আমার, কোথা বাপ সত্যবান এস গো তোমরা, জুড়াই নেত্রদ্বয় হেরি তোমাদের।"

এ হেন সময়, আগমন শব্দ যেন শুনি কাহাদের, হইলেন তীক্ষ্ণকান। "ঐ বুঝি আসিতেছে সাবিত্রী আমার, টানিয়া আনিছে পালা ঘোর মড় মড়ে, কাঁপায়ে সকল বন।" দেখিতে দেখিতে, এক দল অশ্বারোহী পশিল সে বনে, আইল তাঁদের কাছে। তা' সবার মাঝে ছিলা রাজা অশ্বপতি, মালবী সুন্দরী আর বর্হিণা রূপসী, কতিপয় সৈন্যসহ। ব্যাপার শুনিয়া তাঁরা, মহা অমঙ্গল মনে গণিলা অমনি। কহিলেন অশ্বপতি, কাঁদিয়া ব্যাকুলচিত্তে রাজর্ষি-সমীপে। "সত্যবান নাই ভবে, অন্তিম-দিবস তাঁর কহিনু অদ্যই; নারদের কথা ইহা, কখনও অব্যর্থ তাই নহে হইবার। সাবিত্রী আমার, মরিয়াছে স্বামীশোকে কহিনু নিশ্চয়।" এই বলি সব কথা, একে একে রাজর্ষিকে বলিলা খুলিয়া। রাজর্ষির চক্ষুদ্বয় পূরিল সলিলে, ঘোর হাহাকারে সবে লাগিলা কাঁদিতে।

মালবী সুন্দরী, ধরিয়া শৈব্যার গলা কাঁদিলা ব্যাকুল। "আমি যে তোমারে বোন, সঁপি পুত্রকন্যাদ্বয়ে গিয়াছিনু ঘরে। কহ গো ভগিনী কহ, কোথায় তাদের তুমি রাখিলা লুকায়ে।—দাও আনি মায়ে মোর করি গো চুম্বন!" এত বলি কাঁদিলেন, হৃদিবিদারক স্বরে জাগায়ে কানন।

কহিলা কাঁদিয়া শৈব্যা মালবী সমীপে। "ওগো আর কি বলিব, যাইবার কালে,

গেল কত কুতুহলি পরশি চরণ। স্বামীজায়া গলে গলে, হেলিয়া দুলিয়া যেন সোহাগে গলিয়া, সুধারাশি চোখে মোর ঢালিয়া ঢালিয়া, ত্রিলোক আলোক করি গেল মা আমার। আর আসিবে না বলে, অত মায়া এ পরাণে গেল যে ঢালিয়া, তা' কি আমি জানিলাম! হায় কি কহিব, যে অবধি হইয়াছে এ নয়ন ছাড়া, সে অবধি এ পরাণে, বিড়াল বসিয়া যেন চলেছে আঁচড়ি।—কোথা গেলে মা আমার, এস গো আসিয়া দেখ, তোমারি কল্যাণে, হইয়াছে চক্ষুষ্মান শ্বশুর তোমার।—মাগো তুমি এবে যবে, শ্বশুরের পদপ্রান্তে করিবে প্রণাম, যাইবে নিকটে তাঁর, যাইবে যে সগুণ্ঠন শশিমুখ ঢাকি।—সে সুখ-দর্শন, মা গো সে গুণ্ঠনলীলা, দেখাও এ অভাগীরে দেখি মা তোমার।—আঁধারে ভরিল বন, কবে মা আসিবে আঁখি জুড়াবে সবার!"

এইরূপে বনমাঝে সকলে মিলিয়া, ঘোর আর্তনাদে যবে করিলা ক্রন্দন; বনের তপস্বী যত, সে রোদন রব শুনি আইলা তথায়। তাঁহাদের মাঝে, আছিলা সুবর্চ্চা, শিষ্য মাণ্ডব্য, গৌতম, ভরদ্বাজ ছিলা ধৌম, দালভ্য, শঙ্কর। ইন্ধন বহিয়া শিরে ফল-মূল করে, আইলা শঙ্কর প্রভু, বহুকষ্টে মহাবন করিয়া ভ্রমণ। সে বনের সমাচার জিজ্ঞাসিলে তাঁরে, উত্তরে কহিলা তিনি। "সন্ধ্যা সমাগমে, মহাবনে শব এক আইনু দেখিয়া, রাজবেশধারী তারে নারিনু চিনিতে।"

এরূপ শুনিয়া, শৈব্যাদেবী আছাড়িয়া পড়িলা ভূতলে, রাজর্ষি পড়িলা বসি, মালবী কাঁদিলা কত ঘোর হাহাকারে, বলিতে লাগিলা আর। "আমাদের এ কপাল পুড়েছে নিশ্চয়!—হায় সত্যবান হায়, হায় মা সাবিত্রী, ফাঁকি দিলি আমা সবা গিয়া মহাবন।" জিজ্ঞাসিলা ঋষিগণ মহর্ষি শঙ্করে। "সাবিত্রী কোথায়, কোন পাত্তা তুমি তার পার কি বলিতে?"

কহিলা শঙ্কর প্রভু। "সাক্ষাৎ তাঁদের সাথে না হয় আমার।—তবে এক কথা এই —আকাশে থাকিতে বেলা, অশ্বারোহী একজন পশি সেই বনে, জিজ্ঞাসে আমারে হেরি, এইরূপ পরিচয় দিয়া সে নিজের।—'অশ্বপতি নরেশের ভাগিনেয় আমি, সাবিত্রী দর্শনে এথা এসেছি এ বনে, সন্ধান বলিয়া দিতে পার কি তাঁহার?'—বলিতে নারিনু আমি, গেল সে চলিয়া ধীরে গভীর গহনে।"

মহীপতি অশ্বপতি কাঁদিলা অমনি। "হায় আমি বুঝিয়াছি, সেই দুষ্টজন, বধিয়াছে সত্যবানে হরেছে সতীকে।" এই বলি মহারবে লাগিলা কাঁদিতে। ঋষিগণ তাহা সবা যত্নে বুঝাইয়া, আনিলা আবাসে তুলি, বসাইলা বারেন্দায় নিরানন্দ সবে। নানা

মুখে নানা বাকে, সান্ত্বনা করিয়া দান শোকাতুরগণে, বুঝাইলা বহুরূপে। ঋষি-কন্যাগণ সহ, যতেক রমণী, বসিলা স্বতন্ত্র তাঁরা; বসিলা পুরুষগণ পৃথক সভায়। অজস্র রোদন সহ সান্ত্বনার স্রোত, বহিতে লাগিল তথা সে শোক-সভায়।

৮ ✱ শোক-সভা। ✱ ৮

ঋষি সবাকার মাঝে কাঁদিলা রাজর্ষি বসি ঘোর আর্ত্তনাদে। "দৌড়িলে হরিণ বনে এতক্ষণ আমি, ভাবিতেছিলাম মনে, ঐ বুঝি সত্যবান, সোনার বধুকে লয়ে আসিছে আবাসে। সে আশাও আমাদের ফুরাইল এবে।—হায় পুত্রবধূ কোথা, কোথা সত্যবান! নিশ্বাসে আমার ধ্বংস করিবি বলিয়া, দু'জনেই একযোগে গেলি মহাবনে!" এই বলি উভরায়, রাজারাণী শৈব্যা আদি কাঁদিলা সকলে।"

সহস্র প্রবোধবাক্যে, তপস্বী সুবর্চ্চা দেব লাগিলা বলিতে। "কেন কোন মন্দ চিন্তা করেন আপনি! কল্যাণী সাবিত্রী দেবী, আচার সংযুক্তা অতি দমবতী সতী, কার হেন সাধ্য সে যে, সতীর সে পতিধনে করিবে নিধন? ধনবল তপোবল বল-বলিষ্ঠের, যতরূপ বল বিধি দিয়াছে মানবে, সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সতীত্বের। সতীত্ব সমীপে, চলে না ছলনা কোন, কোন কৌশলীর। সাবিত্রী যেরূপ সতী, দেবী নিরুপমা কোন্ ছার মুনিঋষি, আপনি ঈশ্বর তাঁরে দিবেন সম্মান।"

সুবর্চ্চা নীরব হলে, কহিলা তাপসোত্তম গৌতম তখন। "অঙ্গসহ বেদবাণী করি অধ্যয়ন, মহতী তপস্যা যত করিনু সঞ্চয়; অবলম্বি ব্রহ্মচর্য্য ধৈর্য্য সহকারে, করেছি কৌমার ব্রত। শিষ্টাচার সহ আর, করেছি পাবকে তুষ্ট গুরুগণ মাঝে। সর্ব্বব্রত অনুষ্ঠান করি হৃষ্টচিতে, বায়ুভক্ষী উপবাস করেছি বিস্তর।—সে বিপুল তপোবলে পারি তো বলিতে —'সুসন্তান সত্যবান আছেন জীবিত।'—এ কথা আমার, কদাপী অলীক কভু নহে হইবার। মরিয়াছে সেই পাপী, রাজবেশে যে দুর্জ্জন পশিল গহনে।" এত বলি নীরবিল গৌতম সজ্জন।

কহিলা অমনি শিষ্য। "এই উপাধ্যায় মুখে, যা কিছু কহিব, উপধ্যায় বাক্য সম হইবে সঠিক। পরন্তু বলিছি শোন—সত্যবান জীবলীলা নাহি সম্বরিলা, আছেন জীবিত তিনি কহিনু অক্ষয়।"

কহিলেন ঋষিগণ তপোগণনায়। "অবৈধব্য বিধায়ক সাবিত্রী সুন্দরী, সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা, কেমনে বিধবা হবে ভাবেন ভবেশ! কার সাধ্য পরশিবে সে পূত শরীর?" এই বলি ধ্যানে তাঁরা বসিলা নীরব।

কহিলেন ভরদ্বাজ ঋষিরাজ জন। "দমাদি আচারযুক্তা, মহাতপস্বিনী তিনি সাবিত্রী সুন্দরী, তাঁর পতি সত্যবান যুবজানি যোগী। তাঁর প্রাণবায়ু, হরিতে ডরিবে যম নর কোন ছার। স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে কুত্রাপি কোথায়, দর্পচূর্ণ দেখিলে কি হইতে সতীর?—পতি বিনা যে অবলা, কভু না হেরিল কারে পাপের নয়নে, কে পারে করিতে চূর্ণ তাঁর অহঙ্কার?"

কহিলা দালভ্য এবে তপোধ্যানে গণি।—"হে রাজর্ষে কহ দেখি! হয়েছেন চক্ষুষ্মান কাহার কল্যাণে?—দেখিবেন এবে, অচিরে আপন রাজ্য পাবেন আপনি। এতক্ষণ ধ্যানে থাকি যা কিছু দেখিনু, করুন শ্রবণ তাহা।—মহাবনে গিয়া, জীবলীলা সত্যবান সত্যই হারান, কিন্তু ব্রতনিষ্ঠা সতী সতীত্বের বলে, পেয়েছেন ফিরাইয়া, যমের নিকট হতে প্রাণবায়ু তাঁর। পেয়েছেন আর সতী বর কতিপয়, তারি এক বরে, হয়েছেন চক্ষুষ্মান সহসা আপনি।—অনাহারা সেই সতী তিন দিবসের, কি হেতু স্বামীর সাথে গিয়াছেন বনে, বলিব আবার ধ্যান করি ক্ষণকাল।" এই বলি ধ্যানে পুনঃ হইলা মগন।

কহিলেন পুনরায় তপস্বী গৌতম। "পতির মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া, করেন ত্রিরাত্র-ব্রত, তাই তিনি সঙ্গে তাঁর যান মহাবনে।—সতীত্ব ধরম, সাধারণ ধর্ম্ম কিসে ভাবেন আপনি? সতী মাত্র বীর্য্যবতী ঈশ্বর-সমীপে।—এ ধর্ম্ম পৃথক ধর্ম্ম, জাতিভেদ বর্ণভেদ নীচ-উচ্চভেদ, ধনাদি মর্য্যাদাভেদ নাই এ ধরমে। নাহি ভেদ ধনী-জ্ঞানী-ইতর-মেথর, সুমতি-সুগতি যার সেই সত্যসতী। ইহলোক পরলোকে সেই বীর্য্যবতী।—তাহারি আদর্শ সতী সাবিত্রী রূপসী।—সাধারণ শক্তি সতী দেখায়ে শমনে, স্বামীর জীবনবায়ু পাইলা ফিরিয়া!"

অথণ্ডি বচনে এবে মাণ্ডব্য কহেন। "এ বিশাল তপোবনে, ঐ শোন শতমুখে বিহঙ্গমদল, গাহিছে হরিণীকণ্ঠা বলিছে সকলে।—'পুত্রবধূ হতে নেত্রে পাইয়াছ জ্যোতি, সপ্রতাপ সিংহাসন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম আদি, পাবেন সকলি কালি সতীর কল্যাণে।' কত যে ক্ষমতা ধরে সতীত্ব সতীর, দেখে যাও শিখে নাও বিশ্বনারীগণ।—বাকি এবে সত্যবানে সঁপি রাজ্যভার, যাইতে স্বরগধামে নৃপ আপনার।"

পরিশেষে কহে ধৌম সৌম্যজন তিনি। "চারিশত বৎসরের, পেয়েছেন পরমায়ু পুত্র আপনার, শতসুপুত্রের আর, হইবে দুজনে তাঁরা জনক-জননী; ভূতলে অমর বর লভিবে উভয়ে, হইবে ঈশ্বরপ্রিয়। অবন্তীনগরপতি পাপী কক্ষধর, মরিয়াছে মহাবনে, যমরাজ সর্প সেজে দংশেছে তাহারে। আপনার তরে, সিংহাসন শূন্য পাপী করেছে কহিনু।" এই বলি আঁখি খুলি হইলা নীরব।

এরূপে বিশ্বাস দান, করিলে সে সত্যবাদী তাপস সকলে, গভীর চিন্তায় নৃপ করিয়া বিচার, পাইলা প্রবোধ মনে, শৈব্যা ও মালবী, দূরিলা মনের চিন্তা রাজা অশ্বপতি, হইলা সুস্থির সবে। এ হেন সময়ে শৈব্যা, কি দেখি চঞ্চলা অতি কহিলা হরষে। "ঐ দেখ আঁখি মেলি; দুইটি দেউটি, আসিছে আঁধার বন উজলি আলোকে! ঐ দেখ ঐ দেখ, ডটিপ্রাণে হেলে দুলে আসিছে কেমন!"

চাহিলা কৌতুকে সবে হেরিলা হরষে, সত্যবানসহ আসে হসিত রূপসী, জীবন্ত পুতুলদুটি মিলি গলে গলে। মহর্ষিমণ্ডলীমাঝে আসিয়া তাঁহারা, চুমিলা সবার পদ।—পাইয়া সে হারাধন, আনন্দ পাইলা সবে নিরানন্দ মনে। আশীষিলা রাজা রাণী, শৈব্যা ও মালবী আদি চুমিলা তাঁদের। বসাইলা সযতনে, আকাশের চাঁদ যেন পাইলা পরাণে। উদিল আনন্দধ্বনি, মহাসমারোহে, জ্বালিলা অনলহোত্র, চারিদিক বেড়ি তার বসিলা সকলে। হোত্রের দক্ষিণ দিকে, বসিলা পুরুষদল সত্যবানে লয়ে; আর সে উত্তরে, বসিলা রমণীগণ ঘোর কোলাহলে। চুমি সুষমার মুখ রমণী সকলে, কহিতে লাগিলা মিলি। "তোমার কল্যাণে মা গো শ্বশুর তোমার, পেয়েছেন অন্ধনেত্রে জ্যোতি চমৎকার।" কতরূপ কথা আর, সুধাইলা জনে জনে কে পারে কহিতে। সত্যবানে প্রশ্ন যত করিলা পুরুষ। উত্তরে পাইলা যাহা, অবিকল ছিল তাহা বাণী ঋষিদের। কতক্ষণ এইরূপে আনন্দ করিয়া, আইলে গভীর নিশা, যার যে কুটীর পানে করিলা প্রস্থান।

পাইলা দ্যুমৎসেন অবসর এবে, পাইলা সাবিত্রী শৈব্যা সত্যবান আদি; দিলা মন সেবা যত্নে রাজা ও রাণীর। মায়ে ঝিয়ে মিলি কথা বেহানে বেহানে, বেহাই বেহায়ে তথা হইল অনেক; তবে সবে আহারান্তে, শ্রান্তভাবে বসি কথা কহি কতক্ষণ, যার যে শয্যায় গেলা করিতে শয়ন।

৯ ❋ আনন্দের উপর আনন্দ। ❋ ৯

প্রভাতিলে বিভাবরী বনের তাপসগণ, প্রাতঃকৃত্য সমাধান করি জনে জনে, আসিলেন কুতূহলি, বেহাই-বেহান-শোভী রাজর্ষি ভবনে, বসিলেন কোলাহলে হোম হোত্র জ্বালি। মহিপতি অশ্বপতি বসিলা তথায়, বসিলা দ্যুমৎসেন। মুনিগণ জিজ্ঞাসিলা কুশল রাজার, কন্যা তাঁহাদের আর কুশল রাণীর। শোকশূন্য প্রতিজন, আপনি আনন্দ দেবী আসি যেন তথা, হর্ষের ফুৎকার দিয়া লাগিলা ভ্রমিতে।

এ হেন সময়ে, অবন্তী নগর হতে সভ্য কতিপয়, প্রবেশিলা সেই বনে। এক যোগে মিলি তাঁরা মহা কোলাহলে, রাজর্ষি মণ্ডপে আসি নামিলা সকলে! তাঁর মাঝে একজন প্রতিনিধিরূপে, বসি রাজর্ষির পাশে লাগিলা কহিতে। "প্রজা আপনার মোরা অবন্তী দেশের, এসেছি চরণে তব সুসংবাদ লয়ে।—চক্ষুষ্মান হেরি আপে, অপার আনন্দ তায় পাইনু পরাণে। নিশ্চয় বলিতে পারি, এতদিন পর, ব্রহ্মা আপনার পরে হয়েছেন সুখা, ভাগ্যচক্র করিয়াছে স্থান বিনিময়।"

সমাদরে সবাকারে বসায়ে তথায়, জিজ্ঞাসিলা হাসিমুখে রাজর্ষি সজ্জন। "কহ কি মানসে শুনি, আজি এতদিন পর আগমন এথা! শোনাও কি শুভবার্ত্তা আনিলা বহিয়া।"

কহিতে লাগিলা তবে প্রতিনিধি জন। "যে অবধি আপনাকে হারাই আমরা, হারাই যেন বা প্রভু, অবোধ বালকবৃন্দ জনক-জননী। দুষ্ট রাজা অয়স্কান্ত, জ্বালি, রাজ্যে অশান্তির অনন্ত অনল, পোড়াইলা আমা সবা। গেছে সে নরকে চলি, কঙ্কধর এবে, সে রাজ্য রজকরাজ্য করি রাখিয়াছে। সেই পুরাতণ মন্ত্রী, মন্ত্রী আপনার, বিস্তর কৌশল করে, পাঠাইয়া কঙ্কধরে মৃগয়া করিতে, করিলা নিপাত রজকে ছিল তার যত। করিলেন বন্দী আর, ছিল যত সেনা তার বাধ্য অতিশয়। সিংহাসন শূন্য এবে, আমরা এসেছি; আপনাকে সমাদরে বসাইব তায়।"

রাজর্ষির পক্ষ হতে, জিজ্ঞাসিলা মহীপতি অশ্বপতি তাঁরে। "কহ সেই অয়স্কান্ত, কিরূপে বিবাহ দেয় সে পুত্রের তার, কিরূপে বা মরে পাপী, বিবরি সকল কথা কহ আমাদের; শুনি সবে সেই কথা কৌতুকে মাতিয়া।"

প্রতিনিধি সবিস্তারে লাগিলা কহিতে।—যেরূপে দ্যুমৎসেন হারাইলে আঁখি, সে পাপী সে রাজ্য তাঁর করিলা হরণ।—যেরূপে সে পাপাচার, পাপের পঙ্কিলে দেশ দিলা ডুবাইয়া।—যেরূপে অশিষ্ট পুত্র দুষ্ট কঙ্কধর, রজককন্যার সাথে পাতিল প্রণয়।—যেরূপে সে অয়স্কান্ত, সে কন্যার কেশরাশি করিয়া কর্ত্তন, জনক-জননীসহ করিলা নির্ব্বাস।—তপস্বীর ভাণে তারা, ভীমসেনে যেইরূপে করে প্রতারিত।—আর সেই নীচ নারী বীরবামা নামী, নর্ত্তকীর সাজিয়া বেশ, যে ভাবে পশিল অশ্ব-পতির প্রাসাদে— আর যে কৌশলে, সাজিল সাবিত্রী সেই, প্রতারিল অয়স্কান্তে আসি সমারোহে, হইল সে কুমারের পত্নী বিবাহিত।—আর সেই কথা যবে পাইল প্রকাশ, যেরূপে বাধিল রণ পিতাপুত্রে দোঁহা।—মরিল যেরূপে পিতা, সন্তানের তীক্ষ্ণধার খাঁড়ার প্রহারে।—আর যেইরূপে, কঙ্কধর সিংহাসনে করি আরোহণ, করিল রজক-রাজ্য সে রাজ্য সোনার;

এইরূপে যত কথা বিবরি কহিলে, কহিলা মহর্ষিগণ। "বিগত সন্ধ্যায়, মরিল যে অশ্বারোহী মহাবনে পশি, সেই তো আছিল সেই দুষ্ট কক্ষধর, এসেছিল প্রেমলাভ করিতে সতীর। হাতে হাতে প্রতিফল পাইল পাপের।"

কহিলা আনন্দে ভরি প্রতিনিধিজন। "জ্ঞানবান মন্ত্রীবর আপন কৌশলে, ঐ পরামর্শ তারে দিতেন সদাই। সাবিত্রীর তরে তাই হইয়া পাগল, বধিল পত্নীরে তার, তপোবনে মাঝে মাঝে লাগিল আসিতে। একমাত্র শত্রু সেই, আছিল বাহিরে; মরেছে যখন সেও, শত্রুশূন্য হইয়াছে অবন্তী প্রদেশ, নিষ্কণ্টক এতদিনে হয়েছি আমরা।— একমত হয়ে এবে এসেছি চরণে, মন্ত্রী মহাশয় আর, আপনাকে রাজ্য-ভার চাহেন সঁপিতে। প্রেরিত হয়েছি তাই, রথাদি তুরঙ্গ হস্তী এনেছি বিস্তর;— আপনাকে লয়ে যাব মহাসমারোহে, বসাইব সিংহাসনে, চলুন আপনি!"

বনের মহর্ষিগণ একথা শুনিয়া, আনন্দ করিলা অতি। সম্বোধি রাজর্ষি জনে লাগিলা কহিতে। "যেই পুণ্য তপোবনে করিলা অর্জন নানাবিধ তপজপে বায়ুভক্ষী হয়ে; তা'হতে অধিক পুণ্য, অর্জ্জিবেন প্রজাপালি দয়াদান করি। যাউন আপন সিংহাসন অধিকার করুন সত্বর। না গেলে আপনি, হবে না দুর্গতি দূর অবন্তী রাজ্যের। মহীপতি অশ্বপতি, আছেন এখানে যবে, এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন তিনি।" এতেক কহিয়া, আদর্শ সতীর জয় গাহিলা সকলে।

কহিলেন প্রাজ্ঞনাথ ধর্ম্মজ্ঞানী জন। "বিস্ময় মানিনু আমি, ঈশ্বরের মনোহর লীলা সন্দর্শনে।—সেদিকে অবন্তী রাজ-সিংহাসন খানি, কার শূন্য, এই দিকে, আপনার অন্ধনেত্রে দিয়াছেন জ্যোতি। আবার সেদিকে বনে, কক্ষধরে যমরাজ করিলা হরণ। অতএব বিধাতায়, মনের মানস কিবা ভাবিয়া দেখুন।"

কহিলা দ্যুমৎসেন মধুর বচনে। "অবশ্য আমারি পাপে, হারায়েছি রাজ্য মোর হারায়েছি আঁখি, সেজেছি এখানে আসি তপস্বী বনের। কিন্তু কে বলিতে পারে, কার পুণ্যে পুনরায়, বিগত সৌভাগ্য যত পেতেছি ফিরিয়া? সাবিত্রী সতীর পুণ্য বলিব নিশ্চয়।—সৎ সন্তানের গুণে, হারাধন পুনরায় এসে যায় হাতে, অসৎ হইলে, সঞ্চিত সম্বল তাও যায় রসাতলে; সম্ভ্রম মর্য্যাদা মান হারায় সকলি। সাজিয়া নিন্দার পাত্র, চারিদিকে অপযশঃ কিনিয়া বেড়ায়।"

কহিলেন মহামতি অশ্বপতি গুণ। "সুপুত্র বিধাতা যাই দিলা আপনাকে তাই না সাবিত্রী মোর, সে পুত্রের আকাঙ্ক্ষিণী হইলা সেরূপে। অতএব হে রাজন পুত্রের কল্যাণে রাজ্য পেতেছেন ফিরে। সুপুত্রের মিত্র যত সুমিত্রই হয়।"

এইরূপ বহুকথা হইবার পর, হইলা দ্যুমৎসেন, স্বরাজ্যে গমন হেতু তখনি প্রস্তুত।—সাবিত্রী ও সত্যবান বিবাহের দিন, যেই মহামূল্য বস্ত্র করে পরিধান, আছিল সে সব তোলা। সাবিত্রী সে সবগুলি করিয়া বাহির, পরাইলা সত্যবানে পরিলা আপনি। সাজিলা দ্যুমৎসেন শৈব্যাসতীসহ, সাজিলেন অশ্বপতি মালবী রহিণী আর মুনিকন্যাগণ। হইলা প্রফুল্ল সবে, নূতন জীবন যেন পাইলা সকলে।

হস্তী অশ্ব নর যান আইল বিস্তর। পেচীলে বসিলা রাজা, আরোহি তুরঙ্গপৃষ্ঠে বসে সত্যবান। শৈব্যাও সাবিত্রীসহ মালবী সুন্দরী, আর ঋষিকন্যাগণ, আস্তরণ সমন্বিত সেনানী-শোভন, দীপ্যমান নরযানে আরোহি বসিলা; বসিলেন অশ্বপতি রাজর্ষি-পেচীলে। বাজিল মঙ্গলবাদ্য, বরযাত্রী হেন যেন মহা সমারোহে, চলিলা সকলে তাঁরা, তপোবন শূন্য করি অবন্তী নগরে।

কাঁপাইয়া শূন্য তল কাঁপাইয়া ধরা, দোলায়ে সাগর জল, দলি নলবন, সে আনন্দ যাত্রী যবে, অবন্তী নগরে আসি করিলা প্রবেশ; মন্ত্রীসহ নগরের গণ্যমান্যগণ সবে, আনন্দন সহকারে করিলা গ্রহণ। আসি পুরোহিত যত, সজ্জন দ্যুমৎসেনে পুষ্পে সাজাইয়া, করিলেন অভিষেক, অবন্তীর রাজদণ্ড প্রদানি সে করে।—কিছুদিন পালি প্রজা সজ্জন রাজন, ধর্ম্মের অর্জ্জন হেতু, ইচ্ছিলেন তপোবনে যাইতে আবার। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ, সত্যবানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি, করিলা সে রাজ্য ত্যাগ। সপত্নীক গেলা চলি পুনঃ তপোবনে।

যমের আদেশমত সাবিত্রী সুন্দরী, বীর্য্যবান শতপুত্র, পাইলেন একে একে পতির ঔরসে। মালবী জননী তাঁর, সেইরূপে শতপুত্র পাইলা উদরে। সেই সহোদরগণ, সাবিত্রী সতীর ভক্ত হইল বিষম। ছাড়িয়া পত্রিক রাজ্য অনেকে তাঁদের, সাবিত্রীর দেশে আসি করিলা বসতি। মালবী-তনয়-তাঁরা, যে সকল বন কাটি করিলা বসতি, হইল মালবনাম সেই প্রদেশের। এখনও মালবগণ, ভক্ত অতিশয় সেই সাবিত্রী দেবীর। এখনও তথায়, চতুর্দ্দশী সাবিত্রীর সুবর্ণ প্রতিমা, দেখা যায় বহুস্থলে। গ্রন্থের হইল শেষ প্রণাম পাঠক।

উপদেশ।

অধুনা বিশ্বের সতী তোমরা যতেক, করিছ পালন কিগো, সাবিত্রী যেরূপে পালে, সতীত্ব তাঁহার?—পণ্যেতে ভেজাল যথা দেখি এইকালে, মনুষ্য আচারে, নাহি কি দেখিতে পাই তদ্রূপ ভেজাল?—আদর্শ গ্রহণ করি আদর্শ সতীর, সত্যবান হতে শিক্ষা করি শিষ্টাচার, পার যদি বৈর্য্যবলে, সতীত্ব রাখিতে আর সাধুতা পালিতে;

তোমরাও কেন তবে, প্রিয় পাত্র পাত্রী নাহি হবে বিধাতার? কেন না পাইবে, দেবতা-দুর্লভ যত সম্ভ্রম সম্মান। ইহলোক পরলোকে, কেন না যশের ফল ফলাবে কপালে। তোমরাও রাজ্যহারা, দ্যুমৎসেনের ন্যায় চক্ষুহীন জন, কাঁদিছ গহনে বসি; জপ ঈশ্বরের নাম, পুত্রগণে সত্যবান কর শিক্ষা দিয়া, কন্যাকে সাবিত্রী আর। হারারাজ্য পাইবার এই তো উপায়। এই উপদেশসহ এই উপহার, লেখক পাঠকে তার করিল প্রদান। সাদরে গৃহীত হলে, যত পরিশ্রম তার হইবে সফল। নাটক নভেল আদি করি পরিত্যাগ, এইরূপ গ্রন্থ যত, উপদেশ প্রভাসিত পাঠ্য জ্ঞানোদয়ী, না হইলে প্রচলিত হীন বাঙ্গলায়; নারিবে দূরিতে কভু, আত্মার কলঙ্ক যত কিছুতে এ দেশ।—পাইবে না স্বাধীনতা কহিল এ কবি। দেবর্ষি দরবার পত্র পড়িয়া সকলে, কবির বচন যত দেখ মিলাইয়া, যা কিছু কহিল কবি, বর্ণে বর্ণে সব কথা সত্যে দাঁড়াইল। সত্যে দাঁড়াইবে আর এ সকল কথা।

হিন্দু সম্প্রদায় মাঝে, এ গ্রন্থ আদর প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়, লিখিবে লেখক, দ্রৌপদী সতীর কথা, সীতা রাম বৃষকেতু গ্রন্থ কতিপয়। দেখাইবে তায় কবি, অধুনা এ হিন্দুভ্রাতা যা নাহি দেখিল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়াও যে সকল গোলামজ্ঞানী লোকের মাথায়, সতীত্বের অপরিসীম মহিমা সকল প্রকাশ পাইবে না এবং যাহারা গোলাম জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া শয়তানী শক্তি প্রচার করিবার মানসে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া, জগাদ্বদলী সন্দর্ভে দেশ ভাসাইতে দাঁড়াইবেন। সে ধরণের গোলাম জ্ঞানীদের জ্ঞান ফিরাইবার জন্য স্বাধীন **খাতুন নাম্নী** যে এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহারা যেন সে গ্রন্থ পাঠ না করিয়া, ঐরূপ শয়তানী সন্দর্ভ না লেখে। 'স্বাধীন খাতুন' সেইরূপে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবে, যেরূপে 'লাহোল' শয়তানকে পরাস্ত করে। এবং স্ত্রী স্বাধীনতার কথা সকলকেই এককালে ভুলিতে হইবে। কারণ এ গ্রন্থের অকাট্য উপমা সকল রদ করিবার ক্ষমতা কাহাকেই নাই।

সমাপ্ত।

কবির অন্যান্য নূতন গ্রন্থ।

আমাদের বহুদর্শী প্রাচীন লেখক ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম্ ডি সাহেব, স্বদেশ হিতৈষণায় মন দিয়া; একাদিক্রমে বাইশবৎসরকাল সংসারকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, দেশের পতিতবুদ্ধি ও নিকৃষ্ট ভাব সকল ফিরাইবার মানসে, যে সকল জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই সকল গ্রন্থের দ্রুতপ্রচার-মানসে আমরা' দরবার প্রেস' নামক এক স্বতন্ত্র প্রেস খুলিয়া প্রবলবেগে প্রচার আরম্ভ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগকে চক্ষুষ্মান করিবার জন্য এই সকল স্বর্ণগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই মধ্যমশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া ইহার প্রতি (পড়িবার পূর্ব্বেই) অন্ধনেত্রে ত্যাগ করিতেছেন। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই, গ্রন্থগুলিকে আকাশোচ্চ সম্মানদান করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে দেশের কোনই উপকার দর্শিতে পারে না। আমরা আশা করি, দেশের সকলেই যেন দেশহিতৈষণায় সত্যজ্ঞান-সঞ্চয় করিবার জন্য এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে বিস্মৃত না হন। পুস্তক সকল কলিকাতার, ৭৩ নং কোলুটোলা হিতবাদী আফিসে, ৫। এ, কলেজ স্কোয়ার মথুরমী ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস প্রভৃতি পুস্তকালয়ে এবং আমাদের নিকট পাওয়া যায়, এবং মফঃস্বলের পুস্তকবিক্রেতা যদি এ সকল গ্রন্থ দোকানে, রাখেন তবে আমরা তাঁহাদের নামও বিজ্ঞাপনে দিব।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

আপনি তো অনেক নাটক নভেল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িয়াছেন; কিন্তু এমন কোন মধুভরা গ্রন্থ দেখিয়াছেন কি, যাহার শ্রুতি মধুর বীণাবাণী আপনার চিরস্মরণীয় হইয়া আছে?—যাহা শতবার পাঠ করিয়াও আপনার নিকট পুরাতন হয় নাই?—যাহার অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী আপনার হৃদয়-মন্দিরে বিদ্যুৎজ্যোতি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? একখানি গ্রন্থ শত শত গ্রন্থের সাধ পুরাইতে পারে, তেমন গ্রন্থ পড়িয়াছেন কি? যাহার প্রতি পরিচ্ছেদের অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল আপনার আহার নিদ্রা ও স্বকাজসমূহ ভুলাইয়া দিতে পারে;—যাহার সরল বোধগম্য ভাষা ও মুক্তাগ্রথী বচনবিন্যাস আপনাকে চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিতে পারে,—যাহার সামঞ্জস্য-সম্পন্ন উপদেশরাশি শাখাপ্রশাখা-বিচরী উপমা সকল, কারুকাজ-

করস্থিত ভাববৃন্দ আপনাকে দেশ-হিতৈষণায় প্রবল প্রতাপে সুচতুর করিতে পারে, তেমন কোন গ্রন্থ পড়িয়াছেন কি? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে—নূতন সংস্করণ **যমজভগিনী কাব্য ১॥০, স্বর্গারোহণ কাব্য ১।০, জীবন্ত পুতুল কাব্য ১॥০, হাবশীবাদশা উপন্যাস ২৲, স্পেনবিজয়** (ঐতিহাসিক) ২॥০ এবং **নূরজাহান কাব্য ১৷৹০** পড়ুন। এই পুস্তকের প্রত্যেকটির মধ্যে একএকটি নূতন গগনসহ নূতন তপনতারা দর্শন করিবেন। বঙ্গ-সাহিত্যের শত্রু এবং প্রতিহিংসার প্রতিমাবৎ ব্যক্তিগণ ভিন্ন সকলেই এই গ্রন্থের পাঠে আনন্দলাভ করিবেন, তাহাতে রতিমাসার সন্দেহ নাই।

জ্ঞানগর্ভী ইতিহাস।

ধর্ম্মের যে কি মোহিনীশক্তি এ দেশের কি হিন্দু, কি মুসলমান, তাহা এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। এই ভৌতিকশক্তির অসাধারণ প্রভাবে কেমন করিয়া দৈন্যদশা হইতে পৃথিবীশ্বর হওয়া যায়; এবং এই অভাবনীয় ঐশীশক্তির অভাবে কি ভাবে লোক, রাজপদ হইতে অবতরিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে বসিতে পারিলে কেমন করিয়া লোক, শান্তি, একতা ও উন্নতির দেখা পায়, কেমন করিয়া গোলামজ্ঞানী হইয়া রাজজ্ঞানে জ্ঞানবান্ হয়, কেমন করিয়া দেশগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত জ্ঞানে সুচতুর হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বরপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বর কি ভাবে সাহায্য করেন, যদি সে সমুদায়ের সহস্র সহস্র সত্য উদাহরণ দেখিতে চান, তবে **মোসলেম পতাকা বা তারিখুলএসলাম ৫৲, মিসর বিজয় ১॥০, স্পেন বিজয় ২॥০, বঙ্কিম সমালোচনা ২॥০** (১৪ খানি গ্রন্থের) এবং **সাবিত্রীর সত্য-জীবনী** এই পাঁচখানি গ্রন্থ পাঠ করুন। ইহা পাঠ করিবার পর যাঁহারা দেশ-হিতৈষণায় অগ্রসর হইবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিবেন। 'ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়' কি ভাবে সংঘটিত হয়, পতিত-বুদ্ধিগত ব্যক্তিদিগের কৌশল সকল কি ভাবে পণ্ড হইয়া যায়, তাহার রাশি রাশি স্মৃতিমুগ্ধকর উদাহরণে ব্যক্তিমাত্রেরই চরিত্র নূতন ধরণে গঠিত হইয়া যাইবে।

বঙ্কিম সমালোচনা।

স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪ খানি নভেলের ছায়া কায়া অবলম্বন করিয়া, গোলামজ্ঞানী দেশহিতৈষীদিগের কল্পনায় শাণ ধরাইবার মানসে ইহা লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু এই গোলামজ্ঞানীদের প্রতি কি ভাবে কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া, কি রূপে অন্ধকারে বসিয়া উপদেশ দিয়াছেন, গোলামজ্ঞানীরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার গ্রন্থগত দৃষ্টান্তমতে দেশহিতৈষণায় দাঁড়াইয়া, দেশে হুজুগ আনয়ন করিতেছে মাত্র! যাহাতে দেশহিতৈষীরা সত্য হিতৈষণায় দাঁড়াইতে পারে, সেই উদ্দেশে আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সমালোচনায়, স্বর্গীয় কবির কুহেলিকাবৃত মনোগত কথাসকল উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত করিয়া দিলাম। ইহার পাঠে লোক এতদূর চক্ষুষ্মান হইবে যে, কিছুতেই আর তাহারা ঠকিবার পথে অগ্রসর হইবেন না। দেশ-হিতৈষণার ভাণে যাহারা স্বার্থের অন্বেষণে আছে, লোক গোলামজ্ঞানী হইবার কারণে এখন কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাই তছে না; এই গ্রন্থ, পড়িবার পর সকলেই সেই দেশ নষ্টকারী দুষ্টদিগকে সচক্ষে দেখিতে পাইবে।

ঘরে ঘরে সতী সাবিত্রী। যদি ঘরে ঘরে সাবিত্রীর ন্যায় সতী সুন্দরী দেখিতে চান, যদি দেশের সর্ব্বত্র সত্যবানের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রের মেলা বসাইতে চান, তবে ঘরে ঘরে রমণীপুরুষে 'সাবিত্রীর সত্যজীবনী' পাঠ করিতে থাকুন। এমন অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চার্য্য জীবনী আপনারা কখনই পাঠ করেন নাই। আপনারা যাহা পড়িয়াছেন তাহা সাবিত্রীর সত্যজীবনী নহে! সাবিত্রীর সত্যজীবনীর মত সুন্দর সন্দর্ভ ধরায় বিরল। এই গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান সকলেরই গৃহে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্পেন বিজয়।—আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থকার মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লইয়াও এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারেন নাই। অতএব স্পেনবিজয়ের আশ্চর্য্য ঘটনা জগন্মধ্যে বিরল বলিতে হইবে। ইহার প্রতি পরিচ্ছেদেই নূতন প্রীতি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যদি কবিত্বের মর্য্যাদা ও কল্পনার প্রাচুর্য্য দেখিতে চান; কল্পিত কথায় ভারতবাসীরা অন্যান্য দেশবাসীদের তুলনায় কেমন, জ্ঞান-গুণ, আচার-বিচার, বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেমন, এবং যদি প্রেমাদি ধর্ম্মজ্ঞানের পার্থক্য পাঠ করিয়া ঘরে বসিয়া ভুবনভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চান তবে, **নুরজাহান কাব্য** ও **ভুবন ভ্রমণ কাব্য**দ্বয় পাঠ করুন। আর যদি সামান্য বাঙ্গালা জানিয়া ছয়মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী লিখিতে, পড়িতে, বলিতে চাহেন তবে,

ইংরাজী শিক্ষাসোপান ।।০ পাঠ করুন। এর মত সরল শিক্ষা আর নাই। স্কুলের ছাত্রগণ পড়িলে প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবে। আর যদি হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য হইবার আদি কারণসকল জানিতে চাহেন, তবে পঞ্চনভেল বিশিষ্ট **সতী দাহ** ২।।০ গ্রন্থ পাঠ করুন। এই গ্রন্থ পাঠ না করিয়া যাহারা হিন্দু-মুসলমানে একতা করিতে যাইবেন তাঁহারা বিফলকাম হইবেন।

শেষ কথা।——এমন মনে করিবেন না যে, আমরা এই বিজ্ঞাপন অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমরা সদর্পে বলিতে পারি যে, বিজ্ঞাপনে যাহা বলা হইয়াছে, পুস্তকে তাহার শতাধিক গুন দেখিবেন। যে সকল জ্ঞান আপনি ভুবন ভ্রমণান্তে এবং সহস্রাধিক গ্রন্থের পাঠে অর্জ্জন করিয়াছেন এ গ্রন্থ পাঠে আপনি ততোধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন। আপনি যতদূর জগদ্বিদলী বিদ্বান, এ গ্রন্থের পাঠে ততদূর স্তম্ভিত হইবেন। কিরূপ ঐশ্বরিক-শক্তিবাহা-কল্পনার বলে, বঙ্কিম সমালোচনা ও অন্যান্য গ্রন্থসকল লিখিত হইয়াছে, পাঠ করিয়া চিন্তাশীল পাঠকেরাও হতজ্ঞান হইতেছেন, আপনিও না হইবেন কেন? ইহার পাঠে আপনি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইবেন, এবং লোভাদি রিপুপঞ্চের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া স্বদেশ হিতৈষণার চক্ষুষ্মান হইবেন এবং তখন বুঝিতে পারিবেন যে—যেভাবে এই স্বদেশ আন্দোলন চলিতেছে, এভাবে চলিলে কখনই সুফল ফলিবার নহে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোক এইরূপ গ্রন্থ পড়িয়া ব্যক্তিগত জীবন গঠন করিতে না পারিবে, ততদিন এ দেশের উন্নতি নাই, ভুয়বুদ্ধির বর্জ্জন ও বীরবুদ্ধির অর্জ্জনের নামই জীবন গঠন করা।

এস্ এ, হাশেম, বি, এ,
৬৩, কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪৮)